দেবপ্রসাদ স্বরূপে সংগ্রহ করিলেন, পুত্র যাহা চিরজীবন পড়িয়াও শেষ করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। ঐ পুত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান, বয়সও অনেক হইয়াছে। প্রায় চল্লিশ বৎসর ঐ গ্রন্থ পড়িতেছেন, কিন্তু এতদিনে গ্রন্থের কত অংশ পড়িলেন,তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। তবে গণিতশাস্ত্রে কিছু অধিকার থাকায় অনুপাতে জ্ঞান আছে, তাই বলিতেছেন, সূর্য্য ও সূর্য্যাণুর যে অনুপাত; সমস্ত গ্রন্থ ও তাঁহার পঠিত অংশের সেই অনুপাত। যাহা হউক, সম্প্রতি তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার পাঠ্য পুস্তকের খণ্ডগত উপরিউক্ত শিরোনামবিশিষ্ট একটী প্রবন্ধ আমাদিগকে শুনাইতেছেন। প্রবন্ধটী অপূর্ব্ব বলিয়াই আমাদিগের বোধ হইতেছে। এই জন্য আমরাও তাহা বামাবোধিনীর পাঠিকাগণের করকমলে উপহাররূপে প্রদান করিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু ভয় হইতেছে, কেননা, আমাদের পুঁজি প্রথমতঃ পুস্তকস্থ,—দ্বিতীয়তঃ পরহস্তগত।

যে গৃহের গৃহিণীচরিত উক্ত প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, সেই গৃহের গৃহীর নাম, ধাম, অবস্থা প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় ঐ গ্রন্থে লিখিত আছে, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ আমরা কিছুকাল তাহা অপ্রকাশ রাখিব। তবে আভাসে কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। গৃহীর বাসস্থান নির্ণয় সম্বন্ধে কেহই স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই, অনেকেই অনেক স্থানকে তাঁহার বাসস্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা যখন সেই স্থানগুলির নাম প্রকাশ করিব, তখন যাঁহার যে স্থানটী সঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে, তিনি সেই স্থানটীকেই গৃহীর স্বধাম বলিয়া গ্রহণ করিবেন। আমরা কত গ্রন্থে কত মহা মহোপাধ্যায় ব্যক্তির জীবনচরিত পাঠ করিয়াছি, কিন্তু কাহারও নাম ধাম লইয়া এত গোলযোগের কথা শুনা যায় নাই। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, বোপদেব, শ্রীধর, চাণক্য প্রভৃতি মহাত্মাগণের বাসস্থান ও প্রাদুর্ভাব কাল লইয়া অনেক গোল শুনা যায় বটে; কিন্তু তাঁহাদের নাম লইয়া কেহ গোল করেন না। আমরা যে গৃহীর বিবরণ লিখিতে উদ্যত হইয়াছি, তাঁহার নাম লইয়াও যথেষ্ট গোলযোগ। কেহ তাঁহার শতাধিক, কেহবা সহস্রাধিক নামের উল্লেখ করেন। তাঁহার ঐ সকলনামেরমধ্যে যে কোন্ নামটী ঠিক্, তাহা একজন আর একজনকে বলিয়া দিতে পারে না। যে নামে যাঁহার রুচি হয়, তিনি সেই নামটীই গ্রহণ করিয়া থাকেন। গোত্র, উদ্ভবকাল, আদি মধ্য বা অন্ত্য বাসস্থান এ সকলই অপরিজ্ঞেয়। এমন আশ্চর্য্য বিবরণ কেহ কখন শুনিয়াছেন বা কোন গ্রন্থাদিতে পাঠ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। গৃহী, গৃহীর সম্পত্তি ও

পরিজন, বাসস্থান, কীর্ত্তিকলাপ ইত্যাদি সকলই বর্ত্তমান ও জাজ্বল্যমান; তথাপি কেহ বলিতে পারেন না যে, গৃহী কোন্ বংশ হইতে কোন্ সময়ে জন্মিয়াছেন এবং তাঁহার পূর্ব্ব বা বর্ত্তমান নিবাস কোথায়।

যে গ্রন্থ হইতে এই বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে, সেই গ্রন্থের এই স্থলে একটী পূর্ব্বপক্ষ ও তাহার সিদ্ধান্ত আছে। পূর্ব্বপক্ষ এই, যাঁহার বিবরণ লিখিত হইতেছে, তিনি যখন বর্ত্তমান, তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার প্রকৃত নাম, ধাম, বংশ বিবরণাদি জানিয়া লইবার বাধা কি? এ প্রশ্নের উত্তরে এইরূপ লিখিত আছে;—অনেক বংশে এক একটী কৌলিক রীতি দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কোন কোন বংশের এই রীতি ছিল এবং অদ্যাপি স্থানে স্থানে আছে যে, তাঁহারা চিরকাল গৃহে অগ্নি রক্ষা করিয়া থাকেন। জন্মকালের সূতিকা কার্য্য ও মৃত্যু কালের শ্মশান কার্য্য সকলই সেই অগ্নিদ্বারা সম্পন্ন হয়। তাঁহাদিগকে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ কহে। সেইরূপ বক্ষ্যমান গৃহীর কৌলিক রীতি আছে, যাঁহারা স্ব স্ব বংশ-গৌরব, জাত্যভিমান, সামাজিক পদ, সাংসারিক শিক্ষা, দীক্ষা, অভ্যাস, রাগ, বিরাগ প্রভৃতি সর্ব্বস্ব ত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অধিকারে গিয়া বাস করিবেন এবং চিরকালের জন্য তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করিবেন, তাঁহারা ভিন্ন অন্যের নিকট তিনি আত্মপরিচয় দান করেন না। একটা লোকের পরিচয় জানিবার জন্য এত বিপত্তি স্কন্ধে করিতে কাহার প্রবৃত্তি হয়? নিতান্ত ভূতাবিষ্ট না হইলে আর কাহারও এরূপ প্রবৃত্তি হয় না। এই জন্য প্রায় কেহই তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানে না। যে এক একটা লোকের বায়ুরোগ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায়, তাহারাই উপরি উক্ত সর্ত্ত সকল স্বীকার করিয়া তাঁহার পরিচয় লাভের চেষ্টা করে। এই সংসারের সুখ সৌভাগ্য, আশাভরসা, স্নেহপ্রণয় ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া একটা লোকের শরণাগত হইতে যাওয়ার অপেক্ষা বাতুলতা আর কি হইতে পারে? তবে ঐ লোকটার ইন্দ্রজাল বিদ্যায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি আছে; সেই বিদ্যার প্রভাবে তিনি আপন শরীরে বিশ্বস্থ অনন্ত বস্তুর প্রতিবিম্ব আকর্ষণ করিতে এবং বিশ্বের অনন্ত বস্তু মধ্যে স্বয়ং প্রবেশ করিতে পারেন। এই মায়ায় মোহিত হইয়া কোন কোন ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গত্যাগ করিতে পারেন না। যাহা হউক, আমরা এই গৃহীর গৃহিণী চরিত লিখিবার সংকল্প করিয়াছি।

গৃহীর ন্যায় গৃহিণীরও নাম, ধাম, বংশবিবরণাদি জানা যাইবে না। তাহা সম্ভবপরই বটে, কেননা কর্ত্তার আচার ব্যবহার যেরূপ, তাঁহার গৃহিণীর তাহা হইতে অন্যরূপ হইতে পারে না।

গৃহিণী কাহার কন্যা, কোথায় নিবাস, কোন্ সময়ে বিবাহ হইয়াছে ইত্যাদি কোনও বিষয় জানিবার উপায় নাই। এই জন্য অনেকে বলিয়া থাকেন, উপরিউক্ত ঐন্দ্রজালিক গৃহী ইন্দ্রজাল প্রভাবে স্বকীয় অঙ্গ হইতে একটী কন্যা উৎপন্ন করিয়া বিবাহ করেন। এই কথার প্রমাণ্য সংস্থাপনার্থ তাঁহারা বলিয়া থাকেন, গৃহিণী যদি কর্ত্তার স্বাঙ্গ-সম্ভূতা না হইবেন, তবে তাঁহার দেহকান্তি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠনাদি অবিকল কর্ত্তার ন্যায় হইবে কেন? সে সাদৃশ্য ত যেমন তেমন নহে; স্ত্রী পুং অবয়বগত কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য ব্যতিরেকে আর সর্ব্বাংশে একরূপ। যাহা হউক, আমাদের কর্ত্তাটী যখন প্রকৃতি পরিগ্রহ করিলেন, তখন হইতেই ক্রমশঃ হত-প্রভাব হইতে লাগিলেন। আপনার সমস্ত কর্ত্তৃত্ব ও কৃতিত্ব গৃহিণী হস্তে অর্পণ করিয়া স্বয়ং নির্ব্বাণ হইতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলেন, যেমন প্রজাপতি কীটাবস্থায় আপন নাসারন্ধ্র নির্গত লালা দ্বারা কোষ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে আবদ্ধ ও জড়ভাবাপন্ন হইয়া থাকে, উক্ত কর্ত্তারও সেই দশা হইয়াছে। গৃহিণীর অতুল প্রভাব, অসাধারণ গুণগ্রাম, লোকাতীত সৌন্দর্য্য, অপার্থিব সতীত্ব প্রভৃতিতে মোহিত হইয়া লোকে কর্ত্তার নাম প্রায় ভুলিয়া গেল। কোন বিভবশালী ব্যক্তির মৃত্যু হইলে বৈষয়িক কাজ কর্ম্ম তাঁহার স্ত্রীর নামে চলিয়া থাকে, যেমন মহারাণী স্বর্ণময়ী, রাণী শরৎ সুন্দরী, জমিদার পত্নী বর্ণময়ী ইত্যাদি; সেইরূপ এই গৃহীর সমস্ত কার্য্য গৃহিণীর নামে চলিয়া থাকে। গৃহিণীর অতুল প্রভাবে ও অলৌকিক গৃহিণীপনায় অনেকের চিত্ত এতই মোহিত হইয়াছে যে এই সংসারের একটী কর্ত্তা এখনত নাইই, কোন কালে যে ছিল, তাঁহারা তাহা স্মরণ করিবারও অবকাশ পান না। গৃহিণীও তেমনি বটে! যেমন ঈষদুষ্ণ সূর্য্য কিরণ আতস্ নামক কাচ বিশেষে পতিত হইলে অগ্নিকান্তি ধারণ করে, তেমনি কর্ত্তার বিদ্যা, বুদ্ধি শক্তি ও অন্যান্য গুণাবলী যেন শতগুণে প্রবল হইয়া গৃহিণীকে আশ্রয় করিয়াছে। কর্ত্তার যে ইন্দ্রজাল বিদ্যার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই ইন্দ্রজাল বিদ্যা গৃহিণীতে যে কত অদ্ভুত শক্তি ধারণ করিয়াছে, একটী মাত্র উদাহরণ দ্বারা তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। গৃহিণী গৃহ কার্য্যের সৌকর্য্য সাধনার্থ উক্ত বিদ্যা প্রভাবে পৃথক্ পৃথক্ তিনটী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তাহার একটী মূর্ত্তি চর্ম্মচক্ষুর অগোচর, কেবল বাহ্য চক্ষু মুদিয়া মনশ্চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিতে হয়। একটী অতিশয় চঞ্চলা;—কখন এখানে কখন সেখানে, কখন সূক্ষ্ম কখন স্থূল, কখন বা তাহার ক্ষয় কখন উদয়, কখন তিরোভাব কখন অবির্ভাব ইত্যাদি চাঞ্চল্যের সীমা

নাই। আর একটী মূর্ত্তি জড় প্রতিমার ন্যায় অচল অটল; যেখানে থাকিতে বলা যায়, সেইখানে স্থিরভাবে বসিয়া থাকেন, কোনখানে যাইতে বলিয়া যতক্ষণ নিষেধ করা না যায় ততক্ষণ গমনে বিরত হন না এবং কেহ কোন খানে যাইতে বা কোন কাজ করিতে না বলিলে একস্থানে অলসভাবে বসিয়া থাকেন। গৃহিণী এই তিন মূর্ত্তিতে * গৃহ কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি এতাদৃশ অসামান্য শক্তিশালিনী হইলেও পতিসেবা ও পতির সুখ সাধন ভিন্ন তাঁহার অন্য কার্য্য ও অন্য সংকল্প নাই। তিনি ত বাস্তবিক স্বর্ণময়ী বা বর্ণময়ীর ন্যায় বিধবা নহেন। তাঁহার সর্ব্বগুণে সুভূষিত, অনুপম রূপবান হৃদয়বল্লভ স্বামী চিরবর্ত্তমান আছেন।

গৃহিণীর গৃহিণীপনা দেখাইবার পূর্ব্বে কর্ত্তা ও গৃহিণীর মধ্যে প্রণয় ও দাম্পত্য ধর্ম্ম কিরূপ আছে, তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণন আবশ্যক। এই দম্পতির সকলই অদ্ভুত ও অলৌকিক। সচরাচর দেখা যায়, প্রণয়ি-যুগলের মধ্যে যাহার প্রতি যাহার যত অধিক অনুরাগ, অনুরাগ ভাজনের সুখ দুঃখের অনুভূতি অনুরাগীর তত অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। পুত্রের সুখ দুঃখ পিতা, বা স্বামীর সুখ দুঃখ স্ত্রী, যে পরিমাণে বুঝিতে পারেন, অন্যে সেরূপ পারে না। পুত্রাদির প্রতি পিত্রাদির অনুরাগই তাহার মূল। পিতা পুত্রকে যতই ভাল বাসুন, স্ত্রী স্বামীকে যতই অনুরাগ করুন, এক জনের সুখ দুঃখ সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে কাহাকেই দেখা যায় না। সম্পূর্ণ অনুরাগের অভাবই তাহার কারণ, কেননা পূর্ণ প্রেমই পূর্ণ সহানুভূতির কারণ। আমাদিগের বর্ণনীয় দম্পতির মধ্যে পূর্ণ প্রেম আছে বলিয়াই বোধ হয়। যেহেতু তাঁহাদিগের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের পূর্ণ সহানুভূতি দেখা যায়। আধ্যাত্মিক সুখ দুঃখের ত কথাই নাই,—এক জনের ক্ষুধা তৃষ্ণাদি দৈহিক ক্লেশও আর এক জনে সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারেন। একজনে পান ভোজন করিলে আর এক জনের ক্ষুৎপিপাসার শান্তি হয়। কিন্তু ইহার মধ্যে একটু বৈচিত্র আছে। কর্ত্তা কি গৃহিণী যদি আত্মসুখ কামনায় আহার বিহারাদির অনুষ্ঠান করিতেন, তাহাহইলে তাঁহাদের তৃপ্তি হইত না। কর্ত্তা গৃহিণীর সুখোদ্দেশে এবং গৃহিণী কর্ত্তার সুখোদ্দেশে কার্য্য করিয়া শতগুণ তৃপ্তি অনুভব করেন। এই জন্য বলিতেছিলাম, আমাদের বর্ণনীয় দম্পতির সকলই অদ্ভুত। এইরূপ প্রণয় ও এইরূপ দাম্পত্য ধর্ম্ম, তাঁহাদিগের মধ্যে বরাবর চলিয়া আসিতেছে।

গৃহিণীর এইরূপ সুচরিত্র দর্শনে তাঁহার সুখোদ্দেশে কর্ত্তা আপনার যথা-

* চিৎশক্তি, জীবশক্তি, মায়াশক্তি।

সর্ব্বস্ব গৃহিণী হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলেন; সংসারের কোন কাজ আপনার হস্তে রাখিলেন না, সকলই গৃহিণীর উপর ভার দিলেন। গৃহিণীর ও কর্ত্তার প্রতি এমনই জীবন্ত প্রেম যে, কর্ত্তার মনে একটা ক্ষুদ্র ইচ্ছার সঞ্চার মাত্রেই তিনি তাহা বুঝিতে পারেন এবং তৎক্ষণাৎ তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করেন। সুতরাং কর্ত্তাকে স্বয়ং কিছুই করিতে হয় না,—তিনি পরমানন্দে বিভোর হইয়া থাকেন। (ক্রমশঃ)

ঘণ্টারাম ঠাকুরের কথকতা।

আমাদের সেই পূর্ব্বেকার সুপরিচিত ঘণ্টারাম ঠাকুর এবং তাহার সেই সুরসিক মুটিয়া এক্ষণে আবার কলিকাতার সন্নিহিত কোনও স্থান দিয়া যাইতে লাগিলেন। মহারাষ্ট্র খাদ অতিক্রমপূর্ব্বক শিবাদহের অভিমুখে যাইতে যাইতে অনেকগুলি শস্য ক্ষেত্র পার হইয়া তাঁহারা এক্ষণে একটি সুবিস্তৃত প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। ঐ প্রান্তরের এক পার্শ্বে একটি প্রবীণ পুরুষ বিরস বদনে দাঁড়াইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন এবং এক এক বার "হায়! হায়!" করিয়া বক্ষে করাঘাত করিতেছিলেন। মুটিয়া বলিল "প্রভো! এই লোকটি এই রূপে এস্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন কেন? বৈশাখের এই প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণে এমন উত্তপ্ত বালুকাময় প্রান্তরে প্রবীণ পুরুষ দাঁড়াইয়া বক্ষে করাঘাত করেন কেন? ইহাঁর কি দুর্ঘটনা হইয়াছে, বলুন্।" ঘণ্টারাম বলিলেন "দেখ, পুরুষের ভাগ্য এবং স্ত্রীলোকের চরিত্র শীঘ্র বুঝিয়া উঠা কাহারও সাধ্য নহে। স্ত্রীজাতির হৃদয় পবিত্রতার সিংহাসন, আবার অসরলতার আগার। স্ত্রীলোকেরা বুদ্ধিবলে না করিতে পারে এমন কাজই নাই। এই বুদ্ধিমান পুরুষটি একটি দুষ্টবুদ্ধি স্ত্রীলোকের আশ্চর্য্য কৌশলে প্রতারিত হইয়া এক্ষণে হতসর্ব্বস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার বিবরণ শুনিলে তুমি স্ত্রীজাতির বুদ্ধিমত্তার অসাধারণ পরিচয় প্রাপ্ত হইবে। ইনি যে স্ত্রীলোকের দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়াছেন, সেটি এ দেশীয় স্ত্রীলোক নহেন, বিলাতী রমণী। তোমার কৌতুকের জন্য এই রহস্যময় বিবরণ শুনাইতেছি; তুমি এইরূপ প্রকৃতির নারীগণ হইতে সাবধান থাকিও।" মুটিয়া একান্তমনে ঘণ্টারাম ঠাকুরের মুখে গল্প শুনিতে প্রবৃত্ত হইল।

ঠাকুর বলিলেন, বোম্বাই সহরে এক জন সাহেব ডাক্তার বাস করিতেন। তিনি চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বন দ্বারা

বহুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গতাসু হয়েন। চিকিৎসক মহাশয় অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অপরিমিতব্যয়ী ছিলেন বলিয়া মৃত্যুর সময়ে একটি পয়সাও রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র বা কন্যা ছিল না, একমাত্র যুবতী স্ত্রী বর্ত্তমান ছিলেন, সুতরাং স্ত্রীর বড় কষ্ট হইল। দ্রব্যাদি যাহা ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া এবং ভিক্ষা দ্বারা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিবি বোম্বাই সহর পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলিকাতায় উপনীত হইলেন। এখানে একদিন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইউরোপীয় চিকিৎসকের নিকট গিয়া বিবি কাতরস্বরে বলিল "মহাশয়! আপনার যশ ও পারদর্শিতা আমি বহুকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি; আমি কয়েক সপ্তাহ হইতে আপনার নিকটে আসিব মনে করিতেছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আসিতে পারি নাই।" সাহেব বলিলেন" আমার কাছে আপনার কি কোনও বিশেষ প্রয়োজন আছে?" বিবি উত্তর দিল "আছে বৈকি মহাশয়! সংসারে আমার একমাত্র ভরসাস্বরূপ আমার প্রিয়তম স্বামী প্রায় গত দুই বর্ষকাল হইতে উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইয়া নিজেও বড় কষ্ট পাইতেছেন এবং আমাদিগকেও বড় বিপদ সাগরে ভাসাইতেছেন। স্বামী পাগল হইয়া গোলমাল অথবা উপদ্রব করেন না, কিন্তু প্রতিনিয়ত "টাকা দাও" "টাকা দাও" এইরূপ চিৎকার করিতে থাকেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত টাকা দিব বা টাকা দিতেছি এই রূপ প্রত্যুত্তর দেওয়া না যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পাগল চীৎকার করিতে থাকে; ঐ রূপ উত্তর দিলেই ক্ষান্ত হইয়া যায়। মহাশয়! অল্প টাকায় আমার স্বামীর এই ভয়ানক ব্যাধির আপনি চিকিৎসা করিতে পারিবেন কি?" এই কথা বলিয়া স্ত্রীলোকটি রোদন করিতে লাগিল। ডাক্তার সাহেব বিলাতী বিবির কাতরোক্তি শ্রবণ এবং ক্রন্দন দর্শন করিয়া প্রাণে ব্যথা পাইলেন এবং সরলমনে তাহার সকল কথা বিশ্বাস করিলেন। ডাক্তার বলিলেন, তোমার একটি পয়সাও ব্যয় হইবে না, তুমি আগামী শনিবার মধ্যাহ্নে তোমার স্বামীকে সঙ্গে লইয়া এই স্থানে উপস্থিত হইও। বিবিটি সাহেবকে ধন্যবাদ দিতে দিতে চলিয়া গেল। সাহেব বুঝিতে পারিলেন না যে, দুষ্টমতি স্ত্রীলোক বিধবা এবং তাহার প্রার্থনা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

শনিবার প্রভাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আহারাদি সমাপন করতঃ দুষ্টমতি বিবি এক সাহেবের নিকট হইতে কয়েক ঘণ্টার জন্য একটি ভাল পোষাক এবং সুন্দর অশ্বযুক্ত একখানি গাড়ী চাহিয়া আনিল। মধ্যাহ্নের কিছু পূর্ব্বে একজন প্রসিদ্ধ বিলাতী জহুরীর দোকানে গিয়া বিবি কহিল, "আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকার মণিমাণিক্য খচিত অলঙ্কার দাও। কার্য্যাধ্যক্ষ ও কারিকর উভয়ে বিশেষ সন্তোষ ও যত্নের

সহিত ভাল ভাল অলঙ্কার নির্ব্বাচন করিয়া বিবিজির হস্তে দিয়া মূল্য প্রার্থনা করিলেন। বিবি উত্তর দিল, "টাকা আমার সঙ্গে নাই, আমার সঙ্গে তোমরা এক কিম্বা দুই জন আমার কুঠিতে আইস, তথায় টাকা পাইবে। আমার স্বামী একজন জগদ্বিখ্যাত চিকিৎসক এবং আমার শ্বশুর প্রসিদ্ধ ধনবান মহাজন। আমাদের কুঠিতে আসিলেই স্বামী টাকা দিবেন।" অনেক টাকার অলঙ্কার বলিয়া, ম্যানেজার সাহেব স্বয়ং বিবির সঙ্গে এক গাড়ীতে চলিলেন। বিবি ঐ সাহেবকে লইয়া মধ্যাহ্নকালে সেই চিকিৎসক সাহেবের কুঠীতে গেলেন।

ম্যানেজার সাহেব পৌছিলে, ডাক্তারের কাণে কাণে বিবি বলিয়া দিলেন, ইনিই আমার সেই পাগ্‌লা স্বামী। ম্যানেজার সাহেবের সহিত ডাক্তার সাহেবের পরিচয় না থাকাতে, ম্যানেজার নিস্তব্ধে এক চেয়ারে উপবেশন করিয়া রহিলেন। পাগ্‌লা ভাবিয়া ডাক্তার সাহেবও বিশেষ অভ্যর্থনা করিলেন না। বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া ম্যানেজার সাহেব, ডাক্তার সাহবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "মহাশয়! আমার, টাকা দিউন।" এই সময়ে বিবিজি ডাক্তারের কাণে কাণে বলিল, "দেখিতেছেন না, টাকা টাকা করিয়া আমার স্বামী কেমন পাগ্‌লা হইয়াছে?" ডাক্তার তাহাই বিশ্বাস করিয়া ম্যানেজারকে বলিলেন "তোমার টাকা শীঘ্র দিতেছি, তুমি একটু অপেক্ষা কর।" "টাকা দিতেছি" শুনিয়া ম্যানেজার নিঃসংশয় চিত্তে বিশ্বাস করিল এই সাহেবই ঐ বিবির স্বামী, বিশেষতঃ কাণে কাণে মধ্যে মধ্যে কথা হইতেছে দেখিয়া কোনও সন্দেহেরই কারণ রহিল না। ঠিক এই সময়ে পঞ্চাশ হাজার টাকার মণিমাণিক্যের অলঙ্কারের বাক্স লইয়া স্ত্রীলোকটি গোপনে পলায়ন করিল, কেহই জানিতে পারিল না।

ক্রমে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া ম্যানেজার সাহেব নিতান্তই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন এবং পুনঃ পুনঃ টাকার কথা উল্লেখ করিতে লাগিলেন। তিনি যতই টাকার কথা তুলেন, ডাক্তার ততই তাহাকে পাগল বলিয়া বিশ্বাস করেন। অনেক বিলম্বের পর, ম্যানেজার বলিলেন "আপনি শীঘ্র টাকা না দিলে আমি পুলিসে সম্বাদ দিব এবং আপনাকে গ্রেপ্তার করাইয়া দিব।" ডাক্তার সাহেব, পাগলের সহিত বিবাদে প্রয়োজন নাই ভাবিয়া, চারিজন বলবান লোককে উহার হস্ত পদ ধরিয়া ঘাড়ে "ফিটিং"* করিবার আদেশ দিলেন। ক্রমে উভয়ে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এমন সময়ে পুলিসের লোকেরা আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কারণ জিজ্ঞাসা করায় চিকিৎসক

* পাগল প্রকৃতিক লোকের ঘাড় বিঁধিয়া অশুদ্ধ রক্ত বাহির করিয়া দেওয়ার নাম ফিটিং করা।

বলিলেন, "এই পাগলা লোকটার সহধর্ম্মিণী ইহাকে আমার নিকটে চিকিৎসা করাইবার জন্য লইয়া আসিয়াছে, কিন্তু ইহার উপদ্রবে আমি জ্বালাতন হইয়া পড়িয়াছি।" পুলীশের লোকেরা ম্যানেজার সাহেবকে চিনিত, তাহারা সমুদয় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া সেই বিবির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। বিবি তখন অন্তর্দ্ধান! তাহাকে কোথায় পাইবে?"

গল্প সমাপ্ত করিয়া ঠাকুর বলিলেন, "দেখিলে, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির দৌড় কত! ইহাদিগকে ভাল কাজ শিখাইলে ইহারা কত উচ্চ দরের লোক হইতে পারে। এই প্রবীণ পুরুষ সেই ম্যানেজার সাহেব; ঐ দুষ্টার কৌশলে প্রবঞ্চিত হইয়া হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। তাহাতেই বুকে ও গালে হাত দিয়া নির্জ্জনে এই স্থানে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছেন।"

গল্পের পরে উভয়ে আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

বিশ্বসেবাব্রতে রমণীর সহকারিতা।

(শেষ)

অতএব একণে ইহা এক প্রকার সুস্পষ্ট বলিয়া বোধ হইবে যে, যখন রমণী ভিন্ন আমাদের সামান্য দৈনন্দিন সেবা কার্য্যও এক দিনের জন্য চলিতে পারে না, তখন এ প্রকার সুমহৎ, সুকঠিন, বিশ্বসেবাব্রতও কোন প্রকারেই রমণীর সহায়তা ব্যতিরেকে সুসম্পন্ন হইতে পারে না। স্বীকার করি পুরুষের সহায়তা ভিন্ন রমণীর নিরাপদে অবস্থান সম্ভবে না। স্বীকার করি, পুরুষ পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য অপার জলধি বক্ষ তুচ্ছ করিয়া দূর দেশান্তরে গমনাগমন করেন। এ সমস্তই সত্য। কিন্তু ঐ যে তোমার বাড়ীতে দুইটী লোক আসিয়া আতিথ্য স্বীকার করিলেন, যদি তোমার গৃহিণী ধর্ম্মশীলা, কর্ম্মিষ্ঠা ও মধুরভাষিণী না-হয়েন,তাহা হইলে বল দেখি কিপ্রকারে তোমার আতিথ্য সৎকার ব্রত সুসম্পন্ন হইবে? যদি গৃহিণী অনুরাগের সহিত ও ভক্তির সহিত রন্ধন, পরিবেশন ও পরিচর্য্যার উদ্যোগ করিয়া না দিলেন, তাহা হইলে তুমি কি প্রকারে তোমার অতিথির মনস্তুষ্টি সম্পাদনে সমর্থ হইবে? ঐ যে তোমার দ্বারে ভিক্ষুক দণ্ডায়মান, যদি তোমার গৃহিণী কর্কশভাষিণী হয়েন, দরিদ্রের দুঃখে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত না হয়, যদি নিজ সুখান্বেষণে সদা ব্যস্ত থাকেন, তাহা হইলে ভিখারী যে তোমার দ্বার হইতে নিরাশা

পীড়িত হৃদয়ে মর্ম্মাহত হইয়া বিষণ্ণ বদনে রিক্তহস্তে ফিরিয়া যাইবে, তাহার দীর্ঘ নিশ্বাসে তোমার যে সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে। ভাই পুরুষ! তুমি তোমার উপার্জ্জন ও বিষয় কার্য্যে সদা ব্যস্ত থাক, তুমি তো কখন এ সকলের খোঁজ খবর রাখিবার অবসর পাওনা; তাই বলিতেছিলাম রমণীর সহায়তা ভিন্ন এ সংসারাশ্রমে কোন পবিত্র কার্য্যই উত্তমরূপে সুসম্পাদিত হইতে পারে না। ভাই! ঐ যে তোমার গৃহপার্শ্বে একটী পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক অবিরল অশ্রুধারে বক্ষঃস্থল ভাসাইতেছে, তুমি কি উহার কিছু সংবাদ রাখ? তুমি যে প্রতি নিয়ত স্বীয় কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া রহিয়াছ, কেমন করিয়া ঐ সংবাদ তোমার কর্ণে পৌঁছিবে? আজ ঐ বালকের শিশু ভ্রাতাটী ভয়ানক জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছে, কি উপায়ে তাহার চিকিৎসা করাইবে, কেইবা চিকিৎসক ডাকিয়া আনিবে, সেই চিন্তাতেই জ্যেষ্ঠ আজ বিগলিতধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। কিন্তু ক্ষণেক পরে কি দেখিলাম? বালকের মনে একটু সাহসের একটু আশার সঞ্চার হইয়াছে। কে বালকের মৃতদেহে জীবনী সঞ্চার করিল, কে বালকের কোমল নেত্রের পবিত্র অশ্রু মুছাইল? ঐ যে তুমি কি চিনিতে পারিতেছ না উনি যে তোমার স্নেহময়ী জননী, উনিই তো বালকের কাতর হৃদয়ে শান্তি প্রদান করিয়াছেন; উহারই আশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়া বালক ধৈর্য্য ও সাহস অবলম্বন করিয়াছে। ঐ দেখ মা তোমার উহার কনিষ্ঠকে ক্রোড়ে করিয়া সেবা করিতেছেন এবং বালককে বলিতেছেন, "বাবা তোমার কোন চিন্তা নাই; চিকিৎসার সমস্ত ব্যয় আমি নিজে দিব; তুমি ভাবিয়া ভাবিয়া আপনার শরীর মাটি করিও না।" বালক অবাক্, মনে মনে করিতেছে সম্মুখে ঐ যে দেবীমূর্ত্তি দেখিতেছি, তাহা কি মানবী, না, না, যে হৃদয়ে এত স্নেহ, এত পবিত্রতা, এত প্রেম সে হৃদয় কি মানুষের সম্ভবে! মাগো তুমি মানবরূপিণী দেবী। ভাই পুরুষ! স্নেহময়ী জননীর কোমল হৃদয় ভিন্ন কখন কি পুরুষের কঠোর হৃদয় হইতে এত মধুমাখা এত আশাপ্রদ সুধামাখা বাণী বিনির্গত হইতে পারে? এই দগ্ধ সংসার মরুতে যদি মাঝে মাঝে নারী হৃদয়রূপ পবিত্র সুমিষ্ট স্বচ্ছসলিল সরোবর না থাকিত, তাহাহইলে মানব প্রাণান্ত তৃষ্ণায় আকুল হইয়া কখনই এখানে তিষ্ঠিতে পারিত না। ঐ যে বালবিধবা পতিশোকে আকুল হইয়া সমস্ত জগৎ শূন্য ও আঁধার দেখিতেছে, উহার পার্শ্বে বসিয়া কে তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছে? ঐ যে পুত্রশোকাতুরা জননী প্রাণাধিক পুত্রকে হারাইয়া আজ তিনদিন অনশনে আছেন, কাহার প্রাণ তাঁহার শোকে আকুল হইয়া

তাঁহার সেবার্থে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। ঐ যে ঐ দেখ, তোমার জ্যেষ্ঠাভগিনী ও জননী কাতরকণ্ঠে কত বুঝাইতেছেন এবং আহার করাইবার নিমিত্ত কত সাধ্য সাধনা করিতেছেন। ভাই পুরুষ স্বীকার করি, তোমারও হৃদয়ে উঁহাদের শোকে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে; কিন্তু ভাই তুমি তোমার কথায় অত মধুরতা, কার্য্যে অত কোমলতা, দুঃখে অত সহানুভূতি ও কাতরতা কোথায় পাইবে? তোমার হৃদয় যে শুষ্ক, তোমার প্রাণ যে কঠিন। তাই বলি ভাই! বিশ্বসেবাব্রতে রমণীর সহায়তা সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। রমণীর সহায়তা ভিন্ন বিশ্বসেবাব্রত কখনই সুসম্পন্ন হইবে না।

এক্ষণে আমরা "Golden Deeds" অর্থাৎ স্বর্ণময় কার্য্যকলাপ নামক পুস্তক হইতে দুই চারিটী আত্মোৎসর্গের জলন্ত দৃষ্টান্ত ও পর-সেবা-ব্রতধারিণী মহিলার বিষয়ে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের শেষ করিব। দয়া-সহোদরা লেডী নাইটিংগেলের ক্রিমিয় ক্ষেত্রের কীর্ত্তিকলাপ তাঁহার যশোরাশি অনন্ত কাল দিগ্‌দিগন্তে ঘোষণা করিবে। তাঁহার সেই স্বর্গীয় পদশব্দ, তাঁহার সেই দেবীমূর্ত্তির প্রতিচ্ছায়া, যাহা আহত সৈনিকগণকে প্রফুল্লতা ও আরোগ্য প্রদান করিয়াছে, তাহা এখনও সুস্পষ্ট ভাবে আমাদের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এ আবার কে? ভগিনী ডোরা, এলিজাবেথ ফ্রাই, ইয়ুরোপের বিশ্বসেবা ব্রতধারিণী "ভগিনী সম্প্রদায়ের" তোমরাই না শিরোভূষণ? জগদ্বাসিনী রমণীগণ! তোমরা একবার ভগিনী ডোরার জীবনী পাঠ করিয়াই দেখ, দেখ কি স্বর্গীয় অনুপম সুষমারাশিতে তাঁহার হৃদয় কুসুমপরিপূরিত। দেখ, কি জলন্ত আত্মত্যাগ, কি অবিচলিত অধ্যবসায়, কি অগাধ পরিশ্রমশীলতা, পরসেবার্থে প্রাণের প্রতি কি মহান্ তাচ্ছিল্য, কি অপরিসীম স্নেহ সে হৃদয়ে বাস করিত। দেখ দেখ, রমণীগণ! তোমরা দেখ, তোমাদের একজন ভগিনী অবলা ও কোমলা হইয়াও কি কঠোর ব্রত সাধন করিয়া গিয়াছেন। আমরা হীন, আমরা দুর্ব্বল পুরুষজাতি, আমরা কি ও হৃদয়ের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব? যে বলে রমণী দুর্ব্বল, যে বলে রমণী অসহিষ্ণু ও স্বার্থপর, একবার সে অন্ধ দেখুক, যে সেই রমণী জগতে কি অতুলনীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। আবার এ দিকে চাহিয়া দেখ, মেডেলনি সানিয়ার তুমি দরিদ্র মেষপালকের কন্যা হইয়াও যে অনুপম হৃদয় রাজ্যের অধিকারিণী ছিলে, তাহা একবার তোমার ভগিনীগণ নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখুন, তুমি যে নিজে না খাইয়া পরকে খাওয়াইতে, তুমি স্বজনপরিত্যক্তা নিঃসহায়া কুষ্ঠ রোগগ্রস্তা বালিকাকে ক্রোড়ে তুলিয়া ক্ষত স্থানে ঔষধ লেপন করিতে, পর সেবার্থে তুমি যে উত্তাল তরঙ্গের ভ্রূকুটী

ভঙ্গি ও ভয়াল শার্দ্দূল গ্রাসকে উপেক্ষা করিয়া গন্তব্য স্থানে যাইতে কুন্ঠিত হইতে না, তাহা কি আমরা এ জন্মে ভুলিতে পারিব? ভগিনী ডোরা, পুণ্যশীলা সানিয়ার, দেবী গ্রেস, লেখনী যে নিশ্চল, হৃদয় যে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; কি যে লিখিব, কি যে ভাবিব, কি অপূর্ব্ব বিশেষণে যে তোমাদের গুণরাশি বিশেষিত করিতে পারিব, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। ভগিনীগণ! তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, আবার যেন তোমাদের মত রমণী আমরা সংসারে দেখিতে পাই। তোমরা যে আমার বিশ্বজননীর প্রিয় কন্যা; তোমরাই যে আমার জগন্মাতার বিশ্বগৃহের প্রধান পরিচারিকা; মা যে আমার তোমাদেরই হস্ত দিয়া তাঁহার রোগ, শোক, জ্বালা যন্ত্রণাপ্রপীড়িত সন্তানগণের হৃদয়ে শান্তি দেন। তোমাদেরই অস্তিত্বে জগতের অস্তিত্ব, তোমাদেরই বিলয়ে জগতের বিলয়! রমণীগণ! লেডী নাইটিংগেল, ভগিনী ডোরা, তোমাদের সম্মুখে যে দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, তাহা দেখিয়াও কি তোমাদের নির্জ্জীব, নিশ্চেষ্ট ও জড়প্রায় অবস্থান করা সাজে? আইস, তোমাদের জীবনের প্রকৃত কার্য্য যে বিশ্বসেবাব্রত তাহা গ্রহণ কর, হৃদয়ের ক্ষুদ্রভাব, সঙ্কীর্ণভাব, সুখবাসনা ও অহংজ্ঞান সমুদায় দূরে পরিহার কর। একবার জগজ্জননীর মহা ভাবে প্রভাবিতা হইয়া জননীরূপে ও ভগ্নীরূপে আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও যে "দেখ মানব! যখন তোমরা আমাদের মত স্নেহ, আমাদের মত প্রেম, আমাদের মত অনুরাগের সহিত সমস্ত জগতের সেবা করিতে শিখিবে, যখন আমাদের মত আত্মত্যাগে, আমাদের মত সুখবাসনা সংযম করিয়া পরসেবা ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে শিখিবে, তখন তোমরা প্রকৃত মনুষ্য নামের যোগ্য হইবে।"

রমণীগণ! আমরা তোমাদিগকেই বিশ্বসেবাব্রতে গুরুস্থানীয় করিলাম; তোমাদের সহায়তা ভিন্ন কখনই আমরা এই কঠিন ও মহৎ ব্রত গ্রহণ করিতে পারিব না। এ ব্রতের নিয়ম, এ ব্রতের সংযম আমরা তোমাদের নিকট হইতে শিক্ষা করিব। করুণাময় ঈশ্বর তোমাদের সহায় হউন।

ঝান্সিরাণী লক্ষ্মীবাই।

বৃটিষ-কেশরী যবে বিশাল ভারতে—
নিনাদিছে ভীমনাদে কাঁপায়ে ধরণী,
সম্রাট নৃপতিগণ কম্পিত ভয়েতে,
রণমদে মত্ত কিবা ভারত রমণী! ১

অধীনতা-পাশে বদ্ধ—শৃগাল কুকুর—
হীনবল হীনতেজ—পুরুষত্ব হীন,
(সে দিনের কথা কিছু নহে বহু দূর)
তার মাঝে বীর নারী সমরে প্রবীণ!!! ২

এ কি কল্পনার চিত্র—বিচিত্র আখ্যান?
অথবা বাস্তব যাহা ঘটেছে ভারতে,
অবিকল ইতিহাস করেছে ব্যাখ্যান
স্বর্ণাক্ষরে লিপিকরি প্রত্যেক পংক্তিতে? ৩

তবে কি ভারত ভূমি বীর-প্রসবিনী?
ছিলবটে একদিন—সেদিন কোথায়?
ক্ষত্রিয় রমণী যার বীরত্ব-কাহিনী—
শুনিলে অবাক্ মন—স্তম্ভিত হৃদয়! ৪

সমর প্রাঙ্গণে পশি, সম্মুখ-সমরে
বীরদাপে বসুমতী দলি পদতলে,
অতুল বিক্রমে নাশি অরাতিনিকরে
রাখিলা অক্ষয় কীর্ত্তি অবনী মণ্ডলে! ৫

ভারত-রমণী-রত্ন বীর চূড়ামণি
প্রাতঃ স্মরণীয়া ঝান্সি-রাণী লক্ষীবাই,
উনবিংশ শতাব্দীর সমর অগ্রণী!
লেখনী বর্ণিবে যশ হেন সাধ্য নাই। ৬

অক্ষয় অতুল কীর্ত্তি রাখি ধরাতলে,
বীরাঙ্গনা লক্ষ্মী বাই, স্বদেশের তরে
যুঝিয়া অসীম বলে অদ্ভুত কৌশলে
ত্যজিলা নশ্বর দেহ সম্মুখ সমরে! ৭

অবলার এ সাহস কিবা অলৌকিক!
অবলার এ বীরত্ব কিবা চমৎকার!
অবলার রণসাজ—এ নহে অলীক,
অহো! কি অপূর্ব্বদৃশ্য ভারতে আবার! ৮

পরাধীন ভারতের সৌভাগ্য সুদিন—
চির অন্ধকারময়—দুঃখের আঁধারে,
কে বলিবে ভবিষ্যত—কি ঘোর দুর্দ্দিন—
কবে এসে অমানিশা—ঘেরিবে তাহারে! ৯

বীরভূমি রাজস্থান—বীরত্ব বিহীন,
দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্র প্রনষ্ট গৌরব,
বাঙ্গালায় শৃগালের বৃদ্ধি দিন দিন দিন
অযোধ্যায় সূর্য্য বংশ ধ্বংসশেষ সব! ১০

অধীনতা-মহারোগে বিকৃত রুধির,
মানসিক বল বীর্য্য নাহিক তাহার,
দুর্ব্বল বিবেক কর্ণ একান্ত বধির,
ভারত সন্তান কিসে পাইবে নিস্তার? ১১

দেশ-হিত মহাব্রতে যে দেশের নারী
বিলাস বাসনা দূরে দিয়ে বিসর্জ্জন,
বীর সাজে সাজি রণে হ'ল অস্ত্রধারী,
যুঝিলা বিপক্ষ সনে করি প্রাণপণ! ১২

অবলা ষোড়শী বালা রাজপুতানায়
স্বার্থত্যাগ—মহা যজ্ঞে জীবন আহুতি
অবিষাদে অসঙ্কোচে জ্বলন্ত চিতায়
দিয়েছিলা দেশহিতে, পশিয়া যেমতি; ১৩

তেমন অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিব কি আর
এ ভারতে?—বীরসুতা কল্পনা অতীত!
অপদার্থ যে দেশে অপুত্র কুলাঙ্গার—
বিশ কোটি মৃত প্রাণ-পশুর ঘৃণিত!!! ১৪

উনবিংশ শতাব্দীর সুশিক্ষিত সেনা
সুনিপুণ সেনানীর সহ অগ্রসর—
যুঝিবারে যে রমণী,—ধন্যা ধন্যা ধন্যা
ধন্যা তার জন্মভূমি—ধন্য সহচর! ১৫

দূষিত রসনা যার করুক দুর্নাম,
হৃদয় বিহীন যার দি'ক গালা'গালি,
ভারত ঘোষিবে কীর্ত্তি স্মরিয়ে ও নাম,
সুতগণ গাবে যশ দিয়ে করতালি! ১৬

রমণীর শিরোমণি—স্মরিয়ে তাঁহায়,
দেশহিত-মহাব্রতে * কর প্রাণ পণ,
আশায় বাঁধিয়া বুক এসহে সবায়
দেশের কল্যাণ সাধি সঁপি দেহ মন। ১৭

* দেশহিতের জন্য আত্মোৎসর্গই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যৌবনের প্রারম্ভ এবং অবয়বাদির বৃদ্ধি সমাপ্তি।

যৌবনের প্রারম্ভে অর্থাৎ বালকদিগের পনর বা ষোল বৎসর এবং বালিকাদিগের ১৩ বা ১৪ বৎসর বয়ক্রমের সময় শরীরে অনেক পরিবর্ত্তন হয়; স্ত্রী পুরুষের প্রভেদসূচক লক্ষণ সকল বিশেষরূপে লক্ষিত হয়; হস্ত পদাদি অবয়বের বাল্যকাল অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হয়; এবং মানসিক বৃত্তি সকলের সমধিক বিকাশ হয়। শরীরের যে সকল অস্থির (হাড়ের) অনেক অংশ এ পর্য্যন্ত যুক্ত হয় নাই, তাহারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পরস্পর যুক্ত হয়; কিন্তু সমুদয় অস্থির সম্পূর্ণ যোগ ২০ হইতে ২২ বৎসরের পূর্ব্বে প্রায় সম্পন্ন হয় না। এ সময়ের পূর্ব্বে অস্থিসকল অপরিণত থাকে। যেমন অস্থি সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও কঠিন হয়, সেই সঙ্গে শরীরের মাংসপেশী ও শিরা সকলও বৃদ্ধি এবং বল প্রাপ্ত হয়; এবং এই কালের শেষে তাহারা পূর্ণবিয়ব ও পূর্ণবলবিশিষ্ট হয়। মনের স্ফূর্তিও বাড়িতে থাকে এবং উত্তর কালে ইহা যে সকল ধর্ম্মবিশিষ্ট হইবে, এই সময় হইতেই সেই সকল বৈশেষিক ধর্ম্মাক্রান্ত হইতে থাকে।

এই কাল স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পক্ষেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান। স্বাস্থ্যই অবয়বাদির সম্পূর্ণ বৃদ্ধি হইবার একমাত্র উপায়। সকল রোগেই কম অথবা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা সাধন করে। এই কালেই স্বাস্থ্যের দৃঢ় ভিত্তি সংস্থাপন অথবা পতনের সূত্রপাত হইয়া থাকে; এই সময়েই শারীরিক বল ও স্ফূর্তির শ্রীবৃদ্ধি অথবা অবনতি সাধন হইয়া থাকে; এবং মানসিক বৃত্তি সমূহের সম্যক্ বিকাশের পথ প্রসারিত অথবা অবরুদ্ধ হয়। শরীর এবং মন বাল্যকালের অবস্থা দ্বারা কিয়দংশে গঠিত হয় বটে, কিন্তু ১৪। ১৫ বৎসর হইতে ২০। ২১ বৎসরের মধ্যেই ইহারা সম্পূর্ণরূপে গঠিত হয়। এই সকল অবস্থা অনেক অংশে আমাদের আয়ত্তাধীন; যদিও অনেক স্থলে আমাদিগকে অন্যের উপদেশ অনুসারে অথবা অন্য প্রদর্শিত পথে চলিতে হয় বটে, তথাপি ঐ সকল অবস্থা ইচ্ছানুসারে গড়িবার ভাঙ্গিবার ক্ষমতা অনেক পরিমাণে আমাদের থাকে। শরীরের অপরিণতি অথবা ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য কেবল পিতা মাতা অথবা অবস্থার প্রতি দোষারোপ করা অন্যায়। অনেক স্থলে ইহা সত্য হইতে পারে বটে, কিন্তু অধিকাংশ

স্থলে যদি রুগ্ন ব্যক্তিরা তাঁহাদের অঙ্গের অপরিণতি, দুর্ব্বলতা অথবা স্বাস্থ্য ভঙ্গের কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখেন: তাহাহইলে দেখিতে পাইবেন যে তাঁহাদের আপনাদের দোষেই কেবল ঐ ফল ফলিয়াছে। এই সময়ের স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধীয় নিয়ম গুলি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে দেওয়া যাইতেছে।

১ শ্রম—অঙ্গ চালনা।

ব্যবহারে, শারীরিক অঙ্গাদির ও মানসিক বৃত্তি সমূহের বৃদ্ধি হয়, অব্যবহারে অবনতি এবং ক্ষয় হয়। কোন অঙ্গ বা বৃত্তির বৃদ্ধি পাইবার নিয়ম এই যে সেই অঙ্গ অথবা সেই বৃত্তির যথোচিত চালনা হওয়া আবশ্যক এবং তাহাদিগকে উপযুক্ত খাদ্য বা পোষক বস্তু দ্বারা তৃপ্ত রাখা আবশ্যক। এই কালে অঙ্গাদির যথোচিত চালনা অত্যন্ত প্রয়োজন। যুবক ও যুবতী-দিগের পক্ষে এই কালে সময়ের এই প্রকার বিভাগ হওয়া উচিত :—

(১) এই সময়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ আট ঘণ্টা নিদ্রার জন্য আবশ্যক ; ৯ ঘণ্টা হইলে ভাল হয়।

(২) অবশিষ্ট ১৫।১৬ ঘণ্টার মধ্যে ৩।৪ ঘণ্টা আহারাদি এবং বিশ্রামের জন্য দেওয়া আবশ্যক।

(৩) অবশিষ্ট যাহা থাকে, অর্থাৎ ১২ ঘণ্টা সম্পূর্ণরূপে শারীরিক অঙ্গাদির এবং মানসিক বৃত্তি সমূহের চালনায় ব্যয় করা প্রয়োজন।

এই সময়ের অর্দ্ধেক মানসিক চালনায় ও অর্দ্ধেক শারীরিক চালনায় দিলে বোধ হয় ভাল হয়, কিন্তু সকলের পক্ষেই যে এক নিয়ম খাটিবে তাহা আমি বলিতে পারি না। শারীরিক ও মানসিক শ্রম পর্য্যায়ক্রমে করা উচিত। আমার বোধ হয়, মনোযোগের সহিত কার্য্য করিলে, এক কালে দুই ঘণ্টা মানসিক চালনা যথেষ্ট হয়। অনবরত কার্য্য দ্বারা মানসিক বৃত্তি সকলকে ক্লান্ত করিলে তাহাদের দ্বারা ভাল কার্য্য প্রত্যাশা করা যায় না। ইহারা সুস্থ অবস্থায় থাকিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। যথোপযুক্ত চালনার দ্বারা মানসিক বৃত্তি সমূহের কিরূপে উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহা আমি এ প্রবন্ধে বলিব না। শারীরিক অঙ্গাদির চালনার বিষয়ই আমি ইহাতে বলিব। সকল সময়েই অবয়বাদির উপযুক্ত চালনা নিতান্ত আবশ্যক ; কারণ ইহা ব্যতীত শরীরের মধ্য দিয়া, বিশেষতঃ যকৃতের মধ্যদিয়া সুন্দর রূপে রক্ত সঞ্চালন হইতে পারে না, রক্তস্থলী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং ফুস্‌ফুসের কার্য্য সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। অঙ্গ চালনার অভাবে যকৃৎ, রক্তস্থলী, এবং ফুস্‌ফুসের বিকার উপস্থিত হয়। কিন্তু এই কালে যৌবনের প্রাক্কালে অঙ্গ চালনা যেমন আবশ্যক, অন্য কোন সময়েই সেরূপ নহে, কারণ ইহার অভাবে আমাদের অস্থি,

মাংসপেশী ও শিরাসকল উপযুক্তরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না ও পরিণত হইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

মহর্ষি ঈষা ও তাঁহার উপদেশ।

গতবারে আমরা ঈশার যে স্বর্গীয় উপদেশের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে তিনি পূর্ণস্বরূপ পরমেশ্বরকে একমাত্র আদর্শ করিয়া প্রত্যেক মনুষ্যের জীবন গঠন করিতে বলিয়াছেন। আত্মার দীনতা, ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধাতৃষ্ণা ব্যাকুলতা, বিনয়, ধৈর্য্য, দয়া, চিত্তের নির্ম্মলতা ও শান্তিপ্রিয়তাকে ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ধর্ম্মের জন্য সকল প্রকার নিপীড়ন সহ্য করিয়া প্রেমদ্বারা অপ্রেমকে পরাজয় করাতেই ধর্ম্মের গৌরব এই উচ্চশিক্ষা দিয়াছেন। পাপ পুণ্যের মূল বাহিরের কার্য্যে নহে, কিন্তু হৃদয়ের অভ্যন্তরে, এবং সর্ব্বদর্শী ন্যায়বান্ ঈশ্বর অন্তরের সাধু ও অসাধু-ভাব দেখিয়া পুরস্কার ও দণ্ড বিধান করেন, তাহা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই আধ্যাত্মিক সত্যধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব নিম্নলিখিত উপদেশ সকল দ্বারা আরও স্পষ্টতররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন এবং জ্বলন্ত সত্য বিশ্বাসে পূর্ণ হইয়া লোকের চক্ষের সমক্ষে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে জীবন ধারণ করিবার জন্য শিষ্যদিগকে বিশেষরূপে উৎসাহিত করিয়াছেন। পৃথিবীর অসার বস্তুতে সম্পূর্ণরূপে আসক্তিশূন্য হইয়া ঈশ্বরে একান্ত নির্ভর স্থাপন পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। আমরা এক্ষণে পরবর্ত্তী উপদেশ গুলি প্রকটন করিতেছি :—

৩৮। সাবধান! মনুষ্যদিগের দৃষ্টিগোচর হইবে বলিয়া তাহাদের সম্মুখে কোন দান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিও না, তাহাহইলে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার নিকট পুরস্কার পাইবে না।

৩৯। কপট ধর্ম্মধ্বজীরা মনুষ্যের নিকট প্রশংসিত হইবার জন্য মন্দিরে ও পথে পথে ঢাক বাজাইয়া যেরূপ দানক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, তোমরা সেরূপ করিও না। আমি তোমাদিগকে নিশ্চিত বলিতেছি তাহাদের পুরস্কার তাহারা পাইবে।

৪০। তুমি যখন দান করিবে, দেখিও তোমার দক্ষিণ হস্ত কি করিতেছে, তোমার বাম হস্ত যেন তাহা জানিতে না পারে। তোমার দান যেন গোপনে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাহইলে তোমার পিতা যিনি গোপনে দর্শন করেন, সর্ব্বসমক্ষে তোমাকে পুরস্কার দান করিবেন।

৪১। যখন প্রার্থনা করিবে, কপটদিগের অনুবর্ত্তী হইও না; তাহারা মন্দিরে ও রাস্তার কোণে দাঁড়াইয়া

প্রার্থনা করিতে ভালবাসে, কেননা মনুষ্যেরা তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি তাহাদের পুরস্কার তাহারা পাইবে।

৪২। তুমি যখন প্রার্থনা করিবে গৃহ-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ কর, তৎপরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সেই গোপনস্থিত পিতার নিকট প্রার্থনা কর। তোমার পিতা যিনি গোপনে দর্শন করেন, সর্ব্বসমক্ষে তোমাকে পুরস্কার দান করিবেন।

৪৩। তোমরা যখন প্রার্থনা করিবে, ধর্ম্মান্ধদিগের ন্যায় বৃথা পুনরুক্তি করিও না, কারণ তাহারা মনে করে অধিক কথা বলিলেই ঈশ্বরের গ্রাহ্য হইবে। অতএব তোমরা তাহাদের মত হইও না; কারণ তোমাদের অভাব কি তোমাদের বলিবার পূর্ব্বে তোমাদের পিতা তাহা জানেন।

৪৪। অতএব তোমরা এইরূপে প্রার্থনা করিও :—

হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম ধন্য হউক। তোমার রাজ্য সমাগত হউক, স্বর্গেতে যেমন পৃথিবীতেও তেমনি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আমাদিগকে অদ্যকার আহার দেও। আমরা অপরাধীদিগকে যেরূপ ক্ষমা করি, সেইরূপ তুমি আমাদিগের অপরাধ ক্ষমা কর। আমাদিগকে প্রলোভনে পতিত হইতে দিও না, কিন্তু পাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর। কারণ, রাজ্য এবং ক্ষমতা এবং গৌরব চিরকালই তোমার। স্বস্তিঃ। (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। বরিশাল বালকাবিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণার্থ ছোট লাট ১৫০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

২। লেডী ডফারিণের ঢাকা সহরে পদার্পণ চিরস্মরণীয় করিবার জন্য প্রস্তাব হইয়াছে। তথাকার মিটফোর্ড হাঁসপাতালে একটী ওয়ার্ড নির্ম্মিত হইবে; ইহার নাম "লেডী ডফারিণ ওয়ার্ড" হইবে। একজন লেডী ডাক্তারকে ওয়ার্ডের কর্ত্তৃত্বভার দেওয়া হইবে, আর যুবতীদিগকে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে বৃত্তি দিয়া উৎসাহিত করা হইবে। ইহাতে নবাব আশাহুল্লা খাঁ বাহাদুর ৫০ হাজার টাকা ও জয়দেবপুরের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব ১০ হাজার টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন।

৩। গত ২৯শে নবেম্বর লর্ড ও লেডী ডফারিণ কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন।

বামা রচনা।

হিন্দু বিবাহ।

হিন্দুদিগের বিবাহ আট প্রকারে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে কতকগুলি প্রশস্ত ও কতকগুলি সংকীর্ণ। প্রাজাপত্য ব্যতীত অন্য সাত প্রকার বিবাহ অধুনা নাই বলিলেই হয়। যে প্রকারে হউক সাধু ও সাধ্বীদিগের বিবাহ বিলাসায়ত্ত না হইয়া ধর্ম্মেই পরিণত হইয়া থাকে। মহাকবি কালিদাস তদীয় "রঘুবংশ" নামক কাব্যে দিলীপের গুণগ্রাম বর্ণন করিতে করিতে বলিয়াছেন —"পরিণেতুঃ প্রসূতয়ে। অপ্যর্থ কামৌ তস্যাস্তাং ধর্ম্ম এব মনীষিণঃ।" অর্থাৎ

দিলীপ সন্তানার্থে বিবাহ করিয়াছিলেন। জ্ঞানসম্পন্ন দিলীপের অর্থ ও কাম ধর্ম্মান্তর্গত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন হিন্দু শাস্ত্রের নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধ প্রবচনের ন্যায় চলিত—"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রপিণ্ডপ্রয়োজনং।" উক্ত কবি কালিদাস উমার বিবাহে আরও বলিয়াছেন—

বধূং দ্বিজ প্রাহ তবৈধ বৎসে!
বহ্নি বিবাহং প্রতি কর্ম্ম সাক্ষী
শিবেন ভর্ত্রা সহ ধর্ম্মচর্য্যা
কার্য্যাত্বয়া মুক্ত বিচারয়েতি॥

কুমার সম্ভব।

বিবাহ সভায় পুরোহিত উমাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, হে বৎসে! এই অগ্নি তোমার বিবাহ কর্ম্মের সাক্ষী, অতএব স্বামী শিবের সহিত নির্ব্বিচারে তোমার ধর্ম্মচর্য্যা করা কর্ত্তব্য। যদিও কালিদাস শাস্ত্রকার ছিলেন না, কিন্তু তিনি যে একজন প্রসিদ্ধ বিদ্বান ছিলেন তাহার আর সন্দেহ নাই, যেহেতু লোকে তাঁহাকে সরস্বতীর বর পুত্র বলিয়া জানে, সুতরাং তেমন বিদ্বান ব্যক্তি যে স্বধর্ম্ম শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ছিলেন, ইহা কোন মতে সম্ভবপর নহে। তাহা হইলেই তাঁহাকর্ত্তৃক বিবাহের যে শ্লোক লিখিত হইয়াছে তাহা শাস্ত্রের সারাংশ হইতে উদ্ধৃত ইহা নিশ্চয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে হিন্দুদিগের বিবাহ ধর্ম্মার্থেই হইয়া থাকে, চিত্ত বিনোদনের জন্য নহে। ইন্দ্রিয়সংযম যে ধর্ম্মের একটী প্রধান সোপান, ইহা বোধ হয় সকল ধর্ম্মাবলম্বীই স্বীকার করিবেন; বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্মে ইন্দ্রিয় সংযম একটী উৎকৃষ্ট ধর্ম্মগুণ বলিয়া উল্লিখিত। ব্রহ্মচর্য্যা ও প্রব্রজ্য প্রভৃতি ধর্ম্মের অধীন হওয়ার মূল কেবল ইন্দ্রিয় সংযম শিক্ষা করা মাত্র। এই জিতেন্দ্রিয়তা কেবল পুরুষের প্রশংসনীয় এমন নহে, ইহা স্ত্রীর পক্ষেও সৌভাগ্য বলিয়া পরিগণিত। পূর্ব্ব কালে বনবসী মুনিগণের কথা দূরে থাকুক, রাজা ও রাজবালা গণের ইন্দ্রিয় নিগ্রহের কথা শুনিলে হৃদয় স্নিগ্ধ ও মন আনন্দ রসে আপ্লুত হয়। ইক্ষাকুকুলোদ্ভব রাজা রামচন্দ্র প্রিয়তমা পত্নীকে বনবাসে দিয়া আজীবন দার পরিগ্রহে বিমুখ ছিলেন, এবং নির্লিপ্ত চিত্তে কর্ত্তব্যের অনুরোধে রাজ্যভার বহন করিয়াছিলেন, তাই উদারচেতা হিন্দুগণ তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া থাকেন। আজও প্রভাতে গাত্রোত্থান করিবার পূর্ব্বে প্রতি হিন্দু গৃহ "রাম রাম" ধ্বনিতে ধ্বনিত হইয়া যেন উপস্থিত দিনটীকে পবিত্র করে। বেণ রাজা এই ইন্দ্রিয় সংযমে অক্ষম ছিলেন বলিয়া তৎকালের প্রজা ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুকুমারাঙ্গী রাজসুতা লোপামুদ্রা বর্ষীয়ান, ভীষণমূর্ত্তি বনবাসী অগস্ত্যকে পতি পাইয়া সেই ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ বিশ্বজনীনবৃত্তি মুনির অনুগমন করতঃ তদীয় আজ্ঞাকারিণী হইয়া আপনাকে রাজপ্রাসাদ ভোগিনী হইতেও সুখিনী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু কালের কুটিল গতিতে হিন্দুধর্ম্ম আজ নিজের সাধু উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া কুজ্ঝটিকাময় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুরুষেরা মনে করেন স্ত্রী ক্রীড়ার পুতুলী আর স্ত্রীগণ মনে করেন যে তাঁহাদের কার্য্য খাওয়া শওয়া ও শরীর সাজান। তাঁহাদের বিবাহের মূলে যে ধর্ম্মোদ্দেশ্য নিহিত, তাহা কি ভাবিয়া থাকেন?

শ্রীকুমুদিনী রায়।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৮৮ সংখ্যা | পৌষ ১২৯৫—জানুয়ারি ১৮৮৯। | ৪র্থ কল্প ২য় ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নূতন রাজপ্রতিনিধি—মাকুইস অব লান্সডাউন সস্ত্রীক গত ৩রা ডিসেম্বর বোম্বাই এবং ৮ই ডিসেম্বর কলিকাতায় উপস্থিত হন। ১০ই ডিসেম্বর লর্ড ডফারিণের হস্ত হইতে তিনি সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, লেডী লান্সডাউন লেডী ডফারিণের অনুষ্ঠিত দেশহিতকর কার্য্য সকলের উন্নতিসাধনে বিশেষ যত্নশীল হইবেন। আমরা লর্ড ও লেডী লাণ্ডসডাউনকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি এবং তাঁহারা ভারতের হিতব্রতসাধন করিয়া সর্ব্বসাধারণের প্রিয় হউন, জগদীশ্বরের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করিতেছি।

গবর্ণমেণ্ট হাউসে স্ত্রী সভা—এ কি নূতন ব্যাপার, প্রায় সাত শত হিন্দুরমণী ও সহস্র দেশীয় মহিলার স্বাক্ষরিত অভিনন্দন পত্র লইয়া গত ৪ঠা ডিসেম্বর অপরাহ্নে গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে উপস্থিত হন, ইহাঁদের মধ্যে কতকগুলি অন্তঃপুরিকাও ছিলেন। লাট ভবনের কোন পুরুষ সে সময় বাহির হইতে পারেন নাই। লেডী ডফারিণের দুইটী কন্যা ও কতকগুলি সম্ভ্রান্তা বিবী সমাগত মহিলাগণের অভ্যর্থনা করেন। গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদের যে প্রকোষ্ঠে রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, সেইখানে স্ত্রীলোকদিগের সভা হয়। ৫টার সময় লেডী ডফারিণ উপস্থিত হইলে ছোট লাটের

পত্নী অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন এবং লেডী ডফারিণ যথোচিত শিষ্টতার সহিত তাহার প্রত্যুত্তর দান করেন। ধন্য লেডী ডফারিণ, রাজ প্রতিনিধি পত্নীর প্রথম আদর্শ তিনিই দেখাইলেন।

লেডী ডফারিণ হাঁসপাতাল— গত ৫ই ডিসেম্বর বৈকালে প্রেসিডেন্সী কলেজের উত্তর পূর্ব্ব একখণ্ড প্রশস্ত ভূমিতে অতি সমারোহে এই হাঁসপাতালের ভিত্তিস্থাপন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রথমে কমিটীর সম্পাদক কটন সাহেব রিপোর্ট পাঠ করেন, তৎপরে ছোট লাট লেডী ডফারিণকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলিলে, তিনি সুবর্ণ কর্ণিক হস্তে লইয়া ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে লর্ড ডফারিণ একটী বক্তৃতা করিলে, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ও নবাব আব্দুল লতিফ লর্ড ও লেডী ডফারিণকে ধন্যবাদ দিয়া কার্য্য শেষ করেন। হাঁসপাতাল গৃহের জন্য প্রায় লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য শীঘ্র সমাধা হইবে।

মাইকেল মধুসূদন সমাধিস্তম্ভ— গত ১লা ডিসেম্বর কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্ট সমাধিক্ষেত্রে শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত এই সুন্দর স্তম্ভ সমারোহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বারিষ্টার বাবু মনোমোহন ঘোষ একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়া স্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করেন। মাইকেলের যুবক পুত্র কবরোপরি প্রথম পুষ্পার্ঘ্য স্থাপন করেন, পরে সমাগত বন্ধুগণ তাহাতে পুষ্পবৃষ্টি করেন। তৎপরে সুবক্তা বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সময়োচিত বক্তৃতা করেন। প্রথম ও শেষে এক একটী সঙ্গীত হয়। কবিবরের ভ্রাতুষ্পুত্রীর রচিত "উচ্ছ্বাস" নামক একটী কবিতা এই উপলক্ষে বিতরিত হয়।

স্ত্রীশিক্ষা—(১) কুমারী রত্নবাই বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

(২) লাহোর মেডিকাল কলেজে ছাত্রসংখ্যা ২৬৫, ইহার মধ্যে ছাত্রী ২০টী। পারিতোষিক বিতরণে একটী ছাত্রীই সর্ব্বপ্রথম পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(৩) বেথুন স্কুলের ছাত্রী-আশ্রমে বরাবর ১২।১৩টী ছাত্রী ছিল, এ বৎসর ২৩।২৪টি দাঁড়াইয়াছে, আরও বৃদ্ধির সম্ভাবনা। একটী নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করা স্থির হইয়াছে।

(৪) বরাহনগরে মহিলাশ্রমে ১৬।১৭টী মহিলা শিক্ষালাভ করিতেছেন।

সখী-সমিতি—ইহাঁরা ধীরভাবে যেরূপ কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিতেছি। আগামী বড় দিনের সময় বেথুন স্কুলের বাটীতে ইহাঁদের এক সখের বাজার হইবে। অন্তঃপুরিকা মহিলাদিগকে একত্র সম্মিলিত করা ও তাঁহাদের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীসমাজের উন্নতির সহায়তা করা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।

স্ত্রীলোকের কার্য্যদক্ষতা—আমেরিকার এক ট্রাম কোম্পানির কার্য্যে সমূহ ক্ষতি হইতেছিল, মেরী দাউ নাম্নী জনৈক বিবির তত্ত্বাবধানে কোম্পানি এখানে বিলক্ষণ লাভবান্ হইতেছে।

ভিক্টোরিয়া হাঁসপাতাল—মান্দ্রাজের গবর্ণর স্বয়ং উপস্থিত হইয়া নেল্লোরের মেয়ে হাঁসপাতালের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন, ইহার নাম ভিক্টোরিয়া হাঁসপাতাল হইয়াছে।

স্ত্রীহত্যার ফাঁসী—শুদ্ধ বোধ ভট্টাচার্য্য তাহার বালিকা স্ত্রীর হত্যার জন্য ফাঁসী দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। জুরীরা সকলে একবাক্যে তাহাকে অপরাধী বলিয়া রায় দিয়াছেন!!

বিমাতা।

ভারতবাসী আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চতম সোপানে পৌছিয়াছিলেন। ইহাঁর আহ্নিক কার্য্যকলাপে, এমন কি অশনে পানে, শয়নে স্বপনে, আধ্যাত্মিকতার পরিচয় ভূয়োভূয়ঃ পাওয়া যায়। প্রাচীনেরা স্থির করিয়াছেন যে জননী জন্মভূমি স্বর্গাপেক্ষা গরীয়সী। মহা তীর্থ পরিভ্রমণ কর, মহা দান ধ্যান ও পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান কর, ইহাঁদিগের মতে একবার এ সমস্ত পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপনের পর জননীর পদ পঙ্কজ ও সর্ব্বতীর্থসার জন্মভূমি দর্শন না করিলে কোনও ফল হয় না। সংসারের মধ্যে মাতা যদি এরূপ দুর্লভ পদার্থ, বিমাতা যে তাঁহার স্থলাভিষিক্তা হইয়া ঘৃণনীয়া ও বিরাগপাত্রী হইবেন, তাহা কোনও মতে সম্ভবপর নহে। ইনিও তাঁহার তুল্য শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্রী। সন্তানগণের সর্ব্বতোভাবে উচিত ইহাঁরও মনস্তুষ্টি ও সেবার দিকে অনুক্ষণ দৃষ্টি রাখা। কিন্তু একটী কথা আছে। অন্তরের টান না থাকিলে এবম্বিধ চেষ্টা বাহ্যাড়ম্বর মাত্র। বালুকাময় ভূমিতে যেরূপ গৃহ-ভিত্তি সংস্থাপিত হইলে স্থায়ী হয় না, সেইরূপ আন্তরিক ভালবাসা না থাকিলে সে ভাল বাসিবার চেষ্টা কখনও সূক্ষ্ম পরীক্ষায় রক্ষা পায় না। আবার আন্তরিক ভালবাসা উভয়তঃ না থাকিলে সমুত্থিত হয় না। "তুমি আমার ত, আমি তোমার" এটী বড় ঠিক কথা, ইহার মূলে মহামূল্য সত্য নিহিত আছে। সন্তান চেষ্টা করিতে লাগিল যে কায়মনোবাক্যে বিমাতার সেবায় যাবজ্জীবন রত থাকিবেন। কিন্তু বিমাতা স্বার্থপরায়ণা হইয়া সন্তানের মঙ্গলের প্রতি বীতরাগ। এ অবস্থায় কি আশা করা যাইতে পারে? কিছুই নয়? বরং অমঙ্গল। বিমাতারও

উচিত যাহাতে তিনি, মৌখিক নয়, বিশুদ্ধ, পবিত্র অন্তরের ভালবাসায় সন্তানের স্নেহ আকৃষ্ট করিয়া সপত্নীক সন্তানের ভালবাসা—অকৃত্রিম ভালবাসা রূপ কঠোর ব্রতে ব্রতিনী থাকিতে সাধ্যমত প্রয়াস পান। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, সুশিক্ষা ও সৎ সংসর্গ ভিন্ন হৃদয়ের এরূপ উন্নত ভাব কুত্রাপি হইতে পারে না। এস্থলে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, আমাদিগের সাংসারিক বন্ধন অবিচ্ছিন্নভাবে সংরক্ষণ করিবার জন্য স্ত্রী-শিক্ষা যে কতদূর প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সাধারণ সমীপে সম্যক্‌রূপে বিবৃত করিতে আমরা অসমর্থ রহিলাম। পাঠক পাঠিকাগণ কখনও ইহা ভাবিবেন না যে, আমরা কেবল মাত্র বিদ্যাশিক্ষার পক্ষপাতী। যদ্যপি একান্ত ভাবেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ ভুল! কারণ, আমরা অষ্ট প্রহর দেখিতেছি যে, অনেকে সাক্ষরা হইয়াও বিশেষ উৎপাত ও অনিষ্টের হেতু স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। কি পুরুষ কি স্ত্রী আমাদিগের সকলের সম্বন্ধ নির্ণয় করা প্রধানতঃ শিক্ষণীয়। রাজাতে প্রজাতে কি সম্বন্ধ, স্বামী ও স্ত্রীতে কি সম্বন্ধ, পিতা মাতা ও সন্তানে কি সম্বন্ধ এবং সর্ব্বশেষ কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় আত্মীয় পরিজন ও সমাজের সহিত আমাদিগের কি সম্বন্ধ আর কিরূপেই বা এই সম্বন্ধ রক্ষা করিতে হয়। এই গুরুতর সম্বন্ধ বিচারটা আমাদিগের পক্ষে এক্ষণে অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে বঙ্গীয়া বামাগণ আদৌ লেখা পড়া জানিতেন না, কিন্তু বোধ হয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, তাঁহারা পারিবারিক সম্বন্ধ বিচার করিতে পিত্রালয়ে শ্বশুরালয়ে শিক্ষা পাইতেন, শিক্ষা পাইয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য হইতেন। একান্নবর্ত্তিতা কিয়ৎ পরিমাণে দূষণীয় হইলেও ইহার একটী মহদ্‌গুণ আছে। ইহার দ্বারা এক পরিবারের সকলে অলঙ্ঘ্য একতা অভ্যাস করিতে পায়। অপরিপক্কমতি বধূগণ ও যুবকগণ কি প্রকারে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা শিখিতে হয়, ইহাতে তাহার যথেষ্ট সুযোগ পান, কেন না বিবিধ প্রকৃতির লোকসমূহ একত্রে বাস করিতে গেলে অনেক বিরোধী ভাবের উৎপত্তির সম্ভাবনা। এই ভাবের সামঞ্জস্য করিয়া চলা বড় সহজ নহে। ইহা অভ্যাস করিতে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। একজন কলহপ্রিয়, দুর্মুখ ও দুশ্চরিত্র লোককে লইয়া ঘর করিতে কত সহ্য করিতে হয় তাহা, যাঁহার দুরদৃষ্ট ঘটিয়াছে, তিনি ভিন্ন অন্য কেহ সুন্দররূপে অনুভব করিতে সমর্থ হন না। মন্দলোক হইতে পর সুদূরে থাকিতে পারে, কিন্তু একান্নবর্ত্তিগণ কখনও পারেন না। সে কালের কথা যাউক, এখনও

অনেক ভদ্র পরিবারের প্রৌঢ়গণ—এমন কি শাশুড়ীও ইচ্ছা করিয়া নববধূকে বহু প্রকার কষ্ট দিয়া থাকে। তবে যে বাড়ীতে বিমাতা কর্ত্রী, সেখানে সপত্নীক পুত্র বা তাহার ভার্য্যা নিগৃহীত হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

নীতিগর্ভ রামায়ণে রামের পিতৃ মাতৃ ভক্তির পরাকাষ্ঠা যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, কৈকেয়ীর চরিত্র সেইরূপে যারপরনাই ঘৃণনীয় করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা ইহাহইতে নীতিশিক্ষা করেন, তাঁহারা সর্ব্বদা মনশ্চক্ষুর সম্মুখে তাঁহাকে দেখিয়া সহসা এই সিদ্ধান্ত করেন যে, বিমাতা যেমনই গুণবতী হউন না কেন সপত্নীক সন্তানের প্রতি তিনি কখনও সদ্ব্যবহার করিতে পারেন না, প্রত্যুত অনুক্ষণ তাহাকে বিষদৃষ্টিতে দেখেন ও তাহার অমঙ্গল কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করেন। ইহাতে যে সমাজের কত অনিষ্ট হইতেছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, এস্থলে পুনরুল্লেখ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। সত্য এমন অনেক বিমাতা আছেন, যাঁহারা দেবপ্রকৃতি এবং সপত্নীকে সহোদরা ভগিনী ও সপত্নী পুত্রকে গর্ভজ সন্তাননির্ব্বিশেষে মমতা করেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিমাতা কালসর্পিণীরূপে সপত্নীক সন্তানের বুকে যাবজ্জীবন দংশন করিতে থাকেন। ইহাতে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, মানবজাতি দুর্ব্বলতায় পরিপূর্ণ। স্ত্রীজাতিতে আরও দৌর্ব্বল্য লক্ষিত হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাহাতে আবার ভারত রমণীর প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা নাই; সুতরাং মূর্খা দুর্ব্বলা নারী হইতে অধিক বিবেচনা ও মঙ্গলের কাজ কি আশা করা যাইতে পারে? কখনই নয়। এরূপ স্থলে সন্তানাদি বর্ত্তমানে পুনঃ দার পরিগ্রহ করা বিড়ম্বনা মাত্র। জানিয়া শুনিয়া স্বগৃহে কাল ভুজাঙ্গনী আনয়ন করা অনেকস্থলে তাহার দংশনে আপনি বিষে জরিয়া মরিবার এবং পুত্র কন্যাগণকে যাবজ্জীবন জর্জ্জরীভূত করিয়া অবশেষে মারিয়া ফেলিবার জন্য। যে ব্যক্তি পিতা হইয়া এই প্রকার নৃশংস কার্য্য করিতে পারে, তাহার অসাধ্য কিছুই নাই। যে আপনার আত্মজ ও আত্মজার ভাবী সুখের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আপনার সুখকেই সর্ব্বস্ব মনে করে, আমরা নির্ভীকচিত্তে বলিতে পারি, সে ব্যক্তি মনুষ্য নহে—পশু। হিন্দুশাস্ত্রে বলে, পুত্রের জন্য ভার্য্যা, কেননা পুত নামক নরক হইতে পিণ্ডদানে সে রক্ষা করিবে। হিন্দু পিতা কি মনে করিতে পারেন না, নরকত্রাতা সেই পুত্ররত্ন যখন সৌভাগ্যক্রমে পাইলাম, তবে আর পুনঃ দার পরিগ্রহ করিবার কি প্রয়োজন? অপিচ ভারতবর্ষের কথা দূরে থাকুক, এই বঙ্গদেশের লোকসংখ্যার উত্তরোত্তর

বৃদ্ধি অত্যন্ত আশঙ্কার বিষয় হইয়াছে। কিয়ৎ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, এক্ষণে তদপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হইতেছে ও আরও হইবে। ইহাতে রাজা প্রজা উভয়ের অমঙ্গল, বিশেষতঃ গরিবপ্রজার। এ অবস্থায় উপনিবেশ বা বিবাহের পথ সঙ্কীর্ণ করা ভিন্ন বাঙ্গালীর উপায়ান্তর নাই। উপনিবেশ আমাদিগের তত সাধ্যায়ত্ত নহে। আমরা গৃহপ্রিয় অর্থাৎ 'ঘরমুখো'—যদ্যপি অন্ন বস্ত্রের কষ্ট সত্বেও স্বদেশে বাস করিতে ভাল বাসি, সুতরাং জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে একবারে গিয়া বাস করা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বিবেচনাপূর্ব্বক বিবাহ করা ব্যতীত আমাদিগের আর গতি নাই। আর্য্যগণ যে সময়ে পুত্রের নিমিত্ত স্ত্রী এই বিধি প্রকটিত করেন, তৎকালে উহার আবশ্যকতা ছিল। তখন দস্যু প্রভৃতি দুরন্ত অনার্য্যদিগের ভয়ে তাঁহারা সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতেন ; তাঁহাদিগের সংখ্যা এত অধিক ছিল না যে, তাঁহারা অনায়াসে সমবেত হইয়া বৈর-নির্যাতনে পারগ হন। উল্লিখিত বিধি দিয়া আপনাদিগের মধ্যে বিবাহে প্রবৃত্তি বিধান করাইতে সচেষ্ট থাকিতেন। এখন সে সময় নয়; সুতরাং উক্ত বিধিও প্রযুক্ত হইতে পারে না। সন্তানাদি বর্ত্তমানে পুনর্ব্বার বিবাহ করা কত অনর্থের মূল, তাহা নিম্নলিখিত প্রকৃত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণে প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

এই মহানগরী কলিকাতার নিকটকোন এক গ্রামে এক ঘর গৃহস্থ ছিল। কর্ত্তার প্রথম পরিবার পুত্র কন্যায় ৬টি কত সন্তান রাখিয়া মানব-লীলা সম্বরণ করেন। তিনি পুনরায় বিবাহ করিলেন। যেরূপ হইয়া থাকে অচিরে দ্বিতীয় পরিবারের বশীভূত হইয়া পড়িলেন। বিবাহ দিয়া কন্যাটির হস্ত এড়াইলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ সেও কিছু দিন পরে বিধবা হইল। বিধবা কন্যাকে যেরূপ দেখা শুনা আবশ্যক, তাহার কিছুই করেন না। পূর্ব্ব স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রদিগকে যেরূপ লালনপালন ও শিক্ষা দান করা উচিত, তাহা কিছুই করিলেন না। দ্বিতীয়া স্ত্রী যাহা বলেন, তাহা শিরোধার্য্য। কৈকেয়ী কখন রামের মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন কি? এই বিমাতা ও স্বীয় সপত্নীক পুত্রগণের প্রতি সেইরূপ করিতে লাগিলেন। সন্তানদিগের ক্রমশঃ দুরবস্থা হইতে লাগিল। বিশেষ বাহাদুরীর বিষয় (বাহাদুরী বলুন আর যাই বলুন) "যার শিল তার নোড়া, তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।" এই প্রবচনের সার্থকতা দিন দিন সম্পাদিত হইতে লাগিল। যিনি (সপত্নীকপুত্র) ভরণ পোষণ করেন, তাঁহারই অনিষ্ট হইতে আরম্ভ হইল। যথাসর্ব্বস্ব—এমন কি সামান্য পৈত্রিক তৈজসাদি হইতেও তিনি বঞ্চিত হইলেন। লোকে একটী পুত্রের কামনা করিয়া থাকে, বিকার

গ্রস্ত পিতা পুত্রের মৃত্যু কামনা করিতে রহিলেন। পুত্রের অসুখ, একবার ভুল ক্রমে জিজ্ঞাসা করেন না যে সে কেমন আছে, কিন্তু তাঁহার একটী কুস্কুড়ি হইলে ছেলে না জিজ্ঞাসা করিলে বড় রাগ। বুঝিবার ভ্রম! তুমি আমার ত আমি তোমার। তুমি আমার নও, আমি কি কখনও চেষ্টা করিয়াও তোমার হইতে পারিব, কখনই নয়। যে পারে সে মনুষ্য নহে—দেবতা। এক্ষণে পুত্রকে পথে বসাইবার জন্য পিতার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ইহা অপেক্ষা অধিকতর নিষ্ঠুর ব্যাপার আর কি হইতে পারে? কাহার এমন হৃদয় আছে, যে ইহা পাঠে মর্ম্মাহত না হয়? এবম্বিধ ঘটনায় কে বিপত্নীককে পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহের পরামর্শ দিয়া মহা পাপে পতিত হইবেন?

ইন্দ্রদ্যুম্নদুর্গ।

বিন্ধ্যাচল পর্ব্বত অতি পবিত্র, প্রাচীন ও প্রশস্ত স্থান। ইহা একদিকে নিবিড় অরণ্যপূর্ণ, ভয়াল শ্বাপদ ও সর্প সমাচ্ছন্ন বলিয়া যেমন আশঙ্কার আলয়, আর একদিকে ইহা দেবদুর্ল ভ বনলতা, রমণীয় প্রসূনপুঞ্জ, স্বাস্থ্যপ্রদ বায়ুর হিল্লোল, মুনিদিগের আশ্রম প্রভৃতির জন্য তেমনি পবিত্রতা, ভক্তি ও আরামের জিনিষ। ইহা অপূর্ব্ব শোভার আকর; অপূর্ব্ব বিস্ময়, কৌতুক, আশঙ্কা ও আনন্দের উৎস। ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর মুঙ্গের ষ্টেশন হইতে প্রকৃত বিন্ধ্যাচল আরম্ভ; লুপ ও কর্ড লাইন মধ্যে যে সকল পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায় তাহা উহার শাখা ও প্রশাখা মাত্র। এই শাখা প্রশাখা সমূহ বহু অংশে বিভক্ত, তন্মধ্যে একটি অংশের নাম চম্পক কানন। মুঙ্গের জেলার অন্তঃপাতী (সুবে বেহারের সীমাভুক্ত) গিধোড়, খয়রা, লছুয়াড়া, নওয়াডী, জামুই প্রভৃতি স্থান এই চম্পক কাননের মধ্যবর্ত্তী। ইহার চারি পার্শ্ব বিন্ধ্যাচল শাখা দ্বারা পরিবেষ্টিত; যেন একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন হিন্দু রাজ্য পর্ব্বত মালার অভ্যন্তরে নীরবে ও নিরাপদে অবস্থান করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। জামুই নগর হইতে প্রায় এক ক্রোশ পথ অন্তরে সুপ্রসিদ্ধ ইন্দ্রদ্যুম্ন গড়, ইহা এক অপূর্ব্ব পদার্থ। এই প্রাচীন দুর্গ ভগ্নাবশেষে পরিণত হইয়াও আজি পর্য্যন্ত হিন্দুজাতির শিল্পচাতুরী, সমরকৌশল এবং সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা গুণের ভূরি ভূরি অকাট্য নিদর্শন প্রদান করিতেছে। এই প্রস্তাবটি ঐ দুর্গের শীর্ষদেশে লিখিত হইয়াছে, সুতরাং স্থানটির কোনও অংশ বিবৃত করিতে আমরা বিস্মৃত হই নাই।

সম্মুখে গিধোড় রাজধানী, পার্শ্বে খয়রা নামক ক্ষত্রিয় রাজ্য এবং আর একদিকে জামুই, ইহার মধ্যদেশে ইন্দ্রদ্যুম্ন দুর্গ; জামুইমাজিষ্ট্রেটের আদালত হইতে একটি সুদৃঢ় ও মনোহর রাজবর্ত্ম এই দুর্গ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। আমরা সম্প্রতি ঐ দুর্গে গিয়া পৌঁছিয়াছিলাম। ইহা অতীব প্রাচীন ও অতীব সুদৃঢ়। ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত এক প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা এখানে এক সময়ে বাস করিতেন, কিন্তু তাঁহার বংশাবলী বা বিশেষ পরিচয় আমরা পাই নাই। বৃদ্ধদের মুখে শুনিলাম, ভাগলপুর জেলার খড়্গাপুর বা খড়কপুর গ্রামে উহার বংশ আছে। ইহা জন প্রবাদ মাত্র, কেহ কখন অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন বলিয়াত বোধ হয় না। ঐ বংশ জাতিতে যে ক্ষত্রিয় তাহাতে সন্দেহ নাই এবং মহাভারত বা পুরাণোক্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সহিত প্রস্তাবোক্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের যে সম্পর্ক নাই তাহাও ঠিক; একথা ভৌগলিক জেনেরল কনিংহাম সাহেব এক প্রকার অবিসম্বাদিতরূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। সাহেবের এই মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয়; গড়ের গাঁথুনী দেখিলে উহাকে দ্বাপরের শেষভাগের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সমসাময়িক বলিয়াই বোধ হয় না; তদপেক্ষা ইহা আধুনিক। যতদিন পর্য্যন্ত এই মতের বিরুদ্ধে আমরা প্রবলতর যুক্তি প্রাপ্ত না হইব, ততদিন এই মতেরই পোষকতা করা উচিত বলিয়া বিবেচনা করি।

গড়ের দ্বারে উক্ত রাজার প্রতিষ্ঠিত মহাদেব দেখিতে পাওয়া যায়। মহাদেবের নিকটে কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর নির্ম্মিত কালভৈরব মূর্ত্তি নয়ন পথে পতিত হয়। এই প্রকার প্রস্তর মূর্ত্তি আমরা গিধোড় পাহাড়ে দেখিয়াছি। মহাদেব মূর্ত্তি একটি উচ্চ মৃণ্ময় বেদীর উপরে স্থাপিত। তথা হইতে প্রায় ৫০ হস্ত দূরে গড়ের প্রাচীর আরম্ভ। প্রায় এক মাইল পথ বেষ্টন করিয়া এই প্রাচীর বিদ্যমান আছে, সর্ব্বশুদ্ধ ২০ সহস্র সৈন্য এই গড়ে থাকিতে পারে। প্রথমে প্রস্তর, তদনন্তর ইষ্টক, তাহার পরে মৃত্তিকা দিয়া এই প্রাচীর নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। তোপের দ্বারা সহজে উহা বিদীর্ণ করা যায় না। এই প্রাচীরের ভিতরে আবার একটী প্রাচীর আছে, তাহাতে রাজকোষ থাকিত। তাহার পরে মন্ত্রীদের নিবাস, তদনন্তর একটী বৃহৎ সরোবর (এখনও বিদ্যমান), ইহার কিছু দূরে রাজার দরবার গৃহ ও বৈঠকখানা। এই স্থান হইতে ৭৫ হস্ত দূরে একটী অত্যুচ্চ "টিলা" দেখিতে পাইবেন। ঐ টিলার উপরে রাজা ও রাণী বাস করিতেন। উহা ইষ্টকনির্ম্মিত, সুদৃঢ়, প্রশস্ত, রমণীয় কুঞ্জপূর্ণ এবং অতিশয় উচ্চ। জেনেরল কনিংহাম সাহেব, কয়েক বৎসর হইল, গিধোড় মহারাজার অনুমতি লইয়া ঐ টিলার উপর হইতে

নীচে পর্য্যন্ত খাদ করাইয়াছিলেন। শুনা যায়, কয়েকটা স্বর্ণইষ্টক পাওয়া গিয়াছিল। নীচে এক ভয়ানক গহ্বর হইয়া গিয়াছে। টিলার উপরে দাঁড়াইলে বহু দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে; বড় বড় পাহাড়গুলিকে নীল নভোমণ্ডলের কোলে ঘন কাল মেঘ বলিয়া ভ্রম হয়। এই সকল পাহাড় যেমন সাধুদিগের আবাস, সেইরূপ ভয়াল শ্বাপদদিগের বাসভূমি। সর্ব্বত্রই নিবিড় জঙ্গলে পূর্ণ।

গড়ের ইষ্টকসমূহ এত বড় যে, সেরূপ ইট এখন আর দেখা যায় না। পুরাকালে ইটের আকার এইরূপই বড় ছিল। দুর্গের ভিতর এখন গ্রাম বসিয়াছে, এবং মধ্যে মধ্যে ইক্ষু, যব, গোধূম ও ধান্যের চাষ হয়। পুকুরে বড় বড় কুম্ভীর দেখা যায়, এবং গড়ের ভগ্ন প্রাচীরাদিতে বড় বড় অজগর সর্প দৃষ্ট হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে শার্দ্দূলাদিও এখানে প্রাণভয়ে পলাইয়া আইসে। স্থানটী গিধোড় মহারাজার অধিকারভুক্ত। কলিকাতার সান্নিহিত আলিপুর পশুশালায় গিধোড় মহারাজা কর্ত্তৃক উপহার-প্রদত্ত যে প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই গড়েই ধৃত হইয়াছিল। এই ব্যাঘ্র ধরিতে দুই সহস্র টাকা ব্যয় পড়ে এবং এক বৎসরে ইহা প্রায় দেড়শত জীবের প্রাণ সংহার করে। ইহার উপদ্রবে মধ্য বেহার রাজ্য বর্ষাধিককাল ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

গড়ের মধ্যস্থ টিলার উপরে দণ্ডায়মান হইয়া চারিদিক্ দৃষ্টি করিলে অহঙ্কারীর অহঙ্কার চূর্ণ হয়, ধনীর ধনগর্ব্ব খর্ব্ব হয়, প্রবলের বলগৌরব দমিয়া যায়। হায়! কোথা সেই প্রবল পরাক্রান্ত ইন্দ্রদ্যুম্ন, আর কোথায় তাঁহার প্রবল পরাক্রম! কালে সকলই বিলয় পায়। এই সকল প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিলে সংসারের নশ্বরতা ও অনিত্যতা হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া পড়ে, ভগবানের দিকে মন স্বতঃই প্রধাবিত হয়।

———:০:———

প্রাচীন ও আধুনিক গৃহকার্য্য প্রণালী ও তাহার উন্নতির উপায়। *

আমরা প্রাচীন গৃহ কার্য্য প্রণালীতে প্রাচীনাগণের এবং নূতন গৃহ কার্য্য প্রণালীতে নব্যাগণের নামোল্লেখ করিব। প্রাচীন গৃহকার্য্যের মধ্যে রান্না বড় আদরের কাজ ছিল, ইহাতে প্রাচীনাগণের বিন্দুমাত্র আলস্য বা ঔদাস্য ছিলনা

*যশোহর বিদ্যানন্দকাটীর শ্রীমতী কুমুদিনী রায় লিখিত। পারিতোষিক রচনার এ বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়াতে পুরস্কৃত হইয়াছে। বা, বো, স।

(এই প্রবন্ধে আমরা কেবল হিন্দু সমাজ লক্ষ্য করিয়া লিখিব। অবশ্য ইহাতে অতি প্রাচীন কালের কথা উল্লিখিত হইবেনা।) ভোরে উঠিয়া পিঁড়ি, ঝাঁটা, ঘর ধৌত করা, বালক বালিকাদের প্রাতের খাদ্য তৈয়ারি করিয়া, তৎপরে তরকারী কুটিয়া স্নানান্তে রসুই করিয়া আত্মীয় কুটুম্বদিগকে ভোজন করান প্রাচীনাদিগের স্বতঃসিদ্ধ কার্য্য ছিল। তদ্ব্যতীত অবস্থাভেদে কোন কোন পল্লী গ্রামে চাউল কাঁড়া, জল তোলা কার্য্যও গৃহিণীকে করিতে হইত। প্রদীপ জ্বলে ভিজান, তাহা পরিষ্কার করা, সলিতা প্রস্তুত, ঘর দরজা ঝাঁটদিয়া পরিষ্কার করা, গাভীকে ভাত খাওয়ান, বিছানা পাতা, সন্ধ্যার প্রারম্ভে প্রদীপ জ্বালিয়া প্রতি-ঘরে আলো দেওয়া এবং প্রতিঘরে ধুনার ধোঁয়া দেওয়া শাঁখ বাজান প্রভৃতি কার্য্যও গৃহিণীগণ করিতেন। এক কথায় তাঁহারা গৃহের সমস্ত কাজ স্বহস্তে করি-তেন, তখন অধিক দাস দাসী আবশ্যক ছিল না। ধনী লোকের পক্ষে অন্যরূপ হইলে হইতে পারে, কিন্তু মধ্যবিত্ত দিগের মধ্যে অধিক দাস দাসীর প্রয়ো-জন ছিল না। যাহাহউক যতদূর দেখি-য়াছি আর যতদূর জানি তাহাতে বোধ হয় যে এই সকল কার্য্যে তাঁহাদের বিন্দু-মাত্র আলস্য বা বিরক্তি ছিল না। তাঁহারা অনেকে লেখা পড়া জানিতেন না সত্য, কিন্তু তাঁহারা গৃহ কার্য্যে অতি সুনিপুণা ছিলেন এবং শিশুপালনেও নিতান্ত অনভিজ্ঞা ছিলেন না। প্রাচীনা-গণ অভাবের সংসারে নিজের সাধ্যমত অভাব মোচনের চেষ্টা করিতেও ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা এমনি কুসং-স্কারের বশীভূতা ছিলেন, যে, কর্ত্তব্য কাজ-কেও অবহেলা করিতেন। বোধ হয় ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবেযে আমাদের সূতিকাগার নির্ম্মাণপ্রণালী প্রাচীনা-গণের কুসংস্কারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আধুনিক গৃহকার্য্যপ্রণালীর কথা আর কি বলিব? নব্যাগৃহিণীগণ, গৃহ-কার্য্য নিজের কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করেন না তা আর কিসের প্রণালী বলিব? অনেকেই এখন স্বামী বা অন্য আত্মীয়ের চাকরী স্থলে বাস করেন এবং দাস দাসীও রসুয়ের দ্বারাই সমস্ত গৃহ কার্য্য চলে। তবে অনেক নব্যাগৃহিণী টাকাকড়ি গুলা নিজ হাতে করিয়া খরচ করিতে ইচ্ছা করেন বটে, কিন্তু তাহারও কি সদ্ব্যবহার করিতে জানেন? নিজের গহনা ও কাপড়ের জন্য অনেক সময় ভাবিতে হয়। আপ-নাদের সংসারে অন্যান্য অভাব থাকি-লেও ইহারা অলঙ্কার ও অন্য বিলাসের দ্রব্য ক্রয় করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার মনে করেন। আধুনিক নব্যা গৃহিণী-গণের মধ্যে যাঁহারা দুরদৃষ্টক্রমে পল্লীগ্রামে থাকেন এবং সংসার কার্য্য সকল যাহাঁদের ঘাড়ে পড়ে, তাঁহারা নিতান্ত দুঃখের সহিত অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া কোনমতে কার্য্য সমাধা করেন।

কিন্তু আধুনিক নব্যাগণের মধ্যে অর্থাৎ যাঁহারা গৃহকার্য্য অকর্ত্তব্য বা মানহানিকর মনে করেন, তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন কি যে তাঁহাদের স্বামী মোটা বেতন পাইলেও যে কার্য্য করেন সেই কার্য্যের নাম চাকরী। স্ত্রী যাঁহার অর্থে দাসদাসী খাটাইয়া নিজে পুতলী সাজিয়া জড়বৎ বসিয়া থাকেন, সেই আত্মীয়কে কত খাটিতে হয়—কত পরিশ্রম করিতে হয়!! তিনি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, গায়ের রক্ত জল করিয়া, পরের খাটুনি খাটিয়া টাকা আনিবেন আর আমি বসিয়া থাকিয়া সেই টাকার শ্রাদ্ধ করিব এবং আপনার নিজের ঘরের কাজ নিজে করিতে অপমান বোধ করিব ছি! এবৃথাভিমান কেন? শুধু স্ত্রীর দোষ দেই কেন? প্রধানতঃ পুরুষকেই দোষী করিতে ইচ্ছা করে, কারণ তাঁহাদের মধ্যেও এই বৃথা অভিমান দেখা যায়, অর্থাৎ নিজে মজুরী খাটিয়া খান, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর চারিটা রসুয়ে পাঁচটা দাসী দশটা চাকর না থাকিলে মান থাকে না। স্ত্রী পুরুষ উভয়ে উভয়ের সাহায্য করুন, ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া বোধ হয়। কাহারও বেশী থাকিলে তিনি সঞ্চয় করুন, সাধ্যমত দীন দরিদ্রের সাহার্য্য করুন, এ বৃথা টাকা উড়ান কেন? আবার বলি এ দোষ নব্যা গৃহিণীদের নহে, পুরুষের মনঃ সন্তোষের জন্ম পিঞ্জরাবদ্ধ বিহগীর ন্যায় হিন্দু ললনা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কাজেই পুরুষেরা যাহাতে সন্তোষে থাকেন, রমণীগণও তাহাই করিতে শিখেন। আমাদের পুরুষেরা এখন পাশ্চাত্য জ্ঞান লাভ করিয়া হিন্দু সদাচার ভুলিয়া যাইতেছেন। তাঁহারা এখন ইংরেজ রাজের প্রজা, ইংরেজ একে রাজা, তাহাতে আবার বিদ্বান ও সভ্যজাতি বলিয়া অভিহিত। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা বড় লোকের অনুসরণ করিতে ভাল বাসেন, তাই আজ বিলাসী ইংরাজের অনুকরণ করিতে গিয়া, ধর্ম্মভীরু স্বার্থত্যাগী হিন্দু শনৈঃ শনৈঃ বিলাসের দিকে পাদক্ষেপ করিতেছেন, কাজেই নব্যাগণ তদনুসারে বিলাসিনী ও গৃহকার্য্যে অপারদর্শিনী হইয়া উঠিয়াছেন এবং "সঁপেদেন সুকুমার ধাত্রী মা'র করে।" অবশ্যই কোন বাটীতে বা পল্লীতে ইহার অন্যথা হইলেও হইতে পারে। এখন গৃহিণীর কর্ত্তব্য কি ও কি করিলে গৃহকার্য্যের উন্নতি হইতে পারে?

প্রথমতঃ গৃহিণীকে আয় ব্যয় হিসাব রাখিয়া সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। যদি অভাবের সংসার হয়। তবে নিজের চেষ্টা দ্বারা যতদূর অভাব মোচন হইতে পারে তাহা করা কর্ত্তব্য, বাড়ীতে ঘৃত তৈয়ারী, ঘুঁটে তৈয়ারি করিলে এবং লেপ, কাঁথা, গদি, তোষক জামা, কম্ফটর, টুপি, বোট'ক্লাক, দোলাই ও পাখা প্রভৃতি বাড়ীতে নিজে

প্রস্তুত করিলে অভাবের সংসারে অনেক উপকারে আইসে। গৃহিণী দ্বারাই গৃহ কার্য্যের উন্নতি, সুতরাং গৃহিণীর কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা গৃহ কার্য্যের উন্নতির বিষয় বলিতে চেষ্টা করিব। গৃহিণী অকাতরে পরিশ্রম করিতে পারেন এরূপ অভ্যাস রাখা উচিত; গৃহিণী বলিয়া কেন, মনুষ্য মাত্রকেই পরিশ্রমশীল হওয়া উচিত। ভাড়ার ঘরের ভার গৃহিণী স্বহস্তে রাখিবেন, তাহাতে আবশ্যক জিনিষ আছে কিনা তাহা প্রত্যহ দেখিবেন, অল্প পরিমাণে থাকিলে পুনরানায়ন করিবেন, ভঁাড়ার ঘর প্রত্যহ পরিষ্কার করিবেন, যাহাতে জিনিষের পাত্রগুলি সুশৃঙ্খল থাকে ও পাত্রের মুখ ঢাকা থাকে, তাহা করিবেন। কারণ চাউল ডাউল ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যাদি যেখানে থাকে সেখানে ছুঁচা ইন্দুর তেলাপোকা, পিপীলিকা প্রভৃতি থাকিবার সম্ভাবনা, তজ্জন্য ভঁাড়ার ঘর প্রত্যহ পরিষ্কার করা ও পাত্রাদির মুখ ঢাকা আবশ্যক। গৃহের কে খাইল কে না খাইল কাহার কিসে খাওয়া ভাল হয় কাহার না হয়, সে সমস্ত গৃহিণীর দ্রষ্টব্য। বালক বালিকাদিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে গৃহিণী তথায় থাকিয়া তাহার দোষ ও অনাবশ্যকতা বুঝাইয়া মিটাইয়া দিবেন, কিন্তু চটিবেন না। গৃহের পালিত পশু পক্ষীদিগের প্রতিও গৃহিণীর দৃষ্টি সঞ্চালিত হওয়া আবশ্যক। গোয়াল ঘর যদি বাটীর ভিতর হয়, তবে গৃহিণী প্রত্যহ গোয়াল ঘরের তত্ত্বাবধান করিবেন, তথায় চোনা সরিবার ও বাতাস খেলিবার উত্তম পথ আছে কিনা—ঘরটা বেশ শুখনা খটখটে হইয়াছে কিনা—গোবর গুলা বাটী হইতে দূরে ফেলা হয় কিনা প্রভাতে গরু বাহির হইলে ঘরখানা প্রত্যহ নিয়মিতরূপে পরিষ্কার করা ও ছাই কিম্বা শুষ্ক ধূলা ছড়াইয়া দেওয়া হয় কিনা—এবং শীতের সময় সাবধানে সাঁজাল দেওয়া হয় কিনা এবং গরু পেট ভরিয়া খায় কিনা গৃহিণী তাহারও তত্ত্বাবধান করিবেন। রন্ধন কার্য্যে পারদর্শিনী হওয়া গৃহিণীর নিতান্ত দরকার। চাকর চাকরাণী থাকিলেও গৃহিণী স্বহস্তে গৃহের কার্য্যের সুশৃঙ্খলা করিতে ত্রুটী করিবেন না। সেকালে সিকা বুনার বড় আদর দেখা যাইত, কিন্তু এখন আর তাহা দেখা যায় না। কিন্তু সিকাও গৃহের আবশ্যক জিনিষ। রসুই ঘরে সিকা টাঙ্গাইয়া উপর্য্যুপরি হাঁড়ি সাজাইয়া তাহাতে রন্ধনের মসলা ও জল খাবার দ্রব্যাদি রাখিলে বেশ সুবিধা হয়। গৃহের বাসনগুলি ও শয্যা গুলি সুপরিষ্কৃত ও সুসজ্জিত রাখা উচিত। অনেকে শিশু সন্তানকে কাপড়ের তোষক পাতিয়া শয়ন করান, কিন্তু উহাতে ঐ তোষকে শিশুর প্রস্রাবজনিত এমত দুর্গন্ধ হয়, যে সে ঘরে তিষ্ঠান ভার হয়। চামড়ার গদিতে শোয়াইলে এরূপ হয় না, অভাবের পক্ষে

ছোট ছোট কাঁথা ২।৩ খানা ভাঁজিয়া পাতিয়া দিলেও প্রত্যহ জলে ধৌতকরিলে কোন দুর্গন্ধ থাকে না। এরূপ সুগৃহিণী প্রত্যেক বাড়ীতে থাকিলে গৃহকার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন আর আমাদের সে দিন নাই, এখন আর আমরা অন্নপূর্ণার মত রাঁধুনি হইতে চেষ্টা করি না, দ্রৌপদী সম্রাটপত্নী হইয়াও রন্ধনে সুনিপুণা ছিলেন, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। চাণক্য পণ্ডিত বলেন, "বসন না থাকে যদি ভূষণ বিফল„ বাস্তবিক গৃহকার্য্য শিক্ষা না করিয়া মেঘনাদ বধ, কাদম্বরী, স্কট, রামায়ণ অধ্যয়ন করা, আমাদের পক্ষে বসনহীন ভূষণের ন্যায়। তা বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে আমরা অধ্যয়ন বাদা শিক্ষা প্রভৃতি নিষ্প্রয়োজন বলিয়া নিন্দা করিতেছি। তবে গৃহকার্য্য শিক্ষা না করিয়া অন্য বিষয় খুব অধিক শিখিলেও আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে।

'লেডী ডফারিণ।'

সাধিলে যে কাজ স্বজাতির তরে,
ভুলিবেনা কেহ যুগ যুগান্তরে।
স্মরিয়ে একথা শত শত নারী—
গাইবে নিয়ত সুযশ তোমারি।
দিয়েছ যে ঋণ 'লেডী ডফারিণ'
শুধিবার নয়, রবে চিরদিন—
আবদ্ধ সে ঋণে অবলাকুল!

কে জানিত আজ অবলার প্রাণ
বাঁচাবার তরে স্বার্থ বলিদান
দিবে গো জননী? ভারত রমণী—
আশীষ করিবে দিবস রজনী!
প্রাতঃস্মরণীয় হবে তব নাম
বিশাল ভারতে মুখে অবিরাম
লইবে সকলে; ভুলিবেনা আর
ঘরে ঘরে পূজা করিবে তোমার,
কৃতাঞ্জলি হয়ে ভকতি ফুলে!

ভারত মহিলা—অজ্ঞান আঁধারে—
চির নিমগন, ছার দেশাচারে!
প্রসব যাতনা নহে ঘুচিবার,
কপালের ফের কে ফিরাবে তার?
দয়ার প্রতিমা আসিয়ে ভারতে,
দেখিলা যে দশা কেমনে তাহ'তে
বাঁচে নারীকুল,—ভাবিয়া আকুল
কি হবে উপায়? উৎসাহ অতুল,
সাহসেতে ভর করি অতঃপর
আরম্ভিলা কাজ, খাটি নিরন্তর
সফলযতন; অমূল্য রতন
দিলা অবলারে, তোমার মতন
অবলা বান্ধব কে আছে আর?
যাইবার বেলা দুটিকথা বলি
(বলিবার নাহি জানিছ—সকলি)
ভারত ঈশ্বরী—ভিক্টোরিয়া, যাঁর
দয়াতে পরাস্ত সমস্ত সংসার!

ছহিতার দশা দেখিলে যা তুমি
আপন চোখেতে, গিয়ে মাতৃভূমি
কহিও তাঁহারে, (ছঃখিনীর হয়ে),
ভারত রমণী থাকিবে কি লয়ে?
নাহি জ্ঞানবল—অজ্ঞান সকল
শত শত নারী, জনম বিফল!
ঘোর অমানিশি—অজ্ঞান আঁধার
হিমালয় হতে কুমারিকা পার!
ঘুচাও বিতরি জ্ঞানের আলো।

গুল ও বাহার।

ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল লর্ড ক্লাইবের নানাবিধ অন্যায় ও অসঙ্গত প্রস্তাবে নিতান্ত বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ নবাব মীরকাসিম আলি খাঁ মুর্শীদাবাদ পরিত্যাগ করতঃ মুঙ্গের নগরে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। গঙ্গাতটে সুদৃঢ় ও সুপ্রশস্ত প্রস্তরময় দুর্গে সসৈন্যে নবাব সাহেব অবস্থান করিতেছেন। সঙ্গে অমাত্য ও সদস্যবর্গ, সৈন্য সামন্ত, দাস দাসী, পারিষদ, মৌলবী ও হাফেজ, বাদ্যকর গায়ক, নায়ক নৃতকী, এবং বহুসংখ্যক পরিচারক ও পরিচারিকা আসিয়াছেন, কিন্তু অন্তঃপুর মধ্যে কোনও স্ত্রীলোকের পদার্পণ হয় নাই। নবাব সাহেব তিনবার বিবাহ করিয়াছেন কিন্তু কোনও বেগমই জীবিতা নাই, ক্রমে ক্রমে সকলগুলিই অকালে কাল কবলে পতিত হইয়াছেন। শেষবারের বিবাহিতা স্ত্রীর দুইটি অপত্য ছিল, তদ্ভিন্ন আর কোনও স্ত্রী কোনও অপত্য রাখিয়া যান নাই। প্রোক্ত অপত্যদ্বয়ের মধ্যে একটি বালক আর একটি বালিকা; বালকের নাম গুল, বালিকার নাম বাহার। যে বেগমের গর্ভে এই অপত্যদ্বয় জন্ম গ্রহণ করে, তাহার নাম ময়না বিবি। অপত্য দুইটি যমজ, উভয়ের বয়ক্রম এক ঘণ্টা কাল মাত্র প্রভেদ। বালক ও বালিকাটি এক্ষণে পঞ্চদশ বর্ষে উপনীত হইয়াছে, উভয়েই অবিবাহিত।

নবাব মীর কাশিম আলি খাঁ বালক ও বালিকাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। স্নেহ করিবার যথেষ্ট কারণও ছিল। ছেলে দুইটি যেমন রূপে তেমনি গুণে অতুলন ছিল। বাল্যকালে মাতা মরিয়া গিয়াছিল বলিয়া, ছেলে দুইটি নবাবের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর হইয়া উঠিয়াছিল। পারস্য গুল শব্দের অর্থ পুষ্প, বাহার শব্দের অর্থ সৌন্দর্য্য। গঙ্গাতটে নবাবের "দেওয়ানী আম্" অর্থাৎ রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যালয় ছিল এবং ইহারই পার্শ্বে "দেল্ খোস্" অর্থাৎ হৃদয়ানন্দদায়ক অত্যুচ্চ বিশ্রামাগার অভ্রভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে মার্ব্বেল নির্ম্মিত চূড়া

বিস্তার পূর্ব্বক শত্রুদলের অন্তরে আশঙ্কা উৎপাদন করিত। এই মনোহর সৌধের সন্নিকটস্থ শ্বেতমর্ম্মর বিনির্ম্মিত প্রাসাদে অপত্য দুইটিকে লইয়া নবাব সাহেব বাস করিতেন।

এদিকে লর্ড ক্লাইব শুনিলেন যে, নবাব মীর কাশিম তাঁহার অসঙ্গত প্রস্তাবে বিরক্ত হইয়া মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুঙ্গেরে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। ক্লাইব ছাড়িবার লোক নহেন, পুনঃ পুনঃ সেই সকল প্রস্তাব নবাবের নিকটে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। নবাবও সহজে প্রতারিত হইবার লোক ছিলেন না, সুতরাং সত্বরেই উভয়ের মধ্যে ভয়ানক মনোবাদ জ্বলিয়া উঠিল। ক্রমে নবাব সাহেব সমর সজ্জার আয়োজন করিতে লাগিলেন; লর্ড ক্লাইব তাহা শ্রবণ করিলেন। যবন চমূদল যুদ্ধের আয়োজন সমাপ্ত করিয়া বৃটীষ বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে ক্লাইবের সৈন্য সামন্ত গঙ্গানদী পার হইয়া মুঙ্গের মুখে অগ্রসর হইল। দেখিতে দেখিতে পাষাণ দুর্গ ভেদ করিয়া ইংরাজ সেনানী যবনের সম্মুখীন হইল। কৌশলে চতুর চূড়ামণি ক্লাইবকে হারাইবার লোক সে সময়ে বাঙ্গালা দেশে আর ছিল না; ক্লাইব মুঙ্গেরে আসিয়া নবাবের সেনাপতি গুর্গন খাঁকে হস্তগত করিলেন। গুর্গন খাঁ উৎকোচ পাইয়া ক্লাইবের সহায়তা করিতে সম্মত হইল।

প্রকৃত যুদ্ধ যাহাকে বলে তাহা হইল না; কুটচক্রী ক্লাইবের কুট কৌশলে এবং গুর্গনের বিশ্বাস ঘাতকতায় নবাব পরাজিত হইলেন। মুঙ্গেরর যবনদুর্গ বৃটীষসাম্রাজ্যভুক্ত হইল এবং এই দিন হইতে বাঙ্গালা ও বেহারের দেওয়ানী বিভাগ ইংরাজের করতলে ন্যস্ত হইল; ইংরাজ এখন সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। নবাবকে পরাজিত করিয়া ক্লাইব সন্তুষ্ট হইলেন না, তিনি বাঙ্গালার মুসলমান নরপতিকে সামান্য কয়েদীর ন্যায় বন্দী করিতে উচ্ছুক হইলেন। ইংরাজের হস্তে আত্মসমর্পণ বা বন্ধন গ্রস্ত হওয়া অপেক্ষা পলায়ন শ্রেয়স্কর ভাবিয়া নবাব সাহেব মুঙ্গের পরিত্যাগের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; ছেলে দুইটির জন্য তিনি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। গুল বলিল "বাবা! তুমি যদি মুঙ্গের নগর পরিত্যাগ করিতে একান্তই মানস করিয়া থাক, তাহা হইলে অগ্রে নৌকার বন্দোবস্ত করা চাই; জলপথ ভিন্ন পলায়নের অন্য উপায় নাই।" নবাবের আজ্ঞানুসারে গুল ও বাহার অতি গোপনে গঙ্গাতলে গিয়া এক মাঝির সহিত বন্দোবস্ত করিল; নবাব দুর্গমধ্যে ততক্ষণ ছদ্মবেশ ধারণ করিতে লাগিলেন। ছেলে দুইটা ও ফকির বালকের বেশ গ্রহণ করিয়াছে। উভয়ের কটিদেশে কৌপীন, শিরে কৃত্রিম জটা, গলায় কাঁটির মালা, গাত্রে ব্যাঘ্র চর্ম্মের পরিচ্ছদ। বালক ও বালিকা দুই জনেই এক একটা বংশী হস্তে

করিয়াছে, উভয়েই বংশী বাদন বিদ্যায় পরিপক্ক। নবাব ইহাদিগকে উহা উত্তমরূপে শিখাইয়া ছিলেন।

নদের তটে বালক বালিকা অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করিল, কিন্তু পিতা আসিয়া পৌঁছিল না। নানা কারণে নবাবের পলাইতে বিলম্ব হইয়াছিল। এদিকে নৌকার মাঝিরা বিলম্ব না করিয়া নৌকা বাহিয়া পলাইল, সুতরাং নবাব কিম্বা তাঁহার সন্তানদিগের কাহারও আর পলায়ন হইল না। মাঝিরা নৌকা লইয়া প্রাণ ভয়ে পলাইল সুতরাং নবাব এবং তাঁহার গুল ও বাহার মুঙ্গের মধ্যে বদ্ধ রহিলেন। দুই তিন দিন পরে গুল আসিয়া নবাবকে বলিল "বাবা! দুর্গ মধ্যে থাকিলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে ইংরাজহস্তে বন্দী ও নিহত হইতে হইবে সুতরাং এস্থান পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই ভাল। দুর্গের সম্মুখস্থ গঙ্গা পার্শ্বে যে প্রশস্ত ময়দান দেখিতেছ, ঐ ময়দানের মধ্যে এক অতি বৃহৎ প্রাচীন, অথচ গোপনীয় গহ্বর আছে, উহার চারিধারে বড় বড় বট বৃক্ষ, তাহার স্থানে স্থানে শিবা ও সর্পের নিবাস। চল, তোমাকে ঐ স্থানে লুকাইয়া রাখি। আমরা দুই ভাই ভগ্না ফকিরী বেশে ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু পাইব, তদ্দ্বারা খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া গোপনে তোমাকে ঐ গর্ত্তে দিয়া আসিব। যাহাতে ঐ গহ্বরের নিকটে কেহ না আইসে সে জন্য ও আমরা বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়াছি। লোকে ভয়ে এদিকে আসিবে না।" নবাব এই সুন্দর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ঐ গহ্বরে বাস করিতে লাগিলেন, এদিকে তাঁহার কন্যা ও পুত্র ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হইল।

এইরূপে সার্দ্ধ ত্রিমাস কাল অতিবাহিত হইলে পর, ইংরাজ সেনার দেশীয় সিপাহীরা কাপ্তেন সাহেবকে বলিল "হুজুর! আমরা আর কোনও মতেই মুঙ্গেরে থাকিতে ইচ্ছা করি না, এখানে অত্যন্ত ভূতের উপদ্রব হইয়াছে। ঐ যে ময়দান দেখিতেছেন, নিশীথ রাত্রে ঐ স্থান হইতে বংশীস্বর শুনিতে পাওয়া যায়, আমরা দিবাকালে দ্বিপ্রহরেও ঐ রূপ স্বর শুনিয়াছি। আমরা দলে দলে ঐ প্রান্তরে গিয়া অনুসন্ধান করিয়াছি, অথচ কিছুই ঠিক করিতে পারি নাই। ইহা নিশ্চয়ই ভৌতিক ব্যাপার।" ক্রমে ইংরাজ সেনার মধ্যে ও একথা প্রকাশ পাইল, তাহারাও বংশী বাদন শুনিল অথচ অনুসন্ধানে কিছুই পাইল না। পরিশেষে লর্ড ক্লাইবের কর্ণে একথা গেল। তিনি ও নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিলেন, কিন্তু ভূত ধরা পড়িল না। ক্রমে যখন বিশেষ অনুসন্ধান আরম্ভ হইল, তখন দিবসে কি রাত্রে বংশীস্বর আর শুনা গেল না। সাহেবেরা পর্য্যন্ত চমকিত হইল, সকলেই অল্পে অল্পে ভৌতিক ব্যাপারে আস্থা স্থাপন করিল।

ভূতের ভয়ে গবর্ণর জেনেরল হইতে চাপ্‌রাশী পর্য্যন্ত কেহই ঐ প্রান্তরে একাকী নির্গত হন না।

এই ঘটনার দুইমাস পরে, সিপাহীরা বলিল "হুজুর! ঐ ময়দানে এক্ষণে ভূতেরা, ব্যাঘ্রের আকার ধারণ করিয়া বেড়াইয়া থাকে। আমরা স্বচক্ষে প্রভাতে এবং অপরাহ্নে বাঘ দেখিয়াছি। কল্য গভীর রাত্রে দুইটা বাঘ দর্শন করিয়াছিলাম। প্রান্তরে যখন পাহাড় বা জঙ্গল নাই, তখন নিশ্চয়ই ভূতরূপী ব্যাঘ্র বিচরণ করে;" ক্লাইব একদিন একথা শুনিলেন। তিন চারিদিন ক্রমাগত লক্ষ করিয়া একদিন রাত্রে ক্লাইবসাহেব ব্যাঘ্রকে দর্শন করিলেন। পর রাত্রে গুলি করিয়া ক্লাইব সাহেব ব্যাঘ্রকে বধ করেন। প্রভাত হইলে সকলে দেখিল মৃত দেহটি ব্যাঘ্রের নহে; একটী সুন্দর-দেহ অতি রূপবান বালক ব্যাঘ্র চর্ম্ম গায়ে দিয়া ছদ্মবেশী বাঘ হইয়াছিল। ক্লাইব ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ঐ দিন সায়হ্নে সূর্য্যাস্তের সময়ে ক্লাইব আর একটী ব্যাঘ্রকে বধ করেন, ঐ বাঘটী সেই গর্ত্তের ভিতর প্রবেশ করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। ঠিক এই সময়ে এই বাঘটী সাহেবের গুলিতে নিধন প্রাপ্ত হয়। সৈনিক পুরুষেরা ব্যাঘ্রদেহ তুলিয়া দেখিল, একটী অপ্সরাসম দেহযুক্ত অতীব সুন্দরী বালিকা! তদনন্তর ক্লাইবের আদেশ মতে সেনাগণ ঐ গর্ত্তের অভ্যন্তর অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল। অনুসন্ধান করিতে করিতে মীরকাশিম আলিখাঁ ধরা পড়িলেন। ক্লাইব সাহেব মীরকাশীমের মুখে তাঁহার মৃত কন্যা ও পুত্রের পিতৃভক্তি শুনিলেন, শুনিয়া চমকিত ও পুলকিত হইলেন। গল্প শেষ হইলে লাট সাহেব অশ্রুপূর্ণলোচনে নবাবকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন "বন্ধো! তুমিই ধন্য, তুমিই সৌভাগ্যবান। যাঁহার ঔরসে এমন পুত্র ও এমন কন্যা জন্মে, সে ঔরস জগতের শিক্ষের যোগ্য।" এই কথা বলিতে বলিতে ক্লাইব এবং সমস্ত সেনা উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অবশেষে ক্লাইবের আদেশে মুঙ্গেরের প্রসিদ্ধ কষ্টহারিণী ঘাটের নিকট গঙ্গাতটে গুল ও বাহারের সমাধি হইল, প্রায় সহস্র ইংরাজ পুরুষ সঙ্গিন খাড়া করিয়া শিশুদের জন্য ঊর্দ্ধমুখে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রীতিমত তোপধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইল, মৌলবীগণ আসিয়া কোরাণ পড়িতে আরম্ভ করিল। ঐ সমাধি এখনও বর্ত্তমান আছে। এখনও সহস্র সহস্র মুসলমান ঐ সমাধিকে ভক্তিভরে সেলাম করে এবং পূজা দেয়। ক্লাইব যতদিন জীবিত থাকিয়া ভারতবর্ষে ছিলেন ততদিন প্রতিবর্ষে ঐ সমাধির বর্ষোৎসব করিতেন। মুঙ্গেরের শত সহস্র কণ্ঠে আজিও ঐ শিশুদের পিতৃভক্তির গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। *

* দুঃখের বিষয় ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ এ

শুক্রবারে ঐ বালক দুইটী নিহত হয়, এই জন্ত শুক্রবারে "সিন্নী" দিয়া ঐ স্থানে মুসলমানেরা "ধন্না" বা "হত্যা" দিয়া থাকে। বার্ষিকোৎসবের সময় ক্লাইবের অনুজ্ঞামতে ঐ স্থানে ফকির দিগকে ভোজন করান হইত, কোরাণ পাঠ হইত, বন্দুকধ্বনি হইত এবং মৃতাত্মাদিগের উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রার্থনা হইত। ক্লাইবের অনেক দোষ ছিল, কিন্তু গুণও কম ছিল না। বীরের হৃদয় কি সামান্ত? প্রস্তাব লেখক সম্প্রতি মুঙ্গের নগরের বহুসংখ্যক সম্মানিত লোকের সহিত ঐ সমাধি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। ঐ সমাধির নিকটে এক প্রশস্ত কুপ আছে, তাহা অতিশয় গভীর, উহার স্থানে স্থানে নদীর "পলি" পড়িয়াছে, কোথাও প্রস্তর ও মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এখনও সময় সময় ঐ কুপের ভিতর হইতে সেতার ও বংশীধ্বনি শুনাযায়। সাহেব ও বিবিরা পর্য্যন্ত ইহা স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছেন। লোকে ইহাকেও এক ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া বিশ্বাস করেন। মুঙ্গেরের সহস্র সহস্র লোক ইহার সাক্ষী স্বরূপ বর্ত্তমান আছেন। এই প্রস্তাব লেখক, এই আশ্চর্য্য নৈসর্গিক কারন বুঝিতে বা বুঝাইতে পারেন না। বৈজ্ঞানিক বা আধ্যাত্মিক ব্যাপার বুঝা বড় সহজ নয়।

—:০:—

অভ্যর্থনা।

এস এস "শিবনাথ" জননীর কোলে।
বহুদিন পরে আজ নিরখি তোমায়
ডাকিছেন স্নেহময়ী সুমধুর বোলে,
অঞ্চলের নিধি মোর আয় কোলে আয়।১

সাধিবে দেশের শিব কামনা করিয়া
গিয়াছিলে শিক্ষাহেতু সুসভ্য সমাজে,
এনেছ কি রত্নরাজি কোঁচড় ভরিয়া,
সাজাইতে জননীরে অপরূপ সাজে? ২

দাও আজি সে সকল অমূল্য রতন—
খুঁজিয়ে পেয়েছ যাহা জ্ঞানের ভাণ্ডার;
ইংলণ্ড রতন খনি করিয়ে খনন,
যোগ্য পুত্র জননীর কেবা আছে আর?৩

আপনার স্বাস্থ্য সুখ দিয়ে বিসর্জ্জন
অপার জলধিজলে ভাসাইলে তরি,

গল্পের উল্লেখ করেন নাই; কলিকাতা বাল্মীকি পুস্তকালয় হইতে নবকুমার দত্ত প্রকাশিত "রমণী ঐশ্বর্য্য" নামক গ্রন্থে সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় এ গল্পের কিয়দংশ প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি "ভারতীয় গ্রন্থাবলী" পুস্তকের প্রণেতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দত্ত কয়েক খানি ইংরাজি সংবাদ পত্রে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এই প্রস্তাবে ইহা সবিস্তারে বিবৃত করিলাম।

অতিক্রম করি পথ সহস্র যোজন
উতরিলা রাজধানী লণ্ডন নগরী। ৪
সে দেশের রীতিনীতি আচার ব্যাভার
নিরখি অবাক্ মন বিস্ময়ে মগন।
রমণীর ভাবহেরি আনন্দ অপার,
আনন্দ প্রতিমা যেন করে বিচরণ! ৫
অগাধ পণ্ডিত কত ধার্ম্মিক প্রবর
বিরাজিছে বীরভূমে বীর চূড়ামনি,
স্বাধীনতা প্রিয় সবে শিক্ষিত বর্ব্বর
রাজা প্রজা ধনী দীন পুরুষ রমণী! ৬
কার্য্যদক্ষ পরিশ্রমী অসম সাহসী
ইংরেজ কিছুতে নাহি মানে পরাজয়,
সাধিছে অসাধ্য কাজ লণ্ডনেতে বসি
সমগ্র পৃথিবী হেরি মানিছে বিস্ময়! ৭
বণিকের জাত ওরা অর্থ রাশি রাশি
সঞ্চয় করিছে করি বাণিজ্য ব্যবসা,
ছাড়িয়া স্বদেশ পরে বিদেশেতে আসি,
কিছুতে মিটেনা আর ধনের পিপাসা! ৮
কারখানা অগণন সদা কারবার
চলিতেছে বিকী-কিনী যেখানে সেখানে!
লণ্ডন নগরী যেন একটী সংসার
মিলিবে সকল সেথা যাহা চায় প্রাণে।৯
সার্থক জীবন তব নিরখি ও সব
"শিবনাথ" এস ভাই গাঢ় আলিঙ্গনে
তুমি আজ। কর বৃদ্ধি দেশের গৌরব
দিয়ে রত্ন উপহার মায়ের চরণে। ১০

মহর্ষি ঈশা ও তাঁহার উপদেশ।

(২৮৭ সংখ্যা, ২৫৫ পৃষ্ঠা)

৪৫। তোমরা যদি মনুষ্যের কৃত অপরাধ মার্জ্জনা কর, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তোমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। কিন্তু মনুষ্যের কৃত অপরাধ যদি মার্জ্জনা না কর, তোমাদের পিতা তোমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন না।

৪৬। আরও যখন তোমরা উপবাস করিবে, কপটদিগের ন্যায় মুখম্লান করিও না; তাহারা তাহাদিগের মুখ বিকৃত করে, কেননা মনুষ্যেরা দেখিবে যে তাহারা উপবাস করিয়াছে। আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি তাহাদের পুরস্কার তাহারা পাইবে। কিন্তু তুমি যখন উপবাস করিবে, তোমার মস্তক তৈলাক্ত ও মুখ প্রক্ষালিত করিবে। মনুষ্যের চক্ষে নয়, কিন্তু সেই গোপনস্থিত পিতার নিকট উপবাসী বলিয়া প্রতীত হও। তোমার পিতা যিনি গোপনে থাকেন, প্রকাশ্যরূপে তোমাকে পুরস্কার করিবেন।

৪৭। পৃথিবীতে তোমাদের জন্য

ধন সঞ্চয় করিও না; সেখানে কীট ও মরিচায় নষ্ট করে এবং চোরে গৃহ ভাঙ্গিয়া অপহরণ করে। স্বর্গে তোমাদের জন্য ধন সঞ্চয় কর, সেখানে কীট ও মরিচায় নষ্ট করিতে পারে না এবং চোরে গৃহ ভাঙ্গিয়া অপহরণ করিতেও পারে না। কারণ যেখানে তোমার ধন, সেইখানে তোমার মন থাকিবে।

৪৮। শরীরের আলোক চক্ষু; তোমার চক্ষু যদি নির্ম্মল হয়, তোমার সমস্ত শরীর আলোকময় হইবে। কিন্তু তোমার চক্ষু যদি অন্ধ হয়, তোমার সমস্ত শরীর অন্ধকারময় হইবে। এক্ষণে ভাবিয়া দেখ তোমার অন্তরের যে আলোক, তাহা যদি অন্ধকার হয় কি ভয়ঙ্কর সে অন্ধকার!

৪৯। কেহই দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না; কারণ হয় সে একজনকে ঘৃণা ও অন্যকে প্রীতি করিবে, নতুবা একের প্রতি অনুরক্ত হইয়া অন্যকে অবহেলা করিবে। তোমরা ঈশ্বর ও সংসারের যুগপৎ সেবা করিতে পার না।

৫০। অতএব তোমাদিগকে বলিতেছি, কি আহার করিব, কি পান করিব বলিয়া এই জীবনের জন্য চিন্তা করিও না, কি পরিধান করিব বলিয়া এই শরীরের জন্যও ভাবিও না। আহার অপেক্ষা জীবন এবং বস্ত্র অপেক্ষা শরীর কি অধিক প্রয়োজনীয় নয়?

৫১। আকাশের পক্ষিগণকে দেখ, তাহারা শস্য বপন করে না, ছেদনও করে না এবং গোলাঘরে তাহা সঞ্চয় করিয়াও রাখে না; তথাপি তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তাহাদিগকে আহার দেন। তোমরা কি তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নও?

৫২। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, শরীরের জন্য ভাবিয়া তাহার দৈর্ঘ্য এক হাত বাড়াইতে পার?

৫৩। আর পোসাকের জন্য এত চিন্তা কেন? স্থলপদ্মগুলির বিষয় ভাবিয়া দেখ তাহারা পরিশ্রম করে না, সুতাও কাটে না। তথাপি তোমাদিগকে বলিতেছি সলোমন সমস্ত রাজ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াও ইহাদের একটীর মত সুসজ্জিত হইতে পায়েন নাই।

৫৪। অতএব হে অল্পবিশ্বাসিগণ! মাঠের যে তৃণ অদ্য আছে কল্য অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে, ঈশ্বর তাহাকে যদি এরূপ সুসজ্জিত করিতে পারেন, তদপেক্ষা তোমাদিগকে কি অধিক সুশোভিত করিবেন না?

৫৫। অতএব কি আহার করিব, কি পান করিব, কি পরিধান করিব এই বলিয়া চিন্তা করিও না। ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তিরা এই সকল বস্তুর অন্বেষণ করে। তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা জানেন, যে তোমাদের এ সকল বস্তুর প্রয়োজন।

৫৬। প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁহার ধর্ম্মকে অন্বেষণ কর, তাহা হইলে এ সকল বস্তুও অতিরিক্ত দান স্বরূপ তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে।

৫৭। কল্যকার জন্য ভাবিও না, কল্য আপনার ভাবনা আপনি ভাবিবে। অদ্যকার দিন এবং ইহার বিপদ সকলের চিন্তাই অদ্যকার পক্ষে যথেষ্ট।

শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান।

(২৮৭ সংখ্যা ২৫৪ পৃষ্ঠার পর।

মন ও শরীরের মধ্যে অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। একের অভাবে অন্যটীর কার্য্য চলিতে পারে না; একটী দুর্ব্বল হইলে অন্যটীও সেই সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বল হয়। উপযুক্ত পরিমাণে রক্ত উৎপন্ন না হওয়াতে মস্তিষ্কও যথেষ্ট রক্ত প্রাপ্ত হয় না, ইহা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং মানসিক বৃত্তি সকল নিস্তেজ হইয়া যায়। শারীরিক পরিশ্রম বিষয়ে উদাসীন যুবকযুবতী এইরূপে তাহাদের পাপের ফল প্রাপ্ত হয়। শরীর, মন, উভয়েরই তেজ হারাইয়া তাহাদের পৃথিবীতে জীবিত থাকা বিড়ম্বনা হইয়া পড়ে, এবং যে কয়েক দিন জীবিত থাকে অবিরত শারীরিক ও মানসিক যাতনা ভোগ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়।

নিয়মিত অঙ্গ চালনা পুরুষের পক্ষে যেরূপ, স্ত্রীলোকের পক্ষেও সেইরূপ আবশ্যক। ভবিষ্যৎ বংশের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ স্ত্রীলোকদিগের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। ইহারা দুর্ব্বল হইলে, ইহাদের অস্থি, মাংসপেশী ও শিরা সকল উপযুক্ত রূপে পরিণত ও সবল না হইলে, ইহাদের সন্তান সন্ততিগণও যে দুর্ব্বল হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এজন্য ইহাদের শিক্ষা এত আবশ্যক। অবশ্য আমি ইহা বলিতেছিনা যে ইহাদের শারীরিক ও মানসিক শিক্ষা ঠিক পুরুষের মত হইবে। তাহা হওয়া উচিত নয়, হইতে পারে না, হইলেও তাহার ফল সর্ব্বত্র মঙ্গল জনক হইবে না। স্পষ্টই দেখা যায় যে স্ত্রী ও পুরুষ পৃথক্ পৃথক্ উদ্দেশ্য সাধন জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহা না হইলে ইহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকার আবশ্যকতা ছিলনা। সুতরাং ইহাদের শিক্ষাও তদুপযোগী হওয়া আবশ্যক। স্ত্রীলোকে যে ঠিক পুরুষের মত শারীরিক পরিশ্রম করিবে ও ঠিক ঐরূপ সবল হইবে ইহা বোধ হয় জগদীশ্বরের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু তাহাদের অঙ্গের যে যথোচিত চালনা হওয়া আবশ্যক, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। স্ত্রীলোকে পুরুষের মত বলশালিনী না হউন, কিন্তু তাহাদের অস্থি, মাংসপেশী ও শিরা সকল পরিণত ও সবল হওয়া উচিত। কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম ব্যতীত ইহা কোন ক্রমেই হইতে পারে না। আমার বোধ

হয় প্রত্যহ ৪। ৫ ঘণ্টা নিয়মিত অঙ্গ-চালনা ইহাঁদের পক্ষেও অধিক নহে। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত গৃহের রমণীগণ জল তোলা বাটনা বাটা ধান ভানা প্রভৃতি অনেক শ্রমকর কার্য্য করেন, কিন্তু ধনাঢ্য গৃহে স্ত্রীলোকের শারীরিক পরিশ্রমের অত্যন্ত অভাব এ কারণে রোগেরও প্রাচুর্য্য দেখা যায়। অঙ্গচালনায় বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া ইহার নিরাকরণ কর্ত্তব্য। যে প্রকার শারীরিক পরিশ্রমই করা হউক না কেন এ সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম আছে যাহা সকলেরই পালন করা উচিত। ১৫ বৎসর হইতে ২০ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত শরীরের অস্থি মাংসপেশী ও শিরা সকল অপরিণত অবস্থায় থাকে। এই সময় হইতে ইহারা ক্রমে ক্রমে পূর্ণাকৃতি প্রাপ্ত হয় ও সবল হয়; সুতরাং এ সময়ে তাহাদের সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। অঙ্গাদির দ্রুত বা অপরিমিত চালনা কোন ক্রমে উচিত নয়। ব্যায়াম করিতে হইলে মৃদু ব্যায়াম করা উচিত এবং মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প বিশ্রাম লওয়া উচিত। মনে করুন কোন যুবক জিমন্যাস্‌টিক করিতেছেন। এই ব্যায়ামে যাহাতে তাঁহার সমুদয় অঙ্গের সুচারুরূপ চালনা হয়, ইহাই দেখা উচিত। ইহাতে কোন বিশেষ কৌশল শিখিবার জন্য অপরিমিত এবং দ্রুতব্যায়াম করা কোন ক্রমে উচিত নহে। ধীরে ধীরে রীতিমত ব্যায়াম করিতে করিতে কৌশল আপনিই আসিবে। কোন বিশেষ কৌশল শিখা হউক বা না হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না;—ক্লান্ত না হইয়া যাহাতে সমুদয় অঙ্গের নিয়মিত এবং পরিমিত চালনা হয় ইহাই প্রত্যেকের দেখা আবশ্যক। প্রাপ্তবয়স্ক লোকের কার্য্য দেখিয়া অপ্রাপ্তবয়স্ক যুবকের তাহা করিতে চেষ্টা করা কোন ক্রমেই যুক্তি সঙ্গত নহে, কারণ তাহাতে অপকার বই উপকার সাধিত হয় না। দৌড়ানতে ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। দৌড়ান অতি উত্তম ব্যায়াম, কিন্তু প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে অপ্রাপ্তবয়স্ক যুবকেরা অপরিমিত দৌড়াইয়া তাহাদের রক্তস্থলী ও ফুস্ফুসের অনিষ্ট সাধন করে। অতএব প্রত্যেকেরই যে কোন ব্যায়াম হউক না কেন, ধীরে ধীরে আরম্ভ করা উচিত।

পরিমিত ব্যায়ামের নিয়ম এই যে ব্যায়ামের অতি অল্পক্ষণ পরেই সমুদয় অঙ্গ পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। যখনই দেখা যাইবে যে ব্যায়ামের পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত, অঙ্গে বেদনা অনুভূত হইতেছে; অথবা নিশ্বাস প্রশ্বাস ভালরূপ প্রবাহিত হইতেছে না—অথবা প্রবল বেগে রক্ত প্রবাহিত হইতেছে, তখনই বুঝা যাইবে যে ব্যায়াম অপরিমিত বা অতি দ্রুত হইতেছে।

ব্যায়ামের আর এক নিয়ম এই যে সমুদয় অঙ্গের চালনা হওয়া আবশ্যক। বেড়ান মন্দ ব্যায়াম নহে। ইহাতে

পায়ের এবং শরীরের কোন কোন স্থলের মাংসপেশী ও শিরার চালনা হয় এবং ইহাতে ফুস্ফুসের কার্য্যেরও কিছু পরিমাণে সাহায্য হয়। কিন্তু ইহাতে শরীরের অন্যান্য অংশের চালনা হয় না;— সুতরাং শুধু বেড়ানতে সমুদয় অঙ্গের সম্পূর্ণরূপে চালনা হয় না। বোধ হয় সন্তরণ বেড়ান অপেক্ষা ভাল ব্যায়াম। ইহাতে প্রায় সমুদয় অঙ্গেরই চালনা হয় এবং ইহাতে ফুস্ফুসের কার্য্যের অনেক সহায়তা করে। ইহা অতি সহজ ব্যায়াম এবং ইতর, ভদ্র সকলেই ইহা করিতে পারেন। নৌকায় দাঁড় টানা উত্তম ব্যায়ম; এবং ইহাতে অনেক মাংসপেশীর চালনা হয়। কিন্তু ইহাতে কাঁধ বাহু প্রভৃতির চালনা অধিক হয় বলিয়া ইহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিলে চলে না। আজ কাল ক্রিকেট, লন্ টেনিস্ প্রভৃতি অনেক উত্তম উত্তম ব্যায়ামের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সব ব্যায়ামে যথেষ্ট অঙ্গ চালনা হইতে পারে। এবং ইহার বিশেষ সুবিধা এই যে ইহাতে মধ্যে মধ্যে অনেক বিশ্রাম পাওয়া যায়; সুতরাং ইহাতে শরীর একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়ে না। সমুদায় অঙ্গচালনার জন্য, বোধ হয় জিমন্যাস্টিকই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। নিয়মিত এবং পরিমিত রূপে এই ব্যায়াম করিলে ইহাতে সমুদয় অঙ্গের সুন্দর চালনা হয়; মাংসপেশী ও শিরাসকল ধীরে ধীরে পরিণত ও সবল হয়, এবং কিছু কাল পরে সমুদয় অবয়ব মাংসল, পুষ্ট, সবল, সৌষ্ঠবসম্পন্ন এবং দেখিতে অতি সুন্দর হয়। আমাদের দেশের প্রত্যেক স্থানে এই ব্যায়ামের অনুষ্ঠান হওয়া আবশ্যক। ঘরের ভিতর অপেক্ষা খোলা যায়গায় এই ব্যায়াম করিলে সমধিক কার্য্যকর হয়।

কি ছোট কি বড়, কি ইতর, কি ভদ্র, সকলেরই নিয়মিত পরিমাণে অঙ্গ চালনা করা আবশ্যক। অনেকে সময় নাই বলিয়া এই প্রয়োজনীয় বিষয় একেবারে অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু ইহা ওজর মাত্র; এমন লোক নাই যিনি দিনের মধ্যে অন্ততঃ এক ঘণ্টা এই কার্য্যে ব্যয় করিতে পারেন না। স্কুল এবং ছাত্রদিগের মধ্যে এই ওজর প্রায়ই শুনা যায়। ইহাদেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শারীরিক পরিশ্রম আবশ্যক, অথচ ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে যে তাহারা শরীর, মন উভয়ই নষ্ট করে, এ বিষয়ে কিছু মাত্র দৃষ্টি রাখে না। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি সুতরাং এখন আর উহার পুনরুল্লেখ করিব না।

গৃহিণীপনা।

(গতবারের শেষ)

এখন দেখাইতে হইবে, গৃহিণী কিরূপে গৃহকার্য্য করেন এবং তাঁহার গৃহের উপকরণ কি? তাঁহার দাস দাসী অসংখ্য, কেহ গণিয়া ইয়ত্তা করিতে পারে না; বোধ হয়, যেন পৃথিবীর সমস্ত পুরুষ স্ত্রীই তাঁহার দাস দাসী এবং সমস্ত বস্তুতেই তাঁহার অধিকার। যাঁহারা পুনঃ পুনঃ পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারাও কখন বলেন না যে, এমন বস্তু দেখিয়াছেন, যাহাতে এই গৃহীর অধিকার নাই এবং এমন ব্যক্তি দেখিয়াছেন, যে এই গৃহীর কার্য্য না করে। তবে ইহাতেও একটু বিচিত্র আছে, বোধ হয়, গৃহিণীর ইন্দ্রজাল বিদ্যাই সে বিচিত্রের মূল। সকলেই ঐ গৃহিণীর দাসত্ব করে, অথচ বলে নিজের কাজ করি, অথবা অন্যান্য প্রভুর নাম করে। যেমন আমি গবর্ণমেণ্টের চাকর,—আমি মহাজনের চাকর,—আমি জমিদারের চাকর,—ইত্যাদি। ঐ ইন্দ্রজাল প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া কতকগুলি দাস দাসী আপনাকে স্বাধীন বলিয়া মনে করে; যেমন কৃষক,—শিল্পী,—বণিক,—ইত্যাদি। জানে না যে, সকল কার্য্যই, ঐ গৃহিণীর ইচ্ছায় পরিচালিত হইয়া করে, একটী অণুর সঞ্চালনেও নিজের স্বাধীনতা নাই। যেমন রুদ্ধ-নেত্র তৈলিক বলদ সকল তৈলযন্ত্রে বদ্ধ হইয়া এক গৃহে নিয়ত চক্রভ্রমণ করিয়া একটী মাত্র তৈলনিষ্কাশন কার্য্য করিতেছে;—অথচ মনে করে আমি কতদূর যাইতেছি, আমাদের গৃহিণীর দাস দাসীগণেরও সেই দশা। তাহারা গৃহিণীর আদিষ্ট একটী মাত্র কার্য্য সম্পাদনের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র উপকরণ মাত্র হইয়াও আপনাদিগকে স্বতন্ত্র ও অনন্ত কার্য্যকারী মনে করে। গৃহিণীর ইন্দ্রজালের কি দুরত্যয়া শক্তি! যাহা হউক দাসদাসীগণের এরূপ মোহাবেশে গৃহিণীর কিছুমাত্র কার্য্য হানি হয় না; বরং আনন্দের পুষ্টি হয়। প্রেম-সেবা অতি গুহ্য বস্তু,—তাই দাসদাসীগণ কি করে, বুঝিতে পারে না। সাধ্বী রমণীগণ অতি গোপনে স্বামি সেবা করেন, কেহই জানিতে পারেন না। আমাদের গৃহিণী-চরিতই তাঁহাদের আদর্শ। আমাদের গৃহিণীর অনন্ত দাসদাসীর মধ্যে আটটী দাসী প্রধানা, তাঁহাদের সাধারণ নাম অষ্ট প্রকৃতি। স্বামি-সুখ সম্পাদনের যত উপকরণ আছে, তৎ সমস্তই এই অষ্ট প্রকৃতির তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত। যদিও এই অষ্ট প্রকৃতির পৃথক্ আটটী নাম আছে এবং তাঁহাদিগের মধ্যে পদমর্য্যাদারও তারতম্য আছে, তথাপি তাঁহাদিগের পর-

স্পরের প্রণয় ও আত্মহারা হইয়া একান্ত ভাবে প্রভুসেবার উপমা নাই। যদিও তাঁহাদিগের নিজের ঘরে ঘরে পিতা মাতা, ভগ্নী ভ্রাতা, স্বামী পুত্র সকলই আছে, কিন্তু তাঁহারা স্বামিনী-সেবানন্দে সকলই বিস্মৃত। তাঁহারা আটজনে সহোদরা নহেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রণয় সহোদরার অধিক। সে প্রণয়ের উপমা নাই,—সে প্রীতির আদর্শ নাই। যখন তাঁহারা প্রভুকার্য্য সম্পাদন করেন, তখন অষ্টমূর্ত্তি একীভূতা বলিয়া বোধ হয়। এই আটটী দাসীর নাম এই স্থানেই প্রকাশ করা গেল ; যথা-(১) পরা (২) মায়া (৩) অহঙ্কার (৪) ব্যোম, (৫) মরুৎ (৬) তেজঃ (৭) অপ (৮) ক্ষিতি। যে গ্রন্থ হইতে এই বিবরণ সংগৃহীত হইতেছে, সেই গ্রন্থে এই আট দাসীর আর আটটী গুহ্য নাম আছে। আমাদিগের গৃহিণীর স্থাবর অস্থাবর যত সম্পত্তি আছে এবং আত্মীয় স্বজন, কুটুম্ব, দাসদাসী প্রভৃতি যত পরিজন আছে; সকলই ঐ প্রধান দাসীগণের আশ্রিত, রক্ষিত ও তাঁহাদিগের দ্বারা প্রতিপালিত।

কোন গৃহস্থের পরিবার সংখ্যা অল্প, কাহারও বা অধিক। যে গৃহীর পরিবার সংখ্যা যতই কেন অধিক হউক না, গণিয়া সংখ্যা করা যায়। কিন্তু আমাদের গৃহীর পরিজন অসংখ্য। এই অসংখ্য পরিবার চারিশ্রেণীতে বিভক্ত ; যথা উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ। অনেক গৃহস্থ পাঁচ প্রকারের পাঁচটা পরিবার লইয়া বহুতর ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকেন ; কিন্তু আমাদিগের গৃহীণীর গৃহিণীপনা-গুণে অসংখ্য পরিজনের একটীও অনায়ত্ত বা দুর্ব্বৃত্ত নহে, সকলেই কর্ত্তার তুষ্টিকর কার্য্যে মনোযোগী।

সকল গৃহস্থেরই কিছু না কিছু আয় আছে এবং সকলেই কিছু না কিছু ব্যয় ও সঞ্চয় করিয়া থাকে। কিন্তু আমরা যে গৃহীর গার্হস্থ্য বর্ণন করিতেছি, তাঁহার সকলই কুহকময়!—তাঁহার আয়, ব্যয়, সঞ্চয় কিছুই নাই। যে সকল গৃহোপকরণ লইয়া সংসার-লীলা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহারই সংযোগ বিয়োগ ও রূপান্তর দ্বারা সংসারধর্ম্ম চলিয়া থাকে। অথচ কেহ কখন পুরাতন বলিয়া কোন দ্রব্যের অনাদর করে না। সকল বস্তুই সর্ব্বদা সকলে নূতন বোধ করিয়া থাকে। আমরা যদি কোন দাস দাসীকে এ-বেলার ভাত তরকারী ও-বেলা দিই ; সে পরদিনই কর্ম্মত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে, এবং লোকের নিকট কতই নিন্দা করে ; কিন্তু বর্ণনীয়া গৃহিণীর গুণে তাঁহার গৃহে কখনই এরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটেনা। বিশেষতঃ কেহ কখন এই ঘরে অপব্যয় দেখিতে পায় না। তাঁহার মানব জাতীয় পরিজনেরা স্নান আহার করিলেন ; তাঁহাদের গাত্রধৌত জল পশু, পক্ষী, উদ্ভিদগণ পান করিয়া জীবন ধারণ করে।

মনুষ্যেরা আহার করিয়া আচমন করে, সে জলও ঐ রূপে কাজে লাগে। মনুষ্য খুঁটিয়া খাদ্যের কণা পরিত্যাগ করে, পিপীলিকা মক্ষিকাদি ক্ষুদ্র২ প্রাণি-গণ তৎক্ষণাৎ তাহা আহার করিয়া শরীর পোষণ করে। মনুষ্যেরা মলমূত্র ত্যাগ করে, সেই মলমূত্রে অন্যান্য প্রাণিগণ দেহ পোষণ করে। এইরূপ, তাঁহার সংসারের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সংসারীয় বস্তু সকলের যথোপযুক্ত উপ-যোগ এবং অপব্যয় নিবারণের সুপ্র-ণালী দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়।

আমাদের গৃহিণী ঠাকুরাণীর অনন্ত কার্য্যের অনন্ত প্রণালী ;—তাহার বর্ণন করা কাহার সাধ্য নহে। তবে তাঁহার অষ্ট প্রধানা দাসী কি প্রণালীতে তাঁহার কার্য্য সম্পাদন করে, যদি তাহার কিছু কিছু বর্ণন করা যায়, তাহা হইলেও ঐ সংসারের কার্য্যপ্রণালীর কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। প্রধানা অষ্ট দাসী এমনি গৃহিণীর মন বুঝিয়া কার্য্য করেন এবং তাঁহার কার্য্য সম্পাদন জন্য এতই প্রাণপণ যত্ন করেন যে, গৃহিণী তাঁহাদিগকে দাসী না বলিয়া সখী সম্বোধন করেন এবং স্বামী-সেবার যাব-তীয় ভার তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত করিয়া একরূপ নিশ্চিন্ত আছেন। পতি-প্রসাদনের কোন আয়োজন স্বয়ং প্রস্তুত করেন না, দাসী বা—সখীগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া স্বহস্তে প্রদান করেন এই মাত্র। একটী মাত্র উদাহরণে ইহা প্রতিপন্ন হইবে। মনে কর, কনিষ্ঠা সখী ক্ষিতি, গর্ভে মালতীর বীজ ধারণ করিলেন; দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও চতুর্থী সখী অপ-তেজ-মরুৎ একত্র মিলিত হইয়া সেই বীজকে মনোহারিণী লতা রূপে পরিণত করিয়া তাহাতে ফুল ফুটাইলেন! ব্যোম ও মায়া এই পঞ্চমী ও সপ্তমী সখীদ্বয় ও মালতী ফুল প্রস্তুতীকরণে সাহায্য করিয়া থাকেন! অনন্তর অহঙ্কার ওপরা এই ষষ্ঠী ও অষ্টমী সখীদ্বয় মালতীর মালারচনা করিয়া গৃহিণীর হস্তে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হন। গৃহিণীও সাদরে সখীদত্ত উপহার গ্রহণ করিয়া প্রাণ-বল্লভের কণ্ঠে পরাইয়া দেন। কর্ত্তার বসন-ভূষণ-শয়ন-ভোজন-যান-আসন ইত্যাদি সর্ব্বত্রই ঐ ব্যবস্থা। পরিজন ও অন্যান্য দাসদাসীগণের জীবিকা নির্ব্বাহ, স্বাস্থ্যরক্ষা, সুখবিলাস ইত্যাদি কার্য্য সম্পাদনের ভারও সখীগণের হস্তেই অর্পিত।

আমরা দুই চারিজন পরিবার, বা দুই একটী অতিথি কুটুম্বকে অন্নদান করিয়া এবং পরের উপকারজনক সামান্য সামান্য দুই একটী ক্ষুদ্র কার্য্য সম্পাদন করিয়া কর্ত্তা নামে অভিহিত হই। কিন্তু আমরা যাঁহার কথা বলিতেছি, তিনি সেরূপ কর্ত্তা নহেন। তিনি কি করেন, আর কি না করেন, তাহা কেহ ঠিক করিতে পারে না। কেহ তাঁহাকে সকলই করিতে দেখে ;—কেহ তাঁহাকে নিষ্ক্রিয় দেখে। আমরা বলি, তাঁহার

ইচ্ছা যখন গৃহিণীতে সঞ্চারিত হয় এবং গৃহিণী সেই ইচ্ছার বশবর্ত্তিনী হইয়া সকল কার্য্য সম্পন্ন করেন, তখন সকলই তাঁহার কৃত, সকল কার্য্যের কর্ত্তা তিনি।

বিবাহিত স্ত্রীপুরুষকে দম্পতী এবং দম্পতীর বিশেষ ভাবকে দাম্পত্য কহে, একথা সকলেই বুঝেন; সুতরাং তাহা বুঝাইবার জন্য আমাদের চেষ্টা নাই। আমরা যে গৃহীর কথা বলিতেছি, সেই গৃহীর গৃহে কিরূপ দাম্পত্যধর্ম্ম প্রতি-পালিত হইয়া থাকে, তাহারই উল্লেখ করা যাইবে। পূর্ণ প্রেম হইতেই পূর্ণ সহানুভূতির উৎপত্তি, একথা পূর্ব্বে এক বার বলা হইয়াছে। এই গৃহস্থ-দম্পতির মধ্যে পূর্ণ প্রেম; সুতরাং পূর্ণ সহানুভূতির প্রভাবে একের সুখদুঃখ, অপরে সম্যক্‌রূপে অনুভব করিতে পারেন। যেমন তরুর মূলদেশে জল-সিঞ্চন করিলে তাহার স্কন্ধ, ভুজ, শাখা উপশাখা, পত্র, পল্লব, ফলাদি তৃপ্তি অনুভব করে; সেইরূপ কর্ত্তার সুখদুঃখ গৃহিণী সম্পূর্ণরূপে অনুভব করেন। কর্ত্তা আহার বিহারে যে তৃপ্তি পান, গৃহিণী আহার বিহার না করিলেও সেই তৃপ্তি পান। এইরূপ পূর্ণ প্রেম যে, কেবল দম্পতীর মধ্যেই আছে, তাহা নহে; কর্ত্তা ও তাঁহার অন্যান্য পরিজন ও দাসদাসীর মধ্যেও সেইরূপ আছে। তাঁহার অধিকৃত প্রদেশস্থিত প্রকৃতিবর্গেরও প্রভুর প্রতি ঐরূপ ভাব। সকলের নিকট হইতে এরূপ সম্পূর্ণ শুদ্ধ ভক্তিলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটেনা। বোধ হয়, এই গৃহীর জন্ম-জন্মান্তরীন্ বহু ভাগ্য আছে, বা তাঁহার সিদ্ধ-বিদ্যা, ইন্দ্রজাল প্রভাবেই এরূপ ঘটনা হইয়া থাকে।

আমাদের গার্হস্থ্য প্রণালীর সহিত বক্ষ্যমান্ গৃহস্থের গার্হস্থ্য প্রণালীর সম্পূর্ণই ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। আমরা নিজের বা পরিজনবর্গের একটু পীড়া দৃষ্ট হইলেই কত ব্যস্ত হই এবং চিকিৎসক ও ঔষধ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হই। সেই গৃহিণীর গৃহিণীপণায় এ সকল কিছুই করিতে হয় না। পৃথি-বীতে এমন তরু, গুল্ম, লতা নাই, যাহা এই গৃহিণীর উদ্যান সকলে দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ সকল উদ্‌ভিদের অনেকই ভৈষজ্য গুণবিশিষ্ট। তাঁহার কি পরিজন, কি দাসদাসী পীড়িত হইলে, গৃহিণী গোপনভাবে স্বয়ং তাহা-দের চিকিৎসা করেন। আমরা এমনি অজ্ঞ, কখন কখন ঐ গৃহিণীর রোগ নিরাকরণের গোপন চেষ্টাকে স্বতন্ত্র পীড়া বলিয়া মনে করি। যেমন ফুস্-ফুস্ যন্ত্রে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া শ্বাস-ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মাইলে ঐ গৃহিণী নাসিকা ও কণ্ঠনালী দ্বারা তাহা বাহির করিয়া দেন; কিন্তু আমরা ঐ প্রক্রিয়াকে সর্দ্দি রোগ বলিয়া মনে করি এবং কখন কখন ঐ ক্রিয়া রোধ করিবার চেষ্টা করি। শরীরের কোন স্থানের রক্ত দুষ্ট হইলে, গৃহিণী সেই

রক্তকে পুঁজে পরিণত করিয়া সেই স্থানকে বিদারণ পূর্ব্বক তাহা বাহির করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু আমরা ঐ চেষ্টাকেই ফোড়া পাঁচড়া, বসন্ত ইত্যাদি রোগ মনে করি। এইরূপ প্রায় সর্ব্বত্র। আমাদেরও সে কালের গৃহিণীগণের এক একটি "স্থাতা কাতার" হাড়ি থাকিত, তাহাতে বহুতর ঔষধ থাকিত, তাঁহারাও গৃহস্থ বালক বালিকাগণের পীড়া কালে চিকিৎসক ডাকিতেন না। আমাদের এই গৃহিণীই তাঁহাদের আদর্শ স্থানীয়া ছিলেন, কিন্তু এখন আর সেই অনুকরণ নাই।

ফল ফুলের তরুলতা-শোভিত উদ্যান প্রস্তুত করিবার স্পৃহা সকলেরই বলবতী, কেননা উদ্যান অতি সুখের সামগ্রী। এই জন্য এক একটি ক্ষুদ্র বা বৃহৎ উদ্যান প্রস্তুত করিয়া প্রায় সকলেই তজ্জনিত সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের গৃহিণীর উদ্যানের বিবরণ পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। যদিও তাঁহার উদ্যান সংখ্যায় একটী, কিন্তু তাহার ভূমি পরিমাণ ও বৃক্ষাদির সংখ্যা করিতে এপর্য্যন্ত কেহই সমর্থ হন নাই। অনেকেই তাঁহার ভূমিপরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহার দুই একটা হিসাব বিশ্বাস করিলেও করা যায়, কিন্তু বৃক্ষাদির সংখ্যা ও শ্রেণী নির্দ্দেশ করিয়া "উদ্ভিদ বিদ্যা" নামে যে গাছ-পালার হিসাব বাহির হইয়াছে, তাহাতে বিশ্বাস করা কঠিন। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, এই বিশাল মেদিনী মণ্ডলের যেখানে যত তরু-গুল্ম-লতাদি আছে,—আমাদের গৃহিণীর উদ্যানে তৎ সমস্তই দৃষ্ট হয়। আর অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, এই উদ্যানোৎপন্ন সামগ্রী দ্বারাই তাঁহার অসংখ্য পরিজন ও দাসদাসীর ভরণপোষণ হইয়া থাকে। হাট বাজারের অপেক্ষা রাখিতে হয় না। এমন কি! যাহাদের সহিত এই গৃহস্থের কোন সম্পর্কই নাই;—তাদৃশ নিঃসম্বল ব্যক্তিরাও এই উদ্যানের ফল ভোগে বঞ্চিত হয় না! কিন্তু তাহারা এমনি কৃতঘ্ন যে, খায় পরের,—গুণ গায় আপনার।

এই উদ্যানে না আছে, এমন বস্তু নাই। বৃহৎ বৃহৎ রাজধানীর বাজারে কন্দ, মুল, ত্বক, পত্র, ফুল, ফল, ধাতু, আকরিকাদি জাতীয় যত দ্রব্য দেখিতে পাও, আমাদের গৃহিণীর উদ্যানে তৎ সমস্তই দেখিতে পাইবে। উদ্যানের শোভাই বা কত! কোন স্থানে দিগন্ত-প্রসারিত শুভ্র শৈকতভূমি বিশদ শোভা প্রকাশ করিতেছে; কোন স্থানে অভ্রভেদী ভূধর নিচয় স্থির গম্ভীর ভাবে উদ্যান শোভা বিলোকন করিতেছে; কোন স্থানে সমুদ্রবৎ অসীম জলাশয় সকল, কোন স্থানে ঐ জলাশয়ের সহিত সংলগ্ন খাত সমূহ;—কোন স্থানে শত সহস্র হস্ত পরিধি

বিশিষ্ট গগনভেদী বৃক্ষ,—কোন স্থানে অনুবীক্ষণ দর্শনীয় শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ, কোন স্থানে অজগরবৎ স্থলবল্লী পাদপ বেষ্টন করিয়া আছে, কোন স্থানে কেশবৎ সূক্ষ্ম লতা নয়নের ভ্রম জন্মাইতেছে! ইত্যাদি,—ইত্যাদি। এই উদ্যান নির্ম্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রধানা অষ্ট দাসীর প্রতি অর্পিত;—তাঁহারা স্বয়ং উহার কার্য্য কলাপ সম্পাদন করেন।

এই গৃহিণীর সকলই অদ্ভুত,—সকলই বিস্ময়কর, সকলই কুহকময়। আমরা দুই একটী পশু পক্ষী পুষিয়া থাকি। কাহাকে পিঞ্জরে, কাহাকে দাঁড়ে, কাহাকে শৃঙ্খলে, কাহাকে রজ্জুতে বদ্ধ করিয়া রাখি;—কত যত্নে কত উত্তম বস্তু আহার করিতে দেই; কিন্তু প্রায় কেহই পোষ মানে না, সুযোগ পাইলেই পলায়ন করে। আমাদের গৃহিণী অনন্ত পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ পুষিয়াছেন, কাহারও জন্য পিঞ্জরাদির ব্যবস্থা নাই, সকলেই ঐ উদ্যানে পরম সুখে বিচরণ করে, উদ্যান জাত ফল-মূল-বীজাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে, উদ্যানের জলাশয়ে জল পান করে, উদ্যানের যথাযোগ্য স্থানে আপন আপন ইচ্ছামত গৃহনির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে সন্তান পালন করে, তাহাদের ভাব দেখিলে বোধ হয়, তাহাদের আনন্দের সীমা নাই, বোধ হয় তাহারা আপন আপন স্বরে কর্ত্তা গৃহিণীর গুণ গান করে! সকলে এমনি পোষ মানিয়াছে, কেহ কখন উদ্যান ত্যাগ করে না এবং ঐ উদ্যান ভিন্ন যাইবার অন্য স্থান দেখিতে পায় না। তাহাদের প্রতি গৃহিণীর স্নেহেরও সীমা নাই। বোধ হয় ঐ স্নেহের মধ্যে এমনি কুহক আছে, যাহা দ্বারা উদ্যানস্থিত প্রাণীগণ আত্মহারা হইয়া গৃহিণীর বশবর্ত্তী হইয়াছে।

আমরা শুনিয়াছি, শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথ দেবের রন্ধন শালায় এক এক চুল্লীতে দশ হইতে দুই শত স্থালী অন্ন পাক হইয়া থাকে! ঠাকুরের মহিমায় এরূপ হয়। আমাদের গৃহিণীর রন্ধন শালায় একটি মাত্র চুল্লী, তাহাতে অসংখ্য পরিজন ও দাস দাসীর জন্য অনন্ত বস্তু পাক হইয়া থাকে! সকলই ঐন্দ্রজালিক!

আমাদিগের গৃহ সকল মৃত্তিকা, ইষ্টক, প্রস্তর, কাচ, তৃণ, কাষ্ঠাদি দ্বারা নির্ম্মিত হয়। ঐ গৃহীর গৃহ কেহ কখন চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পায় না; তাহার উপাদানেরও নির্ণয় করিতে পারে না। তবে অনুমান দ্বারা কেহ বলেন, ঐ গৃহ আত্মময়, কেহ বলেন, মনোময়; কেহ বলেন, চিন্ময়;—ইত্যাদি। আমরা এ সকল কথা কিছুই বুঝিতে পারি না। তবে এই মাত্র বোধ হয়, কেহ কেহ ঐ গৃহ দেখিতে পান, কিন্তু উহার নির্ম্মাণ-কৌশল, উপাদান ও শোভা সমৃদ্ধি বাক্যে ব্যক্ত করিতে পারেন না। আমরা পূর্ব্বে

একবার উল্লেখ করিয়াছি যে, বিশেষ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ ভিন্ন ঐ গৃহস্থের নাম, ধাম, চরিত্রাদি অন্যে অবগত হইতে পারেন না। এই স্থলে সেই কথা আর একবার বলিব। ঐ গৃহী সম্বন্ধে যে দুইচারিটী কথার সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল, তাহাতে তাঁহার গুণ ভিন্ন কোন দোষের আভাস দেওয়া হয় নাই; কাহারও চরিত্রাদি বর্ণন করিতে হইলে, দোষ গুণ উভয়ই বলিতে হয়। এই গৃহীটী অতিশয় স্ত্রৈণ, তাঁহার ন্যায় স্ত্রীভক্ত বা স্ত্রীসেবক জগতে দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। তিনি পত্নীর প্রীতি সাধনার্থ সর্ব্বত্যাগী হইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পত্নীটী গুণবতী বটে; কিন্তু পত্নী গুণবতী হইলেই যে,পতিকে "লঙ্কার বানর" হইতে হইবে, এমন কি কথা আছে! যাহারা তাঁহার পত্নীকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে এবং পত্নীর মন বুঝিয়া কার্য্য করে, তিনি তাহাদিগকে মস্তকে করিয়া নৃত্য করেন এবং আপন অন্তঃপুরে কেবল তাহাদিগকেই প্রবেশাধিকার প্রদান করেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার অন্তঃপুরের ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য আস্বাদনের অন্যপ্রকার সাধন নাই। দ্বিতীয় দোষ, তাঁহার উদ্যানে মায়ানাম্নী দাসী নিত্য নিত্য বহুতর হিংসাকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে; বিশেষতঃ গৃহিণী যে সকল পশু, পক্ষী,কীট, পতঙ্গাদি পুষিয়া যত্নে পালন করিয়া থাকেন; তাহাদিগের মধ্যেই ঐ সকল হিংসা হইয়া থাকে;—গৃহিণী তদ্দর্শনে আনন্দ প্রকাশ করেন,—নিবারণের কিছু মাত্র চেষ্টা করেন না। কর্ত্তা এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও নীরব থাকেন,—কথাটী কহেন না। বোধ হয়, তাঁহারও ইহাতে সুখ হয়;—কেননা, তাঁহার গৃহে—তাঁহার পরিজনগণ দ্বারা—তাঁহার সুখ সাধন-চেষ্টা ভিন্ন দ্বিতীয় কার্য্য নাই। ইহা বড়ই দোষের কথা! একটী অপূর্ব্ব পরম সুন্দর কীট,—গোলাপের পাঁপড়িতে আনন্দে বিচরণ করিতেছে;—একটী ক্ষুদ্র মক্ষিকা আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিল। ঐ কীটটী মক্ষিকার উদরস্থ হইতে না হইতে একটী মাকড়সা আসিয়া মক্ষিকাকে ভক্ষণ করিল। মক্ষিকাটী মাকড়ের গলাধঃকৃত হইবার পূর্ব্বেই একটী ভ্রমরকৃষ্ণ ক্ষুদ্র ময়ুয়া পক্ষী মাকড়কে চঞ্চু-বিদ্ধ করিয়া উড্ডীন হইল এবং উচ্চ বৃক্ষের পল্লব-কুঞ্জে লুক্কায়িত হইল। তথায় একটী পেচক দিবালোক ভয়ে আশ্রয় লইয়াছিল;—সশিকার ময়ুয়াকে নিকটে পাইয়া গ্রাস করিল। সেই তরুর উচ্চতম শাখায় একটী শ্যেনপক্ষী নিদ্রিত ছিল, পেচকের পক্ষাস্ফালন-শব্দে বিনিদ্র হইয়া তাহার উপর পতিত হইল এবং চঞ্চু ও নখরাঘাতে পেচককে বিনাশ করিয়া ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। কিছু ক্ষণ পূর্ব্ব হইতেই ব্যাধ তরুতলে সপ্তনলী যোজনা করিতেছিল; সে এক্ষণে সুযোগ পাইয়া পেচক ভক্ষণকারী শ্যেনের

বক্ষে লৌহবড়সী বিদ্ধ করিল। ব্যাধ অনেক ক্ষণ হইতে পক্ষী লক্ষ্য করায় ঊর্দ্ধেক্ষণ হইয়াছিল; সুতরাং দেখিতে না পাইয়া একটী বিষধর সর্পের লাঙ্গুল পদ-পীড়িত করায় সর্প আহত হইয়া সরোষে ব্যাধের জংঘায় দংশন করিল। সে দংশন অমোঘ,—ব্যাধ ভূপাতিত হইয়া পঞ্চত্ব পাইল। এই সময়ে, একটী ময়ূর আসিয়া দেখিতে দেখিতে সর্পকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। ইত্যাকার হিংসা কার্য্য গৃহিণীর উদ্যানে অহরহ চলিতেছে;—নিবারণের কোন চেষ্টাই নাই। যে মহাগ্রন্থ হইতে এই প্রবন্ধ সংগ্রহ করা যাইতেছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, তাঁহার বাহিরুদ্যানে এইরূপ হিংসা পরম্পরা সংঘটিত হয় বটে; কিন্তু অন্তঃপুরে হিংসা দ্বেষের গন্ধও নাই। তথায় হিংসাকারী জীবগণের একত্র সমাবেশ আছে, কিন্তু কেহ কাহার হিংসা করে না;—বরং পরস্পরে সস্নেহ ব্যবহার করে। ইহা সত্য মিথ্যা জগদীশ্বর জানেন, ফলে আমাদের অপবিত্র হৃদয় ইহা বিশ্বাস করিতে চাহে না। তবে ইন্দ্রজালে সকল অসম্ভব ঘটনাকেই সম্ভব করিয়া দেয়।

এই গৃহস্থের বিবরণ অতি সংক্ষেপেই বর্ণিত হইল। সকল বিষয় বিস্তৃত ভাবে বলিতে গেলে সুবৃহৎ গ্রন্থেও তাহার স্থান হয় না। আমরা এতক্ষণ যে গৃহিণীর চরিত্র বর্ণন করিয়া আসিলাম, তিনিই হিন্দুর বেদান্ত দর্শনের পুরুষ-সঙ্গতা প্রকৃতি।

নূতন সংবাদ।

১। মুক্তিফৌজ নামক খৃষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত বালক বালিকাগণ এক সপ্তাহ জল খাইবার ও চিত্রশালা দেখিবার পয়সা বাঁচাইয়া মুক্তি-ফৌজের হস্তে পনর হাজার টাকা দান করিয়াছে।

২। হুগলি জেলার অন্তঃপাতী বৈঁচির জমিদার শ্রীমতী কমলকামিনী দেবী পান্থশালা স্থাপনার্থ এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

৩। সুদানের রাজকুমারী ইউজিনী তাঁহার অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া খঞ্জদিগের জন্য একটী হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন।

৪। জাপান সম্রাজ্ঞী একটী স্ত্রী-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। তাহা বিদেশীয় রমণীদিগের দ্বারাই চালিত হইবে। ছটি ইংরাজ, ছটি মার্কিন, ছটি ফরাসী ও ছটি জর্ম্মাণ মহিলাদিগের হস্তে কার্য্যভার ন্যস্ত হইবে।

৫। মিস্ মেরী সামুয়েল বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বি, এ, পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ইহুদী জাতীয় মহিলাদিগের মধ্যে ইনিই প্রথম বি, এ, উপাধি লাভ করিলেন।

৬। ১২ই পৌষ বুধবার সখী-সমিতির প্রতিনিধি স্বরূপ কতিপয় মহিলা

গবর্ণমেন্ট হাউসে গিয়া লেডী ল্যান্সডাউনকে একখানি অভিনন্দন পত্র দিয়া আসিয়াছেন।

৭। ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই পৌষ তিন দিবস বেথুন স্কুলে সখী-সমিতির মেলা বসিয়াছিল। লেডী বেলী ও লেডী ল্যান্সডাউন মেলাক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া সখীদিগের উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোক ভিন্ন পুরুষের ঐ মেলায় প্রবেশের অধিকার ছিল না। শিল্পজাত দ্রব্যই অধিক সংখ্যায় প্রদর্শিত হইয়াছিল।

বামা রচনা।

গয়া বালিকা বিদ্যালয়।

অত্র গয়া জিলার কালেক্টর সাহেবের মহিলা মিসেস্ গ্রিয়ারসন্ এই স্থানের বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীদ্বয় ও বালিকা দিগকে তাঁহার বাড়ীতে বিগত ২৮ শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবারে যাইবার জন্য অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করেন। উক্ত দিবস বেলা ৩ ঘটিকার সময় বিদ্যালয়-গৃহ হইতে শিক্ষয়িত্রীদ্বয় আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া তিনখানা গাড়ীতে করিয়া সেখানে উপস্থিত হন। আমরা পৌঁছিয়া দেখি মিসেস্ গ্রিয়ারসন্ ও আর একটী মাত্র মেম সেখানে আছেন। তাঁহারা আমাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্কা বালিকা দিগের সহিত নানা রকম আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। আরও কয়েকটী মেমের সেখানে উপস্থিত থাকার কথা ছিল; কিন্তু তাঁহারা সময়মত না আসিতে পারায় উপরোক্ত মেম দুইটী অতঃপর আমাদিগকে একটী সুসজ্জিত ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে একখানি টেবিলের উপর পারিতোষিক সাজান ছিল। যতগুলি বালিকা গিয়াছিলেন, সকলকেই যোগ্যতা অনুসারে কিছু কিছু পারিতোষিক বিতরণ করিলেন। পারিতোষিক বিতরণ হওয়ার পর এখানকার জজ সাহেবের মেম প্রভৃতি ৫। ৬ টী মেম আসিলেন। সকলেই আমাদের সহিত অতি সরলভাবে স্নেহসূচক আলাপ করিতে লাগিলেন। ছোট ছোট মেয়েদের সহিত দৌড়া দৌড়ি, দোলায় চড়া ইত্যাদি খেলা করিয়া সকলকেই কিছু কিছু খাবার দিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিদায় দিলেন। 'গত বৎসর বড় দিনের পূর্ব্বেও মিসেস্ গ্রিয়ারসন্ বালিকা দিগকে এইরূপ নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ীতে লইয়া গিয়া পারিতোষিক বিতরণ এবং আমোদ প্রমোদ করিয়াছিলেন। মিসেস্ গ্রিয়ারসন্ বাঙ্গালী বালিকাদিগের সহিত যেরূপ অমায়িক ব্যবহার করেন এবং তাহাদিগকে যেরূপ ভালবাসেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি ভক্তির উদয় হয়। ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি দীর্ঘজীবিনী হইয়া এইরূপে স্ত্রী শিক্ষার উৎসাহ প্রদান করিয়া আমাদের দেশের মঙ্গল সাধন করুন। ইতি সন ১২৯৫ সাল, তারিখ ৯ই পৌষ।

নিঃ

শ্রীমতী সরোজিনী ঘোষ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৮৯ সংখ্যা | পৌষ ১২৯৫—জানুয়ারি ১৮৮৯। | ৪র্থ কল্প ২য় ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

১। কুমারী ম্যানিঙ কলিকাতায় আসিয়া সকল শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিয়াছেন ও সর্ব্বপ্রকার দেশহিতকর কার্য্যে উৎসাহ দান করিয়াছেন। তিনি সাধারণের সমধিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পশ্চাৎ প্রদত্ত হইবে।

২। শিক্ষা বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ যে ১৮৮৬-৮৭ সালে ২১৯৮ বালিকা বিদ্যালয় ও ৩১৮৫৪ জন ছাত্রী ছিল, ১৮৮৭-৮৮ সালে ২২৪৭টি বিদ্যালয় ও ৮৩৮২৮ জন ছাত্রী হইয়াছে, গত বৎসর বিদ্যালয় সংখ্যা ৪৯টি ও ছাত্রী সংখ্যা ২৭৭৪টি বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রতি-বর্ষে স্ত্রীশিক্ষার এরূপ উন্নতি বড় পর নাই আনন্দকর।

৩। ভারতবর্ষে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বেশী। ইউরোপের প্রায় প্রত্যেক দেশেই পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী। ব্রিটিষ ভারতে ১৮১·২ জন পুরুষে ৯৭·৪ জন স্ত্রীলোক। দেশীয় রাজাদের অধিকারে ২৮·৭ জন পুরুষে ২৬·৪ জন স্ত্রীলোক। ১৮৮১ সালে স্ত্রীলোক অপেক্ষা ৩০,১৩-৪১৯ জন পুরুষ বেশী ছিল।

৪। বিগত বড় দিন উপলক্ষে বিলাতের কোন দোকানদার কোন ডিউকের জন্য ২৮ মণ ওজনের একখানা পিষ্টা প্রস্তুত করিয়াছিল। এই দোকানে ম

৩৬ প্রকার পিঠা প্রস্তুত হইয়াছিল। দুই টাকার কমে বড় দিনের একখানা পিঠাও বিক্রয় হয় নাই।

৫। আমেরিকার দরিদ্র অথচ সৌখীন রমনীরা নিজের মাথার চুল বিক্রয় করিয়া অলঙ্কার ও পোষাক কিনিয়া থাকেন। রমনীগণ ভাল চুল জন্মাইবার জন্য খুব দৈহিক পরিশ্রম করিয়া থাকেন। পরচুলার জন্য ভাল চুল অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়।

৬। লণ্ডন নগরে প্রতিদিন প্রায় ৫০ হাজার টাকার ফুল ও পাতা বিক্রয় হয়। ইংরাজেরাই স্বভাবের শোভার মর্য্যাদা জানেন।

৭। গত ২৯শে পৌষ ময়মনসিংহ জিলা স্কুল গৃহে "ব্যাণ্ড অব হোপ" সভায় মিস্ ফুলার নাম্নী একটী ইউরোপীয় মহিলা মাদক সেবনের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধ শুনিয়া অনেকেই আর মাদক সেবন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা পত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন।—সুলভ।

৮। অক্সফোর্ডের প্রসিদ্ধ বডলিয়ান লাইব্রেরিতে মোটে ১২ লক্ষ ৫০ হাজার পুস্তক আছে! এত বড় পুস্তকালয় পৃথিবীতে আর নাই। আলেকজাণ্ড্রিয়ার জগদ্বিখ্যাত পুস্তকালয়ও ইহার সমান নহে।

৯। মাদ্রাজে মিঃ স্পেন্সর নামক একটী সাহেব বেলুনে উঠিয়া ২ হাজার ফুট উপর হইতে একটী ছাতা ধরিয়া লাফাইয়া পড়িয়াছেন। তিনি বেলুন বাজি দেখাইবার জন্য কলিকাতায় আসিবেন।

১০। আমেরিকা ও ইউরোপ মধ্যে রুমানিয়া, সার্ভিয়া এবং রুশিয়ায় গড়ে শতকরা ৮০ জন লোক লেখা পড়া জানে না। স্পেনে শতকরা ৬৩ জন, ইটালীতে ৪৮ জন, ফ্রান্স ও বেলজিয়মে ১৫ জন, হঙ্গারিতে ৪৩ জন, অষ্ট্রীয়ায় ৩৯, আয়ার্লণ্ডে ২৩, ইংলণ্ডে ১৩, হলণ্ডে ১০, ইউনাইটেড ষ্টেট ৮, স্কটলণ্ডে ৭, এবং সুইজার্‌লণ্ডে শতকরা আড়াই জন মাত্র লেখা পড়া জানে না। ভারতে মূর্খ নরনারীর সংখ্যা অনেক অধিক হইবে।

১১। বিজনোরের কায়স্থ সভা এইরূপ সঙ্কল্প ধার্য্য করিয়াছেন যে, বিবাহে মদ্য ব্যবহার করিবেন না এবং স্ত্রীলোকের ১২ বৎসরে এবং পুরুষের ১৬ বৎসরের পর বিবাহ দিবেন। বিবাহের তিন শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে। ১ম শ্রেণীর বিবাহে ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৫০০ টাকা মাত্র ব্যয় হইবে। আমরা ভারতের অপরাপর প্রদেশীয় কায়স্থদিগের সর্ব্বনাশক বিবাহের ব্যয়-সংক্ষেপার্থ উদ্যোগ দেখিয়া আহ্লাদিত হইতেছি, বঙ্গীয় কায়স্থেরাই উদাসীন।

১২। মনুষ্যের জীবনের গড় পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষে যখন মানুষের গড় আয়ুঃ পরিমাণ ২২ বৎসর ৩ মাস

ছিল, তখন হইতে এখন ঐ পরিমাণ ৪০ বৎসর ৮ মাসে দাঁড়াইয়াছে। ১৮১৪ হইতে ১৮৩৩ অব্দ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে এই শেষোক্ত পরিমাণ স্থির হইয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীতে জীবনের দৈর্ঘ্য পূর্ব্বতন অন্যান্য শতাব্দ অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে।—এডুকেশন গেজেট।

১৩। জাপান-সম্রাজ্ঞী নানা বিদেশিনী বিদ্যা শিক্ষায় সময় অতিবাহিত করিতেছেন। তিনি অধ্যবসায়ের সহিত জর্ম্মণ, রুশ, ফ্রেঞ্চ ও ইতালীয় ভাষা শিক্ষা করিতেছেন।

১৪। গত ইংরাজি নবর্ষের দিনে সূর্য্যের সর্ব্বগ্রাস গ্রহণ হইয়াছিল। প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর প্রান্ত হইতে ঐ গ্রহণ দৃষ্ট হয়।

১৫। সম্প্রতি পারিস নগরে এক রমণীর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার নগদ ১৭।১৮ কোটী টাকা ছিল। তিনি মৃত্যুকালে অনাথ আশ্রম নির্ম্মাণের জন্য ৬০ লক্ষ ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৫০ লক্ষ, গরিবদিগের বাসগৃহের জন্য ১০ লক্ষ, হাঁসপাতালের জন্য ৪৫ লক্ষ টাকা দিয়াছেন এবং বার্ষিক ২০ হাজার টাকা আয় হইতে পারে, এমন মূলধন দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ দিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ২ শত দরিদ্র পুরুষ, ১ শত দরিদ্রা নারী, এবং বৃদ্ধ ও রুগ্ন খৃষ্টপরায়ণ লোকের জন্য তিনটি আশ্রম নির্ম্মাণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য প্রচুর অর্থ দিয়া গিয়াছেন। এই তো ধনের সদ্ব্যয়।

১৬। নিউইয়র্ক সহরে কুমারী গেরেট সর্ব্বাপেক্ষা ধনাঢ্যা স্ত্রীলোক। ইনি পিতার ৫ কোটী টাকার উত্তরাধিকারিণী হইয়াছেন। ইনি নানা ভাষার সুপণ্ডিত ও অঙ্কশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ, অদ্যাপি বিবাহ করেন নাই, দান-ধ্যানে দিন কাটাইতেছেন।

১৭। ত্রিবাঙ্কুরের মৃত দেওয়ান অনারেবল রামিঙ্গারের বিধবা পত্নী সম্প্রতি মান্দ্রাজের পচেপা কলেজের জন্য ৪৫০ পুস্তক সমেত একটী পুস্তকাগার দান করিয়াছেন। মেঃ রামিঙ্গার পূর্ব্বে ঐ কলেজের ট্রষ্টী ছিলেন। তাঁহার পত্নীর এই সৎকার্য্যে সাধারণের নিকট তাঁহার নাম আরও চিরস্মরণীয় হইল।—সুরভি-পতাকা।

১৮। পৃথিবীতে রমণীমণ্ডলীর শীর্ষস্থান কোন স্থানের নারী পাইতে পারেন, তৎসম্বন্ধে অধুনা কয়েকটি বিখ্যাতা মহিলার মত সংগৃহীত হয়। ইঁহারা এত সুশিক্ষিতা হইয়াও ভারত সম্বন্ধে এমনি অনভিজ্ঞা যে, কসেট পত্নী ব্যতীত কেহই অহল্যা বাইয়ের নাম জানেন না।

১৯। লেডী ইভ উইওহাম কুইন, ভারত ভ্রমণে আসিয়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ৫ টি বাঘ শিকার করিয়াছেন॥

প্রাচীন আর্য্য রমণীগণ।

(বৈদিক সময়)

২৮—জুহূ।

(২৭০ সংখ্যার ৭৭ পৃষ্ঠার পর)

জুহূ, বৃহস্পতির পত্নী। সোমের প্রযত্নে, মিত্র ও বরুণের সম্মতিক্রমে জুহূ দেবীর সহিত বৃহস্পতি ঋষিকে উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল। বৃহস্পতি, পাপ-দোষ প্রাপ্ত হইলে, প্রণয়িনীকে পরিবর্জ্জন করেন। পরে বরুণ, সূর্য্য, প্রজাপতির জ্যেষ্ঠ তনয়বৃন্দ ও অন্যান্য কেহ কেহ কহিলেন, 'এই পত্নীকে গ্রহণ করা উচিত; কেন না ইহাকে যথাবিধানে বিবাহ করা হইয়াছে।' জুহূর চরিত্র পরীক্ষার কারণ দেবতারা দূত প্রেরণ করেন। দেবী জুহূ তাহাতে স্বীয় বিশুদ্ধ স্বভাবের যে পরিচয় দেন, তদ্দর্শনে সকলেই নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হন। প্রবলপরাক্রান্ত নরপতির সুরক্ষিত রাজ্য-সদৃশ তাঁহার সৎস্বভাব অটলভাবে সৎপথেই ধাবমান হইত। দেবতারা বলিতে লাগিলেন, প্রাচীন দেবতারা ও তপস্যানিরত সপ্ত ঋষি, এই জুহূর পবিত্র চরিত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। সাধুপ্রকৃতিবলে ও তপস্যাপ্রভাবে অনুৎকৃষ্ট বস্তুও উৎকৃষ্ট স্থানে গমন করে। ঋষিপ্রবর বৃহস্পতি, প্রেয়সী-পরিত্যাগের পর হইতে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। পরিণয়-কালে যে সোম, আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক উভয়কে দাম্পত্য-শৃঙ্খলে বদ্ধ করেন, তিনিই উভয়ের পুনর্ম্মিলন করিয়া দিলেন। কেবল যে সোমই, ঐ বিষয়ে উদ্যোগী হন, তাহা নয়; দেবতাগণ, রাজারা ও অপরাপর লোকে সকলেই শপথ করিয়া ঋষিসমক্ষে তদীয় প্রিয়তমার গুণবাদ ঘোষণা করিলে, তিনি ভার্য্যাকে অনেক পরীক্ষার পর গ্রহণ করেন। বৃহস্পতি, মনে মনে এতদিন নিষ্কলঙ্ক ভার্য্যার পবিত্র চরিত্রে সন্দিহান হইয়া যে পাপে নিপতিত হইয়াছিলেন, বনিতাকে পুনর্গ্রহণ করাতে, তাহা দূরীকৃত হইল। অতঃপর তাঁহারা পরমানন্দে কালাতিবাহন করিতে লাগিলেন। জুহূর প্রণীত বাক্য ঋগ্বেদ-সংহিতার ১০ দশম মণ্ডলের ১১০ দশাধিক শততম সূক্তে ৭ সাতটি ঋকে নিবদ্ধ রহিয়াছে। যিনি বিনা দোষে ভর্ত্তৃত্যক্তা হইয়া পুনরায় পতির অনুরাগপাত্রী হইয়াছিলেন, তাঁহার বিমল চরিত্রের কত গৌরব ও মাহাত্ম্য বিঘোষিত হইয়াছে! সীতাদেবীর অগ্নি পরীক্ষা ব্যাপার এই জুহূর চরিত্র-পরীক্ষার অনুকরণ বৈ আর কিছুই নয়। রামায়ণেও দেবতা, মনুষ্য, রাক্ষসাদি সীতার সাধু স্বভাবের সপক্ষে সাক্ষী, এখানেও দেবতা, রাজা, মানব, ঋষি প্রভৃতি সাক্ষী। যিনি কোন কারণে বা

অকারণে পতিতা-মধ্যে গণ্য হইয়া পুনরুত্থিত হইতে পারেন, তাঁহার চরিত্রমাহাত্ম্য, যে কখনও পতিত হয় নাই, তাহার অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য। যে পতিত হয় নাই, সে পতিত হইয়া উত্থান করিতে পারিবে কি না, কে বলিতে পারে? মহাকবি কালিদাস কহিয়াছেন, চাঞ্চল্যের কারণ উপস্থিত থাকিলেও যাঁহাদের চিত্ত অচল থাকে, তাঁহাদিগকে প্রকৃত ধীর বলা যায়,—সেইরূপ আমরা অপরীক্ষিত জীবন অপেক্ষা পরীক্ষিত জীবনের সমধিক সমাদর করিতে পারি।

২৯—সরমা।

ঋগ্বেদ সংহিতায় দশম মণ্ডলের ১০৮ সূক্তে পণিগণ ও সরমার প্রশ্নোত্তরস্থলে যে বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, সরমা ইন্দ্রের দূতীস্বরূপা। পণিগণ ও সরমার কথোপকথন পশ্চাৎ বর্ণিত হইল।

পণিগণ।—সরমা! তুমি কি কামনা করিয়া এখানে আগমন করিয়াছ? ইহা অতি দূর পথ। এ স্থানে আসিতে পশ্চাদ্ভাগে নিরীক্ষণ করিলে আগমন করিবার উপায় নাই। আমাদের নিকট কোন্ দ্রব্যের অভিলাষে আসিলে? কত রজনী অতিবাহন করিয়া এস্থলে উপনীত হইলে? কি উপায়ে তরঙ্গিণীর বারিরাশি অতিক্রম করিয়াছ?

সরমা।—ইন্দ্রের দৌত্য-পদে নিযুক্ত হইয়া এখানে আসিয়াছি। তোমাদের অনেক গবাদি আছে, তাহা লইবার উদ্দেশে আমি এখানে আসিলাম। পাছে, আমি নীর-রাশি অতিক্রম করি, জলের এই ভীতি জন্মিল। এই প্রকারে নদীর জল অতিক্রম করিয়াছি। জল আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছে।

পণিগণ।—ইন্দ্রের দূতীস্বরূপে তুমি সুদূর প্রদেশ হইতে আসিয়াছ। ইন্দ্র কি প্রকার? তিনি কি আকার-প্রকার-বিশিষ্ট? তাঁহাকে আমরা আত্মীয় ভাবে গ্রহণার্থ সমুদ্যত হইলাম। তিনি আমাদের ধেনুর অধিকারী হউন।

সরমা।—আমি যে ইন্দ্রের দূতী, তাঁহাকে পরাভূত করা কাহার সাধ্য? তিনিই বরং সকলকে পরাজিত করিয়া দেন। গভীর কল্লোলিনীরা তাঁহার গতির প্রতিরোধে অসমর্থ। তোমরা নিঃসংশয়িত রূপে তদীয় ভুজবলে নিহত হইবে।

পণিগণ।—সরমা সুন্দরী! তুমি ত্রিদিবের অত্যন্ত প্রান্ত হইতে আগমন করিয়াছ; তুমি যথেচ্ছ গাভী লও। দেখ, সংগ্রাম ব্যতিরেকে কেহই তোমাকে ধেনু দিবে না। আমাদের রাশি রাশি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র রহিয়াছে।

সরমা।—এ সকল সৈনিক পুরুষের উপযুক্ত বাক্য নয়। বোধ হইতেছে, তোমাদের দেহে অধর্ম্মস্পর্শ হইয়াছে। দেখিও, তোমাদের শরীরে ইন্দ্রের শর যেন প্রবিষ্ট না হয়। তোমাদের আবাসে আসিবার পথটি, যেন দেবগণ

কর্ত্তৃক আক্রান্ত না হয়। যদি তোমরা সকলে বিনীত হইয়া আমাকে ধেনুগুলি সম্প্রদান না কর, তবে তোমাদের বিপত্তি নিকটবর্ত্তিনী জানিবে। আমার ভয় হয়, কি জানি, বৃহস্পতি যদি তোমাদিগকে কষ্ট দেন।

পণিগণ।—সরমা! জানিও, আমাদের সম্পত্তি, গিরিরাজি দ্বারা সুরক্ষিত। গাভী, বাজী, অপরাপর ধনও আমাদের যথেষ্ট আছে। আমাদের মধ্যে যে সকল পণি, রক্ষাকার্য্যে সুদক্ষ, তাহারাই তাহার সুরক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। তুমি ধেনু-রব শ্রবণ করিয়া এস্থলে সমুপস্থিত হইয়াছ বটে, কিন্তু তোমার আগমন ব্যর্থ হইল।

সরমা।—যখন অযাস্য নামক ঋষি, অঙ্গিরার সন্তানেরা ও নবগুগণ, সোমপানার্থ প্রোৎসাহিত হইয়া এখানে আগমন করিবেন ও পরে তোমাদের এই গাভী সমুদয় বিভাগ করিয়া লইবেন, তখন তোমাদের দম্ভ কোথায় রহিবে?

পণিগণ।—হে সরমা! দেবগণ আমাদিগকে ভয় দেখাইবার কারণ তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তন্নিবন্ধন আসিয়াছ। তুমি আমাদের ভগিনীস্বরূপা। তোমার আর প্রত্যাবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা তোমাকে ধেনু-সমূহের অংশ দিতেছি।

সরমা।—ভাই ভগী সম্বন্ধে কোন কথা বুঝি না। দুর্দ্ধর্ষ অঙ্গিরার তনয় সকল ও ইন্দ্র, সমুদায়ই অবগত আছেন। তাঁহারা গোধন-প্রাপ্তির অভিপ্রায়ে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, আমিও তাঁহাদের আশ্রিত হইয়া এখানে আগমন করিয়াছি। পণিগণ! অতএব তোমরা দূরে প্রস্থান কর। ধেনু সমূহ ক্লেশ ভোগ করিতেছে। তাহারা ধর্ম্মের আশ্রয়ে এই অচল হইতে গমন করুক। সোম, বৃহস্পতি, ঋষিকুল, মেধাবীরা, ও সোমপ্রস্তুতকারক পাষাণ সমূহ, এই প্রচ্ছন্ন স্থানস্থিত এই সকল গোধনের বৃত্তান্ত জানিয়াছেন।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ও তাঁহাদের মতানুবর্ত্তীরা কহেন, গ্রীকজাতির মধ্যে ট্রয়-সমরের যেরূপ গল্প প্রচলিত আছে, ভারতে আর্য্যগণের মধ্যেও তদ্রূপ কিংবদন্তী চলিয়া আসিয়াছিল। তাঁহাদের মতে উষা কর্ত্তৃক প্রাতঃকালে আলোকের উদ্ধারই উপমাচ্ছলে সরমা কর্ত্তৃক গাভী উদ্ধার-রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। বেদের স্থল-বিশেষে রূপক-বর্ণন আছে, অতএব সর্ব্বস্থানেই সেইরূপ হইবে, এমন কোন কথা নাই; ফলতঃ এ দেশীয় বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা ঐ মতাবলম্বী নহেন। এ মতে আমাদেরও সম্মতি নাই।

উপরে সরমার বিবরণ যাহা বর্ণিত হইল, তাহাতে তাঁহার অদম্য সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি, কার্য্যকারিণী শক্তি, কর্ত্তব্য জ্ঞান প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের আভাস পাওয়া যাইতেছে। কতি

প্রাচীন কালেও নারীরা দৌত্যকর্ম্মে কীদৃশী নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন, সরমার ইতিহাসেই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। সরমার বর্ণিত প্রসঙ্গে জানা যায়, অযাস্ত ঋষি, অঙ্গিরার সন্তানগণ ইত্যাদি ঋষিদের কি প্রকার প্রবল দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ছিল। ভগ্নীভাব তখনও এদেশে অজ্ঞাত ছিল না। বীরণীমস্বিনী সরমা, পবিত্র গুরুতর দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই, পণিগণের ভ্রাতৃ-ভগ্নী-সম্বন্ধের কথায় ভুলিয়া কর্ত্তব্য-সাধনে পরাঙ্মুখ হন নাই।

———:০:———

ক্ষমা।

ক্ষমা এ মর জগতে স্বর্গীয় জ্যোতি, ক্ষমা মানব-হৃদয়ে অতুল ঐশ্বর্য্য, ক্ষমা জীবন-যুদ্ধে অভেদ্য বর্ম্ম। যিনি আপন পর শত্রু মিত্র সকলকেই সমভাবে ক্ষমা প্রদর্শন করিতে পারেন, তিনিই এ জগতে অজেয়। মানব-প্রকৃতি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, অতএব সংসারের কুটিল পথে মানব পদে পদে যে পদস্খলিত হইবে ইহা বিচিত্র নহে। যে ব্যক্তি বিবেচনাহীন, অপরিণামদর্শী, সে ব্যক্তিরতো পলকে পলকে ত্রুটী পরিলক্ষিত হয়; আবার যিনি জ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী, তিনিও কখন কখন ভ্রম, অসাবধানতা প্রভৃতি কারণে ত্রুটী দেখাইয়া থাকেন। জগতে এমন কে আছেন যাঁহার জীবনে কখনও কোন ত্রুটী হয় না? যখন মানব-জীবন অসম্পূর্ণ, তখন ত্রুটী মানবের স্বাভাবিক, একথা বলা যাইতে পারে। তবে এ ত্রুটীময় সংসারে ক্ষমা যে কিরূপ প্রয়োজনীয় তাহা কি আর বলিতে হইবে?

যাহারা ক্ষমা করিতে পারে না, তাহারা—নিজে যাহাই হউক, পরের অণুমাত্র দোষ দেখিলেই জ্বলিয়া উঠে। অপরাধীকে নিজেও ক্ষমা করিতে পারে না, অপর কেহ যাহাতে ক্ষমা না করে তদ্বিষয়েও চেষ্টা করে; কাহারও সামান্য ত্রুটী দেখিলেই তাহা অতিরঞ্জিত করিয়া সাধারণের নিকট প্রচার করে। তাহাদের কার্য্য দেখিলে বোধ হয় পরের দোষ বাহির করিতেই তাহারা জগতে আসিয়াছে। ক্রমে পরদ্বেষ, পরনিন্দা ও পরপীড়ন তাহাদের সুখের একমাত্র উপাদান হইয়া উঠে। তাহারা যে কার্য্যই করুক, তাহাতেই পরপীড়নের ছায়া প্রতিভাত হইতে থাকে। যিনি মানবকে অপ্রিয় সত্য কথা বলিয়া, মুখের উপর দোষ সমালোচনা করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিতে চান, তিনি তো মানবের প্রকৃত বন্ধু; আমরা যে শ্রেণীর লোকের কথা বলিতেছি ইহারা সেরূপ মহৎ ও সাধু উদ্দেশ্য মনে

ধারণা করিতে পারে না। ইহাদের উদ্দেশ্য অপরের সুনাম কলঙ্কিত করা, ইহাদিগের কার্য্য, ক্রোধ ও হিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা! এই সকল পর-পীড়ক লোক হইতে বিবাদ, গৃহবিচ্ছেদ ও সময়ে সময়ে নরনারী হত্যা পর্য্যন্ত সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব ক্ষমার অভাবে মনুষ্যজগতে শৃঙ্খলা থাকে না, এবং মানবসমাজ পিশাচসমাজ বলিয়া অনুভূত হইতে থাকে।

যিনি ক্ষমাশীল, তিনি অপরের হৃদয়ে আধিপত্য করিতে পারেন। দোষ দেখিলে যিনি উগ্রতা ও রুক্ষতার পরিবর্ত্তে মৃদুতা ও কোমলতা দিয়া শাসন করেন, মিষ্ট ভর্ৎসনায় ও সদুপদেশে সে দোষ দূর করিতে চেষ্টা করেন, দোষীর হৃদয় আপনা হইতেই তাঁহার পাদমূলে বিক্রীত হয়! যখন কোন দুষ্ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তিকে দশজনে উপহাস করিতেছে, দশজনে তিরস্কার করিতেছে, তখন যিনি তাহাকে একটু ভালবাসা ও দুইটী মিষ্ট কথা দিতে পারেন, তিনিই তাহাকে কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে সক্ষম! যে উদ্ধত চিত্ত গুরুজনের তিরস্কারে, বন্ধু বান্ধবের অভিমানে ও সামাজিক কঠোর শাসনে বিনম্র হয় নাই, তাহাই হয়তো কোন সদাশয় ব্যক্তির দুই ফোঁটা স্নেহের অশ্রু পাইয়া, ক্ষমার স্বর্গীয় মধুরতা পাইয়া তাঁহারই চরণ ধূলি হই-য়াছে! উদ্ধত বীর ফুলাসিংহের অজেয় বিক্রম পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ নিজের আয়ত্ত করিয়াছিলেন কি করিয়া? কেবল ক্ষমা করিতে ক্ষমতা ছিল বলিয়া, শাণিত তরবারির নিম্নে নিজের মস্তক রাখিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া। তাই বলিতেছি যে কার্য্য ধনবলে বাহুবলে ও প্রভুত্ববলে সাধিত না হয়, এক ক্ষমা হইতেই তাহা অনা-য়াসে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সকল কারণেই সেই পুরাকাল হইতে আজি পর্য্যন্ত ক্ষমার মহিমা সমভাবে কীর্ত্তিত হইতেছে।

মনুষ্য প্রতিক্ষণে ঈশ্বরের নিকট যেরূপ অপরাধ করিতেছে, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। যে ব্যক্তি অধর্ম্মা-চারী তাহারতো কথাই নাই, যিনি ধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহাকেও সময়ে সময়ে পাপচিন্তা পাপকামনা প্রভৃতি দুর্ব্বলতার হস্তে পতিত হইতে হয়! কিন্তু ক্ষমাময় ঈশ্বর সকলকেই সমভাবে ক্ষমা করিতেছেন! তাঁহার করুণার ধারায় সকলেই স্নাত হইতেছেন! মানব! বিশ্বজননীর মহা ক্ষমার প্রতি একবার চাহিয়া দেখ, যে ক্ষমার মহত্ত্বে মহর্ষি ঈশা ও মহাত্মা সক্রেটিসের জীবন "মহৎ" হইয়াছিল, মৃত্যুকালে প্রাণহন্তাদিগকে অম্লানমুখে আশীর্ব্বাদ করাইয়াছিল, সেই জীবন্ত ক্ষমার দিকে একবার চাহিয়া দেখ, তোমারও প্রাণের মলিনতা মুছিয়া যাইবে, তুমিও ক্ষমা করিতে শিখিবে।

পৃথিবীতে প্রধান ক্ষমাকারিণী মাতা।

মা'র কাছে সন্তান চিরদিনই ক্ষমা পাইয়া আসিতেছে। সুসন্তানই হউক আর কুসন্তানই হউক, মায়ের প্রাণ সন্তানের দিকে চিরদিনই টানিতেছে। অমন ক্ষমাশীলা বলিয়াই বুঝি মা'কে "দেবতার মেয়ে" বলিয়া মনে হয়!

ক্ষমা পারিবারিক বন্ধনের জীবন স্বরূপ। সেখানে ক্ষমার প্রভাব না থাকিলে সে বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে। ইহারই ফলে সন্তান পিতা মাতাকে সেবা করিতে অনিচ্ছুক, ভ্রাতা ভগ্নীতে বিচ্ছেদ, স্বামী স্ত্রীতে মনান্তর, প্রভু ভৃত্যের অসদ্ব্যবহার প্রভৃতি শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হয়! যে পরিবার সর্ব্বদা ক্ষমা প্রদান করিতে কৃপণ না হন, সেই পরিবারেই চিরদিনের মত শান্তি বিরাজমান থাকে।

ক্ষমা রমণীগণের কণ্ঠ-রত্ন স্বরূপ। ক্ষমাহীনা রমণী গৃহধর্ম্মের অনুপযোগিনী। শিশুর উপদ্রব, পীড়িতের অসহিষ্ণুতা, নির্ব্বোধের অকারণ উত্তেজনা প্রভৃতি—গৃহবাসে যে প্রতিক্ষণ কত বিরক্তিকর ঘটনা উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা যাঁহারা ভোগ করিতেছেন তাঁহারাই বুঝিতেছেন। রমণীর পরীক্ষা-ক্ষেত্র নিজ গৃহ। যিনি গৃহে সর্ব্বদাই ক্ষমা দেখাইতে পারেন—"ঝিদী শুধু শুধু মুখ ভার করিয়া আছে; এত করে পেটে মরি তবু গৃহিণীর মন উঠে না; দূর ছাই এই খিদের সময়ে আবার তিন জন অতিথি এল; পুঁটু আমার খোকাকে দেখিলেই মারে" প্রভৃতি যিনি অকাতরে ক্ষমা করিতে পারেন, ক্ষমাগুণ তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছে বলা যায়। ক্ষমা অভ্যাস করিতে হইলে আগে ছোট ছোট বিষয়েই আত্মপরীক্ষা করিতে হয়, তার পর অভ্যস্ত হইলে সামান্য ব্যক্তিও সুপ্রসিদ্ধ নিউটনের মত ক্ষমা করিতে পারে—নিজের বহুদিনের পরিশ্রম অনল সলিতায় ভস্মীভূত হইতে দেখিয়া কেবল ধীরতা সহকারে অনিষ্টকারীকে একটী মাত্র কথা বলে "ডায়মণ্ড! আজি যে আমার কি ক্ষতি করিয়াছ, তাহা তুমি নিজে জান না।"

যাহাকে আমরা ভালবাসি, তাহার দোষ প্রায়ই ক্ষমা করি। অনেকে বলেন "ভালবাসার চক্ষে দোষকে গুণ বলিয়া ভ্রম হয়," কিন্তু এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে। আমাদের বিশ্বাস, যাহাকে ভাল বাসি তাহার দোষ বিশেষরূপে দেখি, তাহার হৃদয়ের সহিত বাহ্য ঘটনার কি সম্বন্ধ তাহা বিচার করি, আর তাহার অবস্থায় পড়িলে সে দোষ অনেকেরই অনিবার্য্য হইয়া উঠে ইহাও বুঝিতে পারি। দোষের তত্ত্ব বুঝিলে ক্ষমা আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। এইরূপে আমরা সকলেই ব্যক্তিবিশেষকে ক্ষমা করিতে পারি ও ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতে ক্ষমা পাইতে পারি। অতএব এরূপ আশা করা যায় যে যখন মানবের জ্ঞান

বাসার সীমা বৃদ্ধি হইবে, যখন প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক ব্যক্তির দোষের তত্ত্ব বুঝিবে, তখন ক্ষমা মানব-হৃদয়ে একাধিপত্য করিতে পারিবে। ক্ষমার স্বর্গীয় আলোকে আলোকিত হইয়া জগৎ কত সুখ ও শান্তির আগার হইবে, গালি বিদ্রূপ প্রভৃতি অভদ্রোচিত ব্যবহার, যুদ্ধ বিগ্রহ নর নারী হত্যা প্রভৃতি রোমহর্ষণ মহাপাতক সমূলে উচ্ছেদ হইবে। সকল নর নারী দেবতার পুত্র কন্যা রূপে সময় যাপন করিতে পারিবেন। যে সকল ক্ষুদ্রচেতা, ক্ষমাকে ভীরুতা, দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষোচিত সৌজন্য মনে করিয়া অবজ্ঞা করে, তাহারা ক্ষমার অপরিসীম ক্ষমতা দেখিয়া অবাক্ হইয়া পড়িবে। যাহাতে সেই দিন আইসে, নিজের হৃদয়কে এই ভাবে প্রস্তুত করা মনুষ্য মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। এ চেষ্টার ফল নিজ জীবনে যতটুকু প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহাই আশা ও মঙ্গলের চিহ্নস্বরূপ।

ক্ষমা এ মর জগতের অমৃত স্বরূপ। সকলেই ক্ষমা অভ্যাস করিবেন। কিন্তু সময় বিশেষে অমৃতেও গরল উৎপন্ন হয়। যে সকল নরঘাতক পরস্বাপহারক নরাধমদিগের মস্তিষ্ক এরূপ বিকৃত হইয়াছে যে কোন ক্রমেই সত্যের জ্যোতি সহিতে পারে না, পুনঃ পুনঃ পাপ-পঙ্কে মগ্ন হইতে থাকে ও ক্রমে অধিক দুঃসাহস হইতে থাকে, তাহারা মনুষ্য সমাজে বাস করিয়া সমাজ কলঙ্কিত করে মাত্র, তাহাদিগকে ক্ষমা প্রদর্শন করিতে গেলে অনেক সময় বিপরীত ঘটনা হইয়া থাকে। অতএব তাহাদিগকে দণ্ড প্রদান অবশ্য কর্ত্তব্য বলিতে হইবে। দিল্লীর বৃদ্ধ সম্রাট জেলাল উদ্দিন, দুরাশয় ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিনকে ক্ষমা করিতে গিয়াই তাহার অনুচর কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন! তাই বলিতেছি সময়ে সময়ে অমৃতেও বিষ উৎপন্ন হয়। তবে যাহাদিগকে সৎ পথে ফিরাইবার সময় আছে, তাহারা ক্ষমা হইতেই ফিরিবে। গালির পরিবর্ত্তে গালি, নিন্দার পরিবর্ত্তে নিন্দা, হিংসার পরিবর্ত্তে হিংসা অনেকেই দিয়া থাকে, যিনি গালি নিন্দা প্রভৃতির পরিবর্ত্তে ভালবাসা দিতে পারেন, ক্ষমা দেখাইতে পারেন, তিনিই দেবতা, তিনিই জগতে অজেয়।

বুটিয়া পাশ।

বেহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত মুঙ্গের জেলার অধীন এবং জামুই নামক মহকুমার সীমান্তবর্ত্তী বুটিয়া পাশ অতি প্রসিদ্ধ স্থান। কৌতুক, বিস্ময় এবং আশঙ্কা একাধারে এই ত্রিবিধ রসোৎপাদক দ্রব্য সমূহ এস্থানে ভূরি পরিমাণে

বর্ত্তমান আছে। আমরা সম্প্রতি স্বচক্ষে এই স্থান দর্শন করিয়া নয়ন যুগলের পরিতৃপ্তি সাধন করিয়াছি। জামুই সহর হইতে আনুমানিক বিংশতি মাইল অথবা বাঙ্গালা হিসাবে প্রায় দশ ক্রোশ অন্তরে এই গিরিবর্ত্ম দেখিতে পাওয়া যায়। দুইটি প্রকাণ্ড এবং বহুদূর বিস্তৃত গিরিমালা এই স্থানকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছে। এই পর্ব্বতমালার স্থানীয় নাম "গিরিধর," "গিদ্ধাড়," "গিদ্ধাচল" প্রভৃতি। এই অচলমালা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লাইনের লুপ ও কর্ড এই দুই দিক বেষ্টন করিয়া পরিশেষে জগদ্বিখ্যাত বিন্ধ্যাচলে গিয়া সংমিশ্রিত হইয়াছে। গিদ্ধাচল বা গিদ্ধাড় পর্ব্বতমালা নানা স্থানে নানা আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ এগুলি বিন্ধ্যগিরির শাখা মাত্র। দুই পার্শ্বে অত্যুচ্চ সুদৃঢ় পর্ব্বতমালা আপনার পাষাণ গাত্রকে নিবিড় অরণ্যে আবৃত করিয়া ঊর্দ্ধে আকাশ ভেদ পূর্ব্বক মেঘের কোলে মিশিয়াছে, ইহার দুই দিকে অসংখ্য তরুরাজি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান। পার্শ্বে প্রায় সপ্ত ক্রোশ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া ভীষণ হইতেও ভীষণতর জঙ্গল, তাহা এমন নিবিড় যে তাহার দিকে তাকাইলেই অন্তরাত্মা শুকাইয়া যায়। ন্যূনাধিক ৮ মাইল পথ পূর্ব্বোক্ত দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়া যাইতে হয়, ইহারই নাম বুটিয়া পাস্। গৃহের মধ্যে সামান্য গুড় বা শর্করা ফেলিয়া রাখিলে যেমন ঝাঁকে ঝাঁকে পিপীলিকা আসিয়া পড়ে, এই অরণ্যে ব্যাঘ্র ও ভল্লুক সেইরূপ পালে পালে ও দলে দলে দিবা নিশি বিচরণ করে। এই স্থানের ভীষণতার শতাংশের একাংশও এই প্রবন্ধে বর্ণনা করিতে পারি না। ঐ স্থান দেখিয়া হৃদয়ে এতই ভয় হইয়াছিল যে, এই প্রস্তাব লিখিতে লিখিতেও প্রাণে আতঙ্কের উদয় হইতেছে। ব্যাঘ্র ভল্লুক ব্যতীত পক্ষী, মৃগ, উল্লু, বানর, শৃগাল, হেঁড়েল, ভোঁদড় প্রভৃতি কত প্রকার অগণ্য জন্তু এবং বৃহদাকার সর্প ঐ বনমালায় বিচরণ করে, তাহার কে নির্ণয় করিবে? কোথাও ফুলের সৌরভ, কোথাও জন্তুর চিৎকার, কোথাও বৃহৎ জন্তু কর্তৃক উৎপীড়িত ক্ষুদ্র পশুর আর্ত্তনাদ, কোথাও ফলের মনোহর বর্ণ, কোথাও পাহাড়ের গাত্রভেদ করিয়া নিঃসৃত ঝরণার জলের কুল কুল শব্দ, এ সকল ভাবিলে পরমেশ্বরের অপার মহিমা ও অনন্ত লীলায় হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। পথিকেরা অন্ততঃ দশ পনর জন একত্র না হইলে এই পথ দিয়া চলে না; অস্ত্র শস্ত্র ব্যতীত এই পথ ভেদ করিয়া যাওয়া সামান্য মানবের সাধ্য নহে। গিদ্ধোড়ের রাজা শ্রীযুক্ত রাবণেশ্বরপ্রসাদ সিংহ রাও সাহেব বাহাদুর এই পাসের স্বত্বাধিকারী। তিনি অনুগ্রহ করিয়া পথিকবৃন্দের প্রাণরক্ষার জন্য একটি সুবিধা করিয়া